চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 85 Saturday, 24 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৮৫ সংখ্যা ❋ ১১ ফাল্গুন, ১৪৩০, শনিবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সাতসকালেই ইডির তল্লাশি অভিযান হাওড়ায়। শুক্রবার সকালে মধ্য হাওড়ার হালদার পাড়ায় মাছ ব্যবসায়ী পার্থ প্রতিম সেনগুপ্তের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।...*বিস্তারিত পাতা ৩*

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল নেতার দাদাগিরি। এস্টেট কমিটিতে থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের বিলসহ একাধিক আর্থিক তছরুপের অভিযোগ।...*বিস্তারিত পাতা ৫*

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বারানসীতে সন্ত গুরু রবিদাসের ৬৪৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।...*বিস্তারিত পাতা ৬*

ভারতের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্ন পূরণ হল বাংলার আকাশ দীপের। রাঁচিতে প্রথম ঘণ্টাতেই ইংল্যান্ডের ৩ উইকেট তুলে নিয়ে নজর কেড়ে নিয়েছেন।...*বিস্তারিত পাতা ৮*

জামিন পেলেই লন্ডনে চলে যেতে পারেন শাহজাহান, শঙ্কা ইডির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ শেখ শাহজাহান জামিন পেলে লন্ডনে চলে যেতে পারেন, এমনই আশঙ্কার সুর এবার শোনা গেল ইডির আইনজীবীর গলায়। শুক্রবার ইডির বিশেষ আদালতে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের আগাম জামিন মামলার শুনানি ছিল আদালতে। সেই মামলার শুনানিতে এদিন ফের একবার শাহজাহানের আগাম জামিনের বিরোধিতা করে ইডি। তখনই এই আশঙ্কার কথা শোনান ইডির আইনজীবীর মুখে। ইডির তরফে আইনজীবী জানান, ''আগাম জামিনের বিরোধিতা করা হচ্ছে কারণ, জামিন পেলে যদি লন্ডনে চলে যান, তাহলে মামলা ভেস্তে যেতে পারে।'' একইসঙ্গে আদালতে ইডির তরফে এই প্রশ্নও তোলা হয় যে দোষী না হলে, কেন পালিয়ে বেরোচ্ছেন শেখ শাহজাহান? ইডির আইনজীবী এদিন শাহজাহানের নামের সঙ্গে একাধিক বিশেষণ যুক্ত করা হয়। শাহজাহানের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইডির আইনজীবী বলেন, তিনি 'ব্লু আয়েড বয়', 'টক অব দ্য টাউন'। শাহজাহানের আগাম জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে ইডি এদিন আবারও সেই তদন্তকারী অফিসারদের উপর উন্মত্ত জনতার চড়াও হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনা হয়। বোঝানো হয়, শাহজাহান 'ক্ষমতাবান', তিনি পনেরো মিনিটে তিন হাজার লোক জড়ো করে ফেলতে পারেন। এমনকী স্থানীয় স্তরে শাহজাহানের বিরুদ্ধে অতীতে অপরাধের অভিযোগের পরেও যে শাহজাহান অধরা, সেই দাবিও করা হয় ইডির তরফে। ইডির আইনজীবী এদিন দাবি করেন, 'পুরনো অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। খুনের ধারাতে মামলার পরেও গ্রেফতার হয়নি শাহজাহান।' কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী আরও বলেন, ''সরকারি দফতরে হামলার ঘটনাতেও শাহজাহানের সরাসরি যোগ রয়েছে। এই মামলাতে পুলিশের তরফে তাকে ফেরার ঘোষণা করা হয়েছে।'' ইডির তরফে দাবি করা হয়, অন্তত চারটি এফআইআর রয়েছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অতীতে। এর মধ্যে রয়েছে খুন, খুনের চেষ্টা, বেআইনি জমায়েত, সরকারি কর্মীকে মারধর ও কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ, দাবি ইডির আইনজীবীর। আগের দিনের মামলার শুনানির সময়ও শাহজাহানের আইনজীবী বলেছিলেন, তাঁর মক্কেলকে যেন সমন ইস্যু করা না হয়, কিংবা বলা হোক আগাম জামিনের আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁর মক্কেলকে গ্রেফতার করা না হয়। আজও মামলার শুনানির সময় শাহজাহানের আইনজীবী আইনি রক্ষা কবচ চান তাঁর মক্কেলের জন্য। তদন্তে সহযোগিতারও আশ্বাস দেন শাহজাহানের আইনজীবী।

'দেখুন কীভাবে বিজেপি বাংলায় বিষ ঢালছে'!

শুভেন্দুর ভিডিও পোস্ট অভিষেকের, প্রসঙ্গ টানলেন হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে অপশব্দ ব্যবহার, পাগড়ি পরা পুলিশকে 'খালিস্তানি' বলা, বিগত কয়েকদিনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এইরকম একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর একটি ভিডিও পোস্ট করে এবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝাতে চাইলেন, শুভেন্দু অধিকারী এই প্রথম ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন না। বরং বারবার এমন আচরণই করেছেন তিনি। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেল এক্স-এ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীর একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি কার নামে, কী কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন সেটা দেখানো হয়েছে। ভিডিও পোস্ট করে অভিষেক লিখেছেন, 'এই ভিডিওটি দেখুন আর জানুন কীভাবে বিজেপি বাংলায় মানুষের মধ্যে বিষ ঢালছে। একাধিকবার অভিযোগ জানানোর পরও এই ব্যক্তিকে আদালত সুরক্ষা দিয়ে চলেছে।'' এক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের বিচার প্রক্রিয়া নিয়েই কার্যত খোঁচা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'এই

ধরনের হিংসা এবং ঘৃণা ছড়ানোর দায় কে নেবে? ঠিক কী কারণে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে সুরক্ষা দিতে বাধ্য হচ্ছে?' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'খালিস্তানি' মন্তব্য নিয়ে এমনিতেই চাপে রয়েছে গেরুয়া শিবির। শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে শিখ সংগঠন রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গেও দেখা করে। এরই মধ্যে অভিষেক এই পোস্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন, এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধর্ম, জাতিকে আক্রমণ করাই বিজেপির অভ্যাস। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালি যাওয়ার পথে ধামাখালিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল বিজেপির প্রতিনিধি দল। সেই সময়ে কর্তব্যরত আইপিএস অফিসার যশপ্রীত সিংকে বিজেপির কেউ খালিস্তানি বলে আক্রমণ করেন। যশপ্রীত হলেন স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট (আইবি)। পুলিশের একাংশের অভিযোগ, অগ্নিমিত্রা পল এই মন্তব্য করেছেন। আবার বিকেলে আইজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার দাবি করেছেন, ওই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা। একটি ভিডিও ফুটেজে শুভেন্দুকে বলতেও শোনা গেছে, 'এট হচ্ছে খালিস্তানি'। দুরন্ত বার্তা অবশ্য সেই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি। এই ইস্যুতে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি নির্লজ্জভাবে সাংবিধানিক সীমা অতিক্রম করেছে। পাগড়ি পরা কাউকে খালিস্তানি, মুসলিম কাউকে পাকিস্তানি বলা হচ্ছে। তবে বিজেপির তরফ থেকে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে খোদ শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, তাঁর দল কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে না। বরং তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণের পাল্টা অভিযোগ করেছে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন অগ্নিমিত্রা পল। তাঁর অভিযোগ, জনসমক্ষে তাঁকে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন কুণাল। এই আবহে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট করা ভিডিও কী প্রভাব ফেলে সেটাই দেখার।

টার্গেট ৩৫, এক সপ্তাহে ৩ বার বাংলায় প্রচারে আসবেন মোদি

শুরু আরামবাগ দিয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ মার্চের ১, ২ এবং ৬ তারিখে বাংলায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সন্দেশখালি কাণ্ডের পর এবং লোকসভা ভোটের আগে মোদির এই বঙ্গসফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১ ও ২ মার্চ তিনি সরকারি অনুষ্ঠানে আসছেন এবং ৬ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে আসবেন ৬ মার্চ। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগে ১ মার্চ এবং কৃষ্ণনগরে ২ মার্চে সরকারি সফরে আসবেন। সেখানেও জনসভায় ভাষণ দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, ৬ তারিখ বারাসতে এসে তিনি সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। বিজেপি সূত্র আরও জানিয়েছে, বঙ্গসফরে এসে মোদি বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করতে পারেন। সেখানে দলের কর্মীদের উদ্দেশে কী বার্তা দেন, তা নিয়ে মুখিয়ে রয়েছে রাজ্য বিজেপি। বিশেষত তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও সিপিএমের ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করে বিঁধতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ আসন্ন ভোটের প্রচার-সুর বেঁধে দিয়ে যেতে পারেন মোদি। নির্বাচন কমিশন আগামী মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে তার আগেই সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি ও শিলান্যাস করে ফেলতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। হিন্দি বলয়ে জিত হাসিল করার পর কেন্দ্রীয় বিজেপির দীর্ঘদিনের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। এর আগেও ২০১৯ সালে মোদি একের পর এক প্রচারসভা করেছিলেন বাংলায়। কিন্তু, তাতে আখেরে কোনও লাভের গুড় ওঠাতে পারেনি। সেই মতো এবারেও বাংলাকে পাখির চোখ করতে চাইছে মোদি-শাহ জুটি। বিজেপির একমাত্র মুখ মোদিকে দিয়েই তাই 'সোনার বাংলায়' পদ্মফুল ফোটাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। বাংলার বিভিন্ন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং হাতে গরম সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে মোদি কী বলেন, তার অপেক্ষায় রাজ্য নেতৃত্ব। তৃণমূলের নেতা শেখ শাহজাহানকে নিয়ে সন্দেশখালির মানুষ যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন সে বিষয়ে মোদিকে অবগত করতে চান রাজ্য নেতারা। ফলে বাংলার উন্নয়ন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মোদির মুখে চোখা আক্রমণ শোনার অধীর অপেক্ষায় রয়েছে রাজ্য বিজেপির সদর কার্যালয়। ২০১৯-এর নির্বাচনে ১৮টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। সেবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২২। এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৫। এই ৩৫ আসন পেতে মরিয়া বিজেপি। তাই প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে শুরু করা হচ্ছে প্রচার। রাজ্য আরও একাধিবার প্রচারে আসতে পারেন মোদি।

আরও সাত জনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ এই কিছুদিন আগে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল-সহ ধরা পড়া নিয়ে এত কিছু হল। এতজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল হল। তারপর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সেই একই দৃশ্য। শুক্রবারও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল-সহ ধরা পড়ল সাত পরীক্ষার্থী। ওই সাত জনেরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে। এবছরের জন্য উচ্চমাধ্যমিকের সব বিষয়ের পরীক্ষা তাদের বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যেভাবে একের পর এক পরীক্ষার্থীর মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবার উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা। মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা যে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষার শুরুর দিন থেকেই কড়া হাতে বিষয়টি সামাল দিতে দেখা গিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

সংসদকে। প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই পাঁচ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আর শুক্রবারের পরীক্ষার দিন মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ২৪ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হল এবছরের মতো। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়ে শুরু থেকে সজাগ ছিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছিল মোবাইল নিয়ে কিংবা হাতে স্মার্টওয়াচ পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না। কিন্তু তারপরও যেভাবে একের পর এক ঘটনা উঠে আসছে, তাতে কড়া পদক্ষেপ করতে হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে। প্রসঙ্গত, এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে ঢুকেও হাতে নাতে ধরা পড়েছিল বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী। তাদের ক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করেছিল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। আর এবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও শুরু থেকেই কড়া পদক্ষেপের পথে।

সন্দেশখালি ফের অগ্নিগর্ভ, পুলিশের গাড়ির সামনে গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ ফের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সন্দেশখালিতে। নন্দীগ্রামের কায়দায় রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন গ্রামের মহিলারা। পুলিশের ধরপাকড়ের অভিযোগে রাস্তায় নেমেছেন তাঁরা। পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে চলছে বিক্ষোভ। শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজুদ্দিনের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার সকাল থেকে ফের

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালির বেড়মজুরের কাছারি এলাকা। শেখ শাজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অজিত মাইতির বাড়িতে ভাঙচুর করে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, কলাগাছি নদীর ধারে সাধারণ চাষিদের সমস্ত জমি জোর করে ভয় দেখিয়ে দখল নেয় অজিত মাইতি। সেই অভিযোগেই তার বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায় গ্রামবাসীরা। শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজউদ্দিনের ভেড়ির আলাঘরেও আগুন ধরিয়ে দেয়। গ্রামের মানুষ জানেন, প্রায় ৪০ বিঘা জমি জোর করে দখল করে নিয়েছে শেখ সিরাজউদ্দিন। চাষের জমিতে রাতারাতি সমুদ্রের নোনা জল ঢুকিয়ে বানানো হয় মেছো ভেড়ি। বেড়মজুর এলাকায় সকালে যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন সেই সমস্ত বিক্ষোভকারীদের এদিন দুপুরবেলার পর থেকে আটক করতে শুরু করে পুলিশ। বাসিন্দারা জানান, ঘরের ভেতরে ঢুকে ঢুকে পুরুষ মানুষদের টেনে হিঁচড়ে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রায় কুড়িজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেয়াত করা হয় নি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরও। এই ঘটনার পরেই এলাকার মহিলারা রাস্তায় গুঁড়ি ফেলে পুলিশের বিরুদ্ধে হাতে ঝাঁটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই সব ঘটনাপ্রবাহ বাংলার অনেক মানুষেরই বেশ চেনা ঠেকছে। তাঁদের মতে, সন্দেশখালিকে এবার নন্দীগ্রাম বানানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়েও শুভেন্দু গোড়া থেকে সক্রিয়। শাসক দলের অভিযোগ, শুভেন্দুরাই ষড়যন্ত্র করে সন্দেশখালিতে অস্থিরতা জিইয়ে রাখছে। চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে এদিন ফের সন্দেশখালিতে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তিনি সন্দেশখালিতে ঢুকতেই রাস্তার দুপাশের বাড়ি থেকে মহিলারা বেরিয়ে আসেন। গ্রামের মানুষ শেখ শাহজাহান ও সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুরু করে। রাজীব কুমার তাঁদের সতর্ক করে বলেন, ''আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। পুলিশের উপর ভরসা রাখুন।'' আইজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকারও সেখানে ছিলেন। তাঁকে গ্রামবাসীদের অভিযোগের বিষয়টি দেখতে বলেন রাজীব। তবে ডিজি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর সন্দেশখালিতে ধরপাকড় শুরু হয়। প্রায় কুড়ি জনকে আটক করে পুলিশ। এরই প্রতিবাদে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে শুরু হয় বিক্ষোভ। এমনিতে নন্দীগ্রাম ও সন্দেশখালির বিতর্কের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। নন্দীগ্রামে চাষের জমি জোর করে অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল সরকার। সন্দেশখালিতে সেই পরিস্থিতি নেই। সেখানে গ্রামবাসীদের শাসক দলের এক জন বা দুজন নেতার বিরুদ্ধে।

জোর করে যুদ্ধে নামাচ্ছে রাশিয়ান সেনা? উদ্বেগের মধ্যেই ভারতীয়দের সতর্ক করল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন না- ভারতীয়দের এমনই পরামর্শ দিল নয়াদিল্লি। আর সেই পরামর্শ এমন একটা সময় দেওয়া হল, যখন একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে রাশিয়ার সেনায় সহায়কের কাজ পাওয়া কয়েকজন ভারতীয়কে রুশ সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে বাধ্য করা হয়েছে। ইউক্রেনের সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় 'সুরক্ষা সংক্রান্ত সহায়ক' হিসেবে নেওয়া ওই ভারতীয়দের যুদ্ধ করতে হচ্ছে বলে একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে শুক্রবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক স্বীকার করে নিয়েছে যে সহায়ক হিসেবে রাশিয়ার সেনায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন 'কয়েকজন' ভারতীয়। দ্রুত তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালাচ্ছে মস্কোয় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। শুক্রবার একটি বিবৃতি জারি করে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ''আমরা প্রত্যেক ভারতীয়কে সতর্কতা অবলম্বন করে চলা এবং এই সংঘাত থেকে দূরে থাকার আর্জি জানাচ্ছি।'' তবে সেই বিবৃতিতে সরাসরি ইউক্রেনের নাম করা হয়নি। উল্লেখ্য, খারকিভ, মারিউপোলের মতো রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় এখনও ভারতীয় আটকে আছেন বলে একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। কয়েকটি রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে যে হতাহতের ভারতীয়দের নামও আছে। যদিও সেই বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। নয়াদিল্লি সেরকম কিছু জানায়নি। মস্কোর তরফেও আপাতত কোনও মন্তব্য আসেনি। সম্প্রতি ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়ে হায়দরাবাদের সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়াইসি আর্জি জানান যে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের মধ্যে যে ভারতীয়রা আটকে পড়েছেন, তাঁদের যেন দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। একই আর্জি জানানো হয় কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের তরফে। যে ভারতীয়দের অনেকেই কর্ণাটক, তেলাঙ্গানা, জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা বলে দাবি করা হয়েছে। কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়ঙ্ক খাড়গে দাবি করেন যে এজেন্টদের মাধ্যমে ওই ভারতীয়দের রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁদের রাশিয়ান সেনায় নিযুক্ত করেছিল ওয়েগনার গ্রুপ। যা আদতে ভ্লাদিমির পুতিনদের ভাড়াটে সৈন্য। একাধিক মহলের দাবি, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রাশিয়াকে সহায়তা করেছিল ওয়েগনার গ্রুপ। পরবর্তীতে সেই গোষ্ঠীর ইয়েভজেনি প্রিগোজিনই পুতিনের গদি উলটে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মস্কো দখলের চেষ্টা করেছিলেন। তবে মস্কো আসার আগে মত পালটে ফেলেছিলেন।

শাহজাহান এবার গ্রেফতারের মুখে? মন্তব্য রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি নিয়ে এখনও উত্তেজনা বহাল। শুক্রবারও সেখানে সদলবলে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা কোনও 'স্তোক' মানতে নারাজ। ঘটনার এতদিন পরও কেন শেখ শাহজাহানকে ধরা গেল না, সে প্রশ্নই সকলের মুখে। এরইমধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। শুক্রবার শহরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে রাজ্যপাল বোস বলেন, ''খুব তাড়াতাড়ি আপনারা ভাল খবর শুনতে পাবেন। সুরঙ্গের শেষে আলো দেখতে পাওয়া যাবে।'' ৫ জানুয়ারির ঘটনা। সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সেখানেই এজেন্সির উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। এরপরই পেঁয়াজের খোলা ছাড়ানোর মতো একের পর এক সাংঘাতিক সব অভিযোগ সামনে আসতে থাকে। কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বসিরহাটের সন্দেশখালি। একেবারে যেন ছাই চাপা আগুনের বিস্ফোরণ! শাহজাহানের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ। জমি দখল থেকে তাঁর শাগরেদদের মহিলাদের উপর নির্যাতন, অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। ইতিমধ্যেই শাহজাহানের দুই হাত উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরা গ্রেফতার হয়েছেন। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ প্রশমিত নয়। বরং আরও জোরাল হয়েছে শাহজাহানকে গ্রেফতারের দাবি।

মোদির সফরের জন্য ফুলবেঞ্চের দিনবদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ বেনজির ভাবে এবার লোকসভা ভোটে বাংলায় ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই সিদ্ধান্তেই পরিস্কার যে লোকসভা নির্বাচনেও বাংলায় অশান্তির আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই অবস্থায় সার্বিক ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ৩ মার্চ কলকাতায় আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। অর্থাৎ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, কমিশনার অরুণ গোয়েল সহ কমিশনের অন্য কর্তারা। আগে স্থির ছিল, ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ৪ থেকে ৬ মার্চ বাংলায় এসে বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্চের প্রথম সপ্তাহে তিন দিন রাজ্যে সফরে থাকবেন। ৬ তারিখ বারাসতে তাঁর সভা রয়েছে। সূত্রের মতে, সেই কারণেই শেষ মুহূর্তে দিন বদল করেছে কমিশন।

সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেফতার লকেট, সিঙ্গুরে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ শিবু-উত্তমরা গ্রেফতার হলেও এখনও অধরা সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। গত রাতে সন্দেশখালি থানার সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায় পদ্ম শিবিরের লোকজনকে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গ্রেফতারও হন। এবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেফতার হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। প্রতিবাদে সিঙ্গুরে তুমুল বিক্ষোভে বিজেপি। সূত্রের খবর, এদিন প্রথমে লকেটকে আটক করে পুলিশ। তারপর গ্রেফতার করা হয়। তাতেই তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপির লোকজন। সিঙ্গুরে বড়া এলাকায় শ্রীরামপুর থেকে বড়া যাবার রাস্তায় টায়ার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শুরু হয় তীব্র বিক্ষোভ। পথ অবরোধ শুরু করেন সিঙ্গুর বিধানসভার বিজেপি কর্মীরা। ব্যাপক যানজটও তৈরি হয়। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ গোটা এলাকা। শেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, অত্যাচারি শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেফতার করছে না। কিন্তু, বিরোধী দলকে আটকানো হচ্ছে। এটা লজ্জার বিষয়। সুর চড়াতে দেখা যায় এলাকার বিজেপি নেতাদেরও। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সিঙ্গুর বিধানসভার বিজেপি মণ্ডল চারের সভাপতি সুরজিৎ মণ্ডল। শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ''লকেট চট্টোপাধ্যায়কে

যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আজ পথ অবরোধ করা হয়েছে। শাহজাহানকে পুলিশ ধরতে পারছে না, কিন্তু বেছে বেছে বিরোধীদের আটকানো হচ্ছে। এটা খুবই লজ্জার ঘটনা।'' অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রাতে সুকান্তর সঙ্গে বিজেপি কর্মীরা সন্দেশখালির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেও পুলিশের তরফে ১৪৪ ধারার কথা বলে সরে যেতে বলা হয়। কিন্তু, তারপরেও শাহজাহানের গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভে অনড় থাকে বিজেপি। তারপরই শোনা যায় আটক করা হয়েছে সুকান্তকে। পরে গ্রেফতার। যদিও এর কিছু সময়ের মধ্যেই আবার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিনও মেলে বলে খবর। নৌকা করে ধামাখালি ঘাটে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিন হুগলির সাংসদ বলেন, ''সাধারণ মানুষ সন্দেশখালির নির্যাতিতের কাহিনী যাতে জানতে না পারে সেজন্য সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে রাখা হচ্ছে। তৃণমূল নেতারা গেলে তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু বাকিদের আটকানো হচ্ছে। এই পুলিশের মনে হচ্ছে মান সম্মান বলে কিছু নেই। বাড়িতে মা-বোন নেই।'' এদিন লকেট আরও বলেন, ''সন্দেশখালিতে সুনামি এসেছে। এই সুনামিতে বাংলায় আরও অনেক সন্দেশখালি বেরোবে। গ্রামের মেয়েরা কোনও পতাকা কোনও নেতা ছাড়া যে ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তা অভূতপূর্ব। আর কোনও পুলিশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁচাতে পারবে না।'' রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''উনি এখন আইনের শাসন দেখাচ্ছেন। গত ১০ বছর যে অত্যাচার হয়েছে তার বিচার করবে হবে? এতজন মহিলার সম্ভ্রম উনি কী করে ফেরত দেবেন? তিনি বলেন, মা আর মমতা মাটিতে মিশে গিয়েছে সন্দেশখালিতে।'' লকেটের দাবি, সন্দেশখালির অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের নির্যতিতা মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। যেদিন ওই মহিলাদের শাহজাহান বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন তো পুলিশ কিছু করেনি।

অবিভক্ত শিব সেনার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর জোশী প্রয়াত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শিব সেনা (Shiv Sena) থেকে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে বসেছিলেন। শিব সেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরের ডানহাত হিসাবে পরিচিত ছিলেন। প্রয়াত হলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ শিবসেনা নেতা মনোহর জোশী । শুক্রবার ভোর ৩টেয় মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর ।২১ ফেব্রয়ারি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন প্রবীণ এই নেতা । সেদিনই তাঁকে হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল । চিকিৎসায় হৃদরোগজনিত অসুস্থতা ধরা পড়ে । ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসা চলছিল তাঁর ।মনোহর জোশী প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরের কট্টর শিব সৈনিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন । তাঁর মৃত্যু মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষতি বলে মত ওয়াকিবহল মহলের । লোকসভার প্রাক্তন স্পিকারের দেহ মাটুঙ্গা পশ্চিমে রূপারেল কলেজের কাছে তাঁর বাসভবন 'চ৫৪'-এ রাখা হবে । সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত তাঁর সমর্থক ও কর্মীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন । দুপুর ২টোর পর শুরু হবে মনোহর জোশীর শেষকৃত্য । এরপর দাদার শ্মশানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে দাহ করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিজনরা । জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের মে মাসেও মনোহর জোশী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন । সেই থেকে প্রবল দৃঢ়তার সঙ্গে এতদিন লড়াই করেছেন । তিনিই ছিলেন শিবসেনা-বিজেপি জোটের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ।লোকসভার প্রাক্তন স্পিকারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ বর্তমানের । লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ মনোহর যোশীর মৃত্যুতে আমি শোকাহত । গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করার সময় সর্বোত্তম সংসদীয় ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন তিনি । নিজের স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ শৈলীর জন্য তিনি বিভিন্ন দলের নেতাদের দ্বারা সম্মানিত ছিলেন । তাঁর পরিচালনার অধ্যয়ন আমাকে সুষ্ঠুভাবে হাউস পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছে । তার মৃত্যু আমার জন্যও একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি । ঈশ্বরের কাছে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি । এই গভীর দুঃখের দিনে, শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ।ওম বিড়লা ছাড়াও জোশীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত

স্পেনের পূর্ব বন্দর শহর ভ্যালেন্সিয়ায় আবাসনে আগুনে মৃত ৪

ভ্যালেন্সিয়া, ২৩ ফেব্রয়ারিঃ স্পেনের পূর্ব বন্দর শহর ভ্যালেন্সিয়ায় একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুনে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ১৪ জন, এছাড়াও নিখোঁজ ১৯ জন। তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ বহুতলের চার-তলায় আগুন লাগে, সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলের জরুরি পরিষেবার ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ সুয়ারেজ টরেস বলেছেন, আগুনে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৭ বছর বয়সী একটি শিশু-সহ ১৪ জন আহত হয়েছেন এবং

অবৈধ বালি খাদান নিয়ে ইডির সমন আটকাতে গিয়ে সুপ্রিম তোপের মুখে ওই সরকার

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্ট তামিলনাড়ু সরকারকে জানিয়েছে বেআইনি বালি খাদানের বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত করলে আপনাদের সমস্যা কোথায়? সরকার ও তদন্তকারী সংস্থা উভয়ই এই বালি খাদান মামলা নিয়ে আদালতের কাছে পিটিশন জমা দিয়েছিল। তারপরই এনিয়ে কড়া জবাব দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে তামিলনাড়ুর অন্তত পাঁচজন জেলা শাসক এবার তদন্তকারী সংস্থার আতসকাঁচের নীচে রয়েছেন। ইডি তাদের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে। এদিকে সেই সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার রিট পিটিশন দাখিল করে। ইডি সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ করে রাজ্য যাতে এনিয়ে হস্তক্ষেপ না করে সেটা দেখা দরকার। এদিকে এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী জানিয়েছেন, একটি রাজ্য কীভাবে রিট পিটিশন দাখিল করতে পারে? কোন আইনে এটা তারা করতে পারে? ইডি সমন পাঠালে সরকারের কীসের সমস্যা? এব্যাপারে ওদের কী হচ্ছে? এদিকে সুপ্রিম কোর্টের তরফে তামিলনাড়ু সরকারের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।

বছরের পর বছর জনসেবায় নিজের জীবন কাটিয়েছিলেন মনোহর যোশীঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, মনোহর যোশীজির প্রয়াণে ব্যথিত। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন, যিনি বছরের পর বছর জনসেবায় নিজের জীবন কাটিয়েছিলেন এবং পৌর, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী শোকবার্তায় আরও জানান, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি রাজ্যের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। লোকসভার অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর মেয়াদকালে, তিনি আমাদের সংসদীয় প্রক্রিয়াগুলিকে আরও প্রাণবন্ত এবং অংশগ্রহণমূলক করার চেষ্টা করেছিলেন। মনোহর যোশীজিকে একজন বিধায়ক হিসাবে তাঁর অধ্যবসায়ের জন্যও স্মরণ করা হবে, চারটি বিধানসভায় দায়িত্ব পালন করার সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি। হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর গত ২১ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় মনোহর যোশীকে। সেখানেই শুক্রবার ভোররাতে মৃত্যু হয় তাঁর। ১৯৩৭ সালের ২ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় জন্ম মনোহরের। পড়াশোনার জন্য পরে তিনি চলে যান মুম্বইয়ে। শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মুম্বইয়ের পুরসদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৭৬ সালে দু'বছরের জন্য মুম্বইয়ের মেয়রও হন। ১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রের বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন যোশী। ১৯৯০ সালে প্রথম বিধানসভা ভোটে নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৯০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আরএসএস সদস্য হিসাবে জোশীর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ৮০-র দশকে তিনি মহারাষ্ট্রে বালাসাহেব ঠাকরের দল শিবসেনায় যোগ দেন। দ্রুতই উঠে আসেন দলের শীর্ষ সারিতে। শিবসেনা থেকে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। এনসিপির (সেই সময় অবশ্য কংগ্রেসে) শরদ পওয়ারের পর ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত জোশী মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন। পরে মুম্বই উত্তর-মধ্য কেন্দ্র থেকে সাংসদ হিসাবেও নির্বাচিত হন তিনি। অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী, সেই সময় ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত লোকসভার স্পিকারও ছিলেন তিনি।অন্যদিকে, মুম্বইতে প্রয়াত হয়েছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মনোহর যোশীও। তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছিলেন, শুক্রবার ভোররাতে মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। পরিবার সূত্রের খবর, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশীকে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশীর প্রয়াণে শোকের আবহ মহারাষ্ট্র রাজনৈতিক মহলে। শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফা়নবীশ-সহ অনেকেই। দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এক্স মাধ্যমে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মনোহর যোশীর মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক-সামাজিক, শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কখনও ভোলার নয়। আমি তাঁর প্রতি নিজের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।অন্যদিকে মুম্বইতে,মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশী নিজের জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছেন কিন্তু তিনি কখনও শিবসেনা ত্যাগ করেননি, যোশীর প্রয়াণে ব্যথিত উদ্ধব ঠাকরে এই মন্তব্য করলেন। শুক্রবার ভোররাতে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মনোহর যোশীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে।উদ্ধব ঠাকরে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি বলেছেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মনোহর যোশী নিজের জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছেন কিন্তু তিনি কখনও শিবসেনা ত্যাগ করেননি, তিনি সর্বদা দলের প্রতি অনুগত ছিলেন। বালাসাহেব ঠাকরেকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণ দলের জন্য একটি বড় ক্ষতি।

ফের চাঁদে নামল মার্কিন মহাকাশযান, সফট ল্যান্ডিং বেসরকারি সংস্থার 'ওডিসিয়াস'-এর

ওয়াশিংটন, ২৩ ফেব্রয়ারি ঃ দীর্ঘ ৫০ বছরের বিরতির পর ফের চাঁদে নামল মার্কিন মহাকাশযান। চাঁদে সফলভাবে সফট ল্যান্ড করেছে বেসরকারি সংস্থার তৈরি মহাকাশযান ' ইতিহাস গড়ে এই প্রথম কোনও বেসরকারি সংস্থার তৈরি মহাকাশযান নামল চাঁদের মাটিতে। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে মালাপের্ট নামে এক খাতের কাছে নেমেছে মহাকাশযানটি ।ওডিসিয়াস মহাকাশযানটি তৈরি করেছে ' মেশিনস' নামে এক বাণিজ্যিক মহাকাশ সংস্থা। সংস্থার সিইও স্টিভ অলটেমাস বলেছেন, ' এখন চন্দ্রপৃষ্ঠে এবং সেখান থেকে তথ্য পাঠাচ্ছি।' নাসা জানিয়েছে, দক্ষিণ মেরু থেকে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার দূরেই নেমেছে ওডিসিয়াস। এই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা হবে। গত ১৫ ফেব্রয়ারি কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এলন মাস্কের স্পেসএক্স সংস্থার তৈরি ফ্যালকন-৯ রকেটে চেপে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ওডিসিয়াস। মহাকাশে প্রবেশ করার কয়েক মিনিট পর, রকেটটি থেকে মহাকাশযানটি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মাত্র আটদিনে চাঁদে পৌঁছে গেল ওডিসিয়াস।১৯৬৯ সালে প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন মার্কিন মহাকাশচারী নিল আর্মস্ট্রং। ১৯৭২ সালে অ্যাপোলো অভিযান বাতিল করা হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে থেমে গিয়েছিল মার্কিনিদের চাঁদের যাওয়া। তারপর কেটে গিয়েছে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়। অবশেষে ৫০ বছরের বিরতি ভেঙে বৃহস্পতিবার চাঁদে পাড়ি দিল মার্কিন মহাকাশযান।

শাহজাহানকে ফের নোটিশ, সাত সকালে শহরের একাধিক জায়গায় তল্লাশি শুরু ইডির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃইডি অফিসারদের ওপর আক্রমণের ঘটনার পর ৪৯ দিন পার হয়ে গিয়েছে। নতুন করে বিপাকে সন্দেশখালির ' তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। শুক্রবার আমদানি-রফতানি ব্যবসা সংক্রান্ত একটি মামলাতেই ' ব্যবসায়ীদের বাড়িতে তল্লাশি চলছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ মোট ছ'জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে খবর, আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত ব্যবসায় ' নিয়ে তারা নতুন একটি ইসিআইআর বা অভিযোগ দায়ের করে। তার ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত। আমদানি-রফতানির ব্যবসায় জমি-ভেড়ির টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল কি না, সীমান্তের ও পারেও মাছ বা অন্যান্য সামগ্রী রফতানি করা হত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।শুক্রবার সকাল ৭টা নাগাদ ইডির আধিকারিকেরা হাওড়ার হালদারপাড়া এবং কলকাতার বিজয়গড়ের একটি ঠিকানায় তল্লাশি শুরু করেছেন। তা ছাড়াও আরও চারটি জায়গায় তল্লাশি চলছে। ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও।হাওড়ার হালদারপাড়ায় পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। স্থানীয়দের কয়েক জনের দাবি, অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে প্রবীণ এই ব্যবসায়ী চিংড়ি মাছের ব্যবসাও করতেন। বিজয়গড়ে তল্লাশি চলছে আর এক ব্যবসায়ী অরূপ সোমের বাড়িতে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শাহজাহানের। মূলত আমদানি-রফতানির ব্যবসা করতেন এই ব্যবসায়ীরা।বিরাটির একটি ঠিকানাতেও তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। সেখানে অরুণ সেনগুপ্ত নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চলছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ীর চিংড়ি রফতানির ব্যবসা ছিল। শাহজাহানের কাছ থেকে চিংড়ি মাছ কিনতেন তিনি। তল্লাশির সূত্রেই ' বলে একটি সংস্থার নাম জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। যদিও ওই ব্যবসায়ীর বাড়ির এক কর্মচারীর দাবি, ম্যাগনামের ডিরেক্টর পদে ছিলেন না অরুণ।রেশন দুর্নীতি মামলায় গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহানের বাড়িতে ইডির তল্লাশি করতে যাওয়া এবং আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে আর দেখা মেলেনি তাঁর। শাহজাহান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে জমি জবরদখল করে ভেড়ি বানানো, মুরগির খামার বানানোর অভিযোগ ওঠে। গ্রামবাসীদের অনেকের মাছের ভেড়ি লিজে নিয়ে টাকা না দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকেই এই নিয়ে শাহজাহানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সংদেশখালির বাসিন্দাদের বড় অংশ। শাহজাহানদের সুবিশাল ' নিয়ে চর্চা শুরু হয় তার আগে থেকেই। শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ উত্তম সর্দার এবং শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এখনও ' শাহজাহান।

দেশের সবচেয়ে ' অপরিষ্কার শহর' ,রাজ্যের ১১টি পুরসভাকে পুরস্কৃত করছে মোদী সরকার

अमृत
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বঙ্গ বিজেপি'র নেতা-নেত্রীরা যখন নিয়ম করে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করছেন। রাজ্যে কেন্দ্রের সহায়তাপ্রাপ্ত একাধিক প্রকল্পের রূপায়ণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।প্রকল্প সফল ভাবে রূপায়ণের জন্য ফের কেন্দ্রের স্বীকৃতি এল। এবার সাফল্যের স্বীকৃতি পেল রাজ্যেরটি পুরসভা। নিকাশি, পানীয় জল সরবরাহ সহ নানা পরিষেবার জন্য কেন্দ্র অম্রুত প্রকল্পে অর্থ দেয় পুরসভাগুলিকে। সেই অর্থের সঠিক ব্যবহারের জন্য দেশের মধ্যে রাজ্যের ১১টি পুরসভা সেরার পুরস্কার পাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দেশের সবচেয়ে 'অপরিস্কার শহর' তকমা হাওয়া হাওড়াও। আগামী ৫ মার্চ দিল্লিতে পুরসভাগুলির হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পের কাজের নথি ঠিক মতো জমা না দেওয়ার জন্য ওই প্রকল্পগুলির টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। তাই নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছে শাসকদল। প্রধানমন্ত্রীকে একাধিক বার চিঠিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এ সবে বরফ না গলায় রাজ্য সরকার নিজ উদ্যোগে ১০০ দিনে কাজের টাকা ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। একই সঙ্গে আবাস যোজনার কাজ চালু রাখার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতে কেন্দ্রের স্বীকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ।উত্তরপাড়া, হাওড়া, নবদ্বীপ, বারাসত, উলুবেড়িয়া, শিলিগুড়ি, চাঁপদানি, ভাটপাড়া, কল্যাণী, উত্তর বারাকপুর এবং দক্ষিণ দমদম পুরসভা এই পুরস্কার পাচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। বুধবারই এই পুরস্কারের চিঠি এলে পৌঁছেছে।নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অন্যান্য নাগরিক পরিষেবাকে নিয়ে দেশের পুরসভাগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা করে থাকে কেন্দ্র। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পুরসভাগুলিকে প্রথমে অনলাইনে সমস্ত তথ্য জমা দিতে হয়। সেই তথ্য যাচাই করেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। তার ভিত্তিতে পুরসভা এলাকাগুলিতে তাঁরা পরিদর্শনেও আসনে কেন্দ্রের আধিকারিকেরা। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে তবেই বেছে নেওয়া হয় পুরস্কার প্রাপকদের।এ প্রসঙ্গে রাজ্যের এক আধিকারিক সাংবাদমাধ্যমকে বলেন, কিছুদিন আগেই কেন্দ্রের একটি সমীক্ষা জানিয়েছিল, দেশের সব থেকে অপরিস্কার শহর হল হাওড়া। ওই সমীক্ষার ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যে ১১ পুরসভাকে পুরস্কৃত করবে কেন্দ্র তার মধ্যে হাওড়াও রয়েছে।অম্রুত-২ প্রকল্পে রাজ্যের জন্য মোট ১০,৩৪০ কোটি টাকার অনুমোদম মিলিছে। এই কাজ চলবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। প্রথম কিস্তিতে মোট ১,৪৯৫ কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৪৯৫ কোটি টাকা। বাকি এক হাজার কোটি টাকা দেবে রাজ্য।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করে শ্রেষ্ঠ সংসদীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মনোহর যোশীঃওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মনোহর যোশীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। পয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও তিনি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা শুক্রবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শোকবার্তা জানিয়েছেন। তিনি এক্স পোস্টে লিখেছেন, ''আমি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ মনোহর যোশীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করে তিনি শ্রেষ্ঠ সংসদীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেন। লোকসভা পরিচালনার স্বতন্ত্র ও সুষ্ঠু শৈলীর কারণে তিনি সব দলের নেতাদের থেকে সম্মান পেয়েছেন।''বিড়লা আরও লিখেছেন যে লোকসভায় ওঁনার কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে আমার কাজ মসৃণ হয়েছে। ওঁনার মৃত্যু আমার জন্যও ব্যক্তিগত ক্ষতি। ঈশ্বর ওনার আত্মার শান্তি দিক। ওঁনার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।''

কেজরিওয়াল গ্রেফতার হতে পারেন, ফের শঙ্কায় এএপি সৌরভের তোপ বিজেপিকেও

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রয়ারি ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেফতার হতে পারেন, ফের আশঙ্কার কথা জানাল তাঁর দল আম আদমি পার্টি (এএপি)। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হবে। প্রশ্ন হল, কেন কেন্দ্রীয় সরকার এত তাড়াহুড়ো করছে?বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে সৌরভ বলেছেন, এমনকি বিজেপির লোকজন আমাদের বলছে, যদি (কংগ্রেসের সাথে) জোট হয়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে যেতে হবে এবং আমরা যদি তাঁকে বাইরে দেখতে চাই তবে একটাই উপায় আছে - অরবিন্দ কেজরিওয়াল কংগ্রেসের সঙ্গে আইএনডিআই জোটের অংশ হবেন না। এটা স্পষ্ট যে বিজেপি খুবই নার্ভাস। বিজেপি মনে করে, এএপি এবং কংগ্রেস যদি একত্র হয়, যেখানেই জোট তৈরি হবে, সে রাজ্যেই - বিজেপির পক্ষে জয় কঠিন হবে, সরকার গঠন করা কঠিন হবে।এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন এএপি সাংসদ সংদীপ পাঠকও। তিনি আসন বন্টন প্রসঙ্গে বলেছেন, সমস্ত ঘোষণা (সমস্ত রাজ্যের জন্য) একসঙ্গে করা হবে। আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আমি নিশ্চিত শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

জাতীয় সংগীতেও পঞ্জাব আছে, পঞ্জাবিদের আঘাত নয়,' ভাবাবেগে আঘাত অনুচিত', পাশে থাকার বার্তা রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এমন কিছু করা উচিত নয়, যা দূর-দূরান্ত থেকেও পঞ্জাবিদের ভাবাবেগে আঘাত করে। জাতীয় সংগীতের পংক্তি উদ্ধৃত করে 'খলিস্তানি' বিতর্কে মুখ খুললেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পঞ্জাবিদের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বলেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিতে আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যা দূর-দূরান্ত থেকেও আমাদের নাগরিকদের ভাবাবেগে আঘাত করে। যেখানে দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাপ্রদর্শন শুরু হয়েছে পঞ্জাব দিয়ে, পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা...।'অশান্তির সূত্রপাত মঙ্গলবার। অশান্ত সন্দেশখালি (Sandeshkhali)সংলগ্ন ধামাখালির কাছে বিজেপি প্রতিনিধিদলকে আটকায় পুলিশ। সেই দলে ছিলেন ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপার, আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিং। শিখ সম্প্রদায়ের ওই আইপিএসের মাথায় স্বভাবতই পাগড়ি ছিল। অভিযোগ, আর তা দেখেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নাকি ' ওটা খলিস্তানি' বলে কটাক্ষ করেন। তাতে খেপে যান ওই পুলিশ অফিসার। পালটা প্রশ্ন করেন, আমার মাথায় পাগড়ি দেখে খলিস্তানি বলছেন? এ কেমন কথা? উভয়ের তর্কবিতর্কে ধামাখালির কাছে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শুভেন্দুর হয়ে কথা বলতে যান অগ্নিমিত্রা পল। তিনিও বেশ উত্তেজক কথাবার্তা বলেন। একজন পুলিশ আধিকারিককে ' খলিস্তানি বলার জের গড়ায় বহু দূর।কলকাতায় বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন বিক্ষোভ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার কলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের ৭ জন প্রতিনিধি এদিন যান রাজভবনে, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। এ বিষয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁরা স্মারকলিপিও দেন। রাজভবন থেকে বেরিয়ে তাঁরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম আজ। জানালাম আমাদের এই পাগড়ির ইতিহাসের কথা। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সম্মানের, গর্বের। একজন কর্তব্যরত আইপিএস অফিসারকে শুভেন্দু অধিকারী ' বলে যে অপমান করেছেন, তা খুব লজ্জার। আমরা ওঁকে বলেছি, আপনি যতটা পারবেন, এবিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন। দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে এনিয়ে চিঠি লিখবেন। জানাবেন, যাতে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়।পরে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বিবৃতি দিয়ে জানান, কোনও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা অনুচিত। শিখদের পাশে রয়েছে বাংলা।

জমি জবরদখল, টাকা চাইলে হুমকি!জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সফরের মধ্যেই উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শুক্রবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল গিয়েছে সংদেশখালি। সেই সফরের মধ্যেই উত্তেজনা। শাহজাহান শেখের অনুগামীর মাছের ভেড়ির আলাঘর পুড়িয়ে দিলেন গ্রামবাসীরা।গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, প্রায় ৪০ বিঘা জমি জোর করে দখল করে নেয় শেখ সিরাজুদ্দিন। চাষের জমিতে রাতারাতি সামুদ্রিক নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে অনেককে। তাঁদের দাবি, সন্দেশখালি থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। উল্টে তাঁদের অত্যাচার করা হয়েছে। মূল অভিযোগ, শাহজাহানের অনুগামী তৈয়েব খান এলাকাবাসীর জমি দখল করেছিলেন। কিন্তু তার বদলে কোনও টাকাপয়সা দেননি। বরং টাকা চাইতে গেলে হুমকি দেওয়া হয়।বৃহস্পতিবার শাহজাহানের ভাইয়ের মাছের ভেড়ির আলাঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। শুক্রবারও একই ঘটনা ঘটল। এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে তাঁদের ঘিরে আরও বেশি বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসীরা।দিন কয়েক আগেই শাহজাহানের ভাই সংবাদমাধ্যমের সামনে আক্ষেপ করেছিলেন, দাদা বেপাত্তা হওয়ার পর থেকেই পুলিশের তপরতায় স্বাভাবিক জীবন ব্যহত হচ্ছে তাদের। সারাক্ষণ থাকতে হচ্ছে সিসিটিভির নজরদারিতে। বাড়িতে শান্তিতে খেতে ঘুমোতে পারছেন না তাঁরা। এবার তিনি এবং তাঁর অনুগামীর বিরুদ্ধেই এবার তেতে উঠল গ্রাম।সংদেশখালিতে শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তো আছেই। গ্রামের লোকজনের পাশাপাশি একই অভিযোগ তুলেছেন এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল নেতারাও। তাঁদের দাবি, ক্ষমতায় এসেই প্রথমে দীর্ঘদিনের পুরনো তৃণমূল নেতাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয় শেখ শাহজাহানের শাগরেদরা। তারপরেই শুরু হয় অত্যাচার। অভিযোগ, পারিশ্রমিক চাইতে গেলেই মারধর করত তারা। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করত। প্রশাসনকে জানাতে গেলে বিপদ আরও বাড়ত। দলবল নিয়ে এসে মারধর করে যেত। ভয়ে তাদরে বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারত না। বর্তমানে একযোগে সবার ক্ষোভ যেন বেরিয়ে আসছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৎনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১১ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১১ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅত্যিক উত্তেজনা এবং বিস্ফোরক নেশা আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। এটি এড়াতে আপনার আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন। **বৃষভ রাশিঃ**যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার। **মিথুন রাশিঃ**অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। সংসারে শান্তি **কর্কট রাশিঃ**আপনার কম জীবনীশক্তি সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। নিজের কিছু সৃষ্টিশীল কাজ নিয়োজিত রাখা এবং এই রোগের বিরুদ্ধে নিজেকে উদ্বুদ্ধ রাখাই সবচেয়ে শ্রেয়ী। **সিংহরাশিঃ** বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। সংসারে শান্তি হবে **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে-আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। **কুম্ভ রাশিঃ**সংসারে শান্তি। বিবাহের যোগ। সন্তান হতে পারে **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ বিনিয়োগে করেছিলেন তা আজ ফলস্বরূপ ফল পাবে।। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য

আগামী মঙ্গলবার দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রক্ষনাবেক্ষনের কাজের জন্য কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলি সেতু আগামী মঙ্গলবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐ দিন রাত একটা থেকে ভোর তিনটে পর্যন্ত সেতুর উপর দিয়ে চলা উভয় দিকে সব ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ন বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশের তরফে আজ এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ঐ সময় সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

স্পিড বোট উল্টে মৃত্যু বি.এস.এফ জওয়ানের

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বি.এস.এফ সুত্রে খবর মৃত ওই বি.এস.এফ জওয়ানের নাম-রেয়াজ আহমেদ রাথের(৩৫), কাশ্মীরের বাসিন্দা। ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন ওই সেনা জওয়ান।উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকীতে কর্মরত ছিলেন তিনি।বৃহস্পতিবার রাতে ভারত বাংলাদেশের জল সীমান্ত টাকী ইছামতি নদীতে স্পিড বোটে টহল দিচ্ছিলেন রেয়াজ আহমেদ রাথের সহ আরো তিনজন বিএসএফ জওয়ান। হঠাই রাতে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হওয়ায় স্পিড বোটটি নদীতে উল্টে যায়। বাকিরা সাঁতরে নদীর পাড়ে উঠে আসতে পারলেও রেয়াজ আহমেদ রাথের উঠতে পারেননি। রাত থেকেই তার খোঁজে নদীতে তল্লাশি শুরু করে বি.এস.এফ। শুক্রবার সকালে টাকি থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে সোলাদানায় নদীর চরে তাকে দেখতে পায় এলাকার মানুষ।

দেশের ক্রমবর্ধমান মাছের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন দ্বিতীয় নীল বিপ্লব বললেন কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী শ্রী পরশোত্তম রুপালা

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মাননীয় কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মৎস্যমন্ত্রীশ্রী পরশোত্তম রুপালা মহাশয়, আইসিইএআর-কেন্দ্রীয় অন্তরস্থলীয় মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থা, ব্যারাকপুর, করবে এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় মৎস্য ও জলজ চাষের জন্য উজ্জ্বলভ বিষ্যতের পথ প্রশস্ত করবে। সম্প্রসারণ এর সাথে জাতি সকল স্টেকহোল্ডারদের (কঠোর পরিশ্রমী জেলে-কৃষক, নিবেদিত গবেষক, উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা বা সহায়ক নীতিনির্ধারক) সমন্বিত প্রচেষ্টার

কলকাতার এবং এশিয়ান ফিশারিজ সোসাইটি ইন্ডিয়ান ব্রাঞ্চ, ম্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক ইনল্যান্ড ফিশারিজ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ব্যারাকপুর, কলকাতা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, নতুন দিল্লি প্রফেশনাল ফিশারিজ গ্র্যাজুয়েটস ফোরাম, মুম্বাইও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতর, দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত ১৩ তম ইন্ডিয়ান ফিশারিজ এন্ড একুয়াকাল্চার ফোরাম এর উদ্বোধন ২৩ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে করেন। উদ্বোধনী ভাষণ এ শ্রী রুপলা বলেন এই ফোরামটি মৎস্য ও অ্যাকুয়াকালচার সেক্টরের জন্য একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান উনি সরকারী কর্মকর্তা, কৃষক, শিল্প প্রতিনিধি, এবং ছাত্র সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের উপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মন্ত্রী মহাশয় সমাবেশকে স্মরণ করিয়ে দেন যে উপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ, পরিকাঠামো উন্নয়নএর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর মৎস্য সম্পদ যোজনা কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বৈশ্বিক মৎস্য উপাদন এবং কৃষি জিডিপিতে ভারতের অবদানের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। প্রতি বছর মাছ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৬৩,৯৬৯ কোটি টাকা ভারতের আয় হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে সেক্টরের এই অভূতপূর্ব প্রতিফলন।ডঃ হিমাংশু পাঠক, ডিরেক্টর জেনারেল,(আইসীএআর), সচিব কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগ তার মন্তব্যে বলেন যে ভারত, তার বিস্তীর্ণ উপকূলরেখা এবং সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ সহ, বিশ্বব্যাপী মস্য ও জলজ চাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং জিডিপিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। তিনি আরও বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জির দূরদর্শী নেতৃত্বে, মস্য চাষ আমাদের দেশের উন্নযনের জন্য একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি জানান যে মৎস্য ও জলজ খাতেদ্রুত বৃদ্ধির কারণে (৯.০৩)ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ডঃ জয়কৃষ্ণ জেনা, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল(মৎস্য বিজ্ঞান),জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদানের ভবিষ্যত সুযোগ বিশদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বিজ্ঞানী, মস্যজীবী এবং অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারদের দেশে নীল বিপ্লব বাস্তবায়নে তাদের অবদানের জন্য মস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখ করে অভিনন্দন জানান।

আইসিএআর- সিফরীর অধিকর্তা এবং সম্মেলনের আহ্বায়ক ডা.বসন্ত কুমার দাসতার বক্তব্যে মোট তিন দিনের বিশাল কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরেন এবং জানান যে বৈজ্ঞানিক আলোচনার পাশাপাশি সম্মেলনএ প্রযুক্তিগত অধিবেশন, বিশিষ্ট বক্তাদের প্রধান বক্তৃতা,মস্যঅধিকারিদের আলোচনা, কনক্লেভ, স্যাটেলাইট সিম্পোজিয়া যেখানে প্রযুক্তি, মাছ চাষের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, ন্যাচারাল ফরমিংএবং সামাজিক উন্নযনসহ সম্ভাব্য সকল দিক নিয়ে. আলোচনা করাহবে।এই উপলক্ষে জাতীয়. গুরুত্বের বিভিন্ন পুরস্কার যেমন প্রফেসর এইচপিসি শেঠি পুরস্কার, ড. টিভিআর পিল্লাই পুরস্কার, শ্রী জে.ভি.এইচ. ডিক্সিটুলু জাতীয় পুরস্কার, আইএফএসআই ফেলো এবং এএফএসআইবি তরুণ বিজ্ঞানী পুরস্কার প্রদান করা হয়। নিজক্ষেত্রে এই পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীদের মনকে অনুপ্রাণিত করবে এবং ভবিষ্যতে মস্য ও জলজ চাষের ক্ষেত্রে আরও কিছু করার জন্য তাদের অনুপ্রেরণা দেবে। বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট, মহিলা উদ্যোক্তা, মৎস্য চাষী, সরকারী কর্মকর্তা, শিল্পপতি, ছাত্র এবং সহ উদ্যোক্তা সহ ভারত ও বিদেশ থেকে প্রায় ১৫০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নেবেন বলে আশা করা যায়।

হাওড়ায় মাছ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডির তল্লাশি অভিযান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সাতসকালেই ইডির তল্লাশি অভিযান হাওড়ায়। শুক্রবার সকালে মধ্য হাও।ার হালদার পাড়ায় মাছ ব্যবসায়ী পার্থ প্রতিম সেনগুপ্তের বড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। অভিযোগ, শেখ শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' ওই ব্যবসায়ীর হাও।ার বা।তে এদিন তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। প্রায় ঘঃটা চারেক ধরে তল্লাশি চলে। টাকা সাইফনিং এর মাধ্যমে মাছ ব্যবসায়ীকে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। জমি প্রতারণার মাধ্যমে টাকা বিদেশেও পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ। জমি জবরদখল ও একটি পুরনো খুনের মামলার তদন্তে সাতসকালেই হাওড়া, কলকাতার বিজয়গড় সহ মোট ৬টি জায়গায় হাজির হন ইডির আধিকারিকরা। মাছ ব্যবসায়ী পার্থ প্রতিম সেনগুপ্তের বা।তে ইডির তল্লাশি নিয়ে এদিন পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর মেয়ে অন্বেষা সেনগুপ্ত দাবি করেন ২০১৬ এর পর থেকে তাঁর বাবা চিংড়ি মাছের রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে আর যুক্ত নেই। যেহেতু উনি একসময় ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন তাই ইডি নিয়মমাফিক তল্লাশিতে এসেছিল। তবে ঘর থেকে কোনও জিনিস পাওয়া যায়নি। এবং কোনও জিনিস উদ্ধার হয়নি। তদন্তের কাজে তাঁর বাবা সবসময় ইডিকে সহায়তা করবেন। অন্বেষা বলেন, ইডি বাড়িতে রেড করেছে। বাবাদের চিংড়ি মাছ রপ্তানির ব্যবসা আছে। তবে শারিরীক অসুস্থতার কারণে ২০১৬ সাল থেকে বাবা ব্যবসা থেকে সরে আসেন। সেই ব্যবসা

এখন পরিবারের অন্যান্য লোকেরা চালান। সেই ব্যবসায় একটি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই ইডি বাড়িতে এসেছিল। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ৪ সদস্যের ইডি আধিকারিকদের একটি দল এসে সব নথি পরীক্ষা করেন। ফোন চেক করা হয়। তবে ওনারা কিছু পাননি। তদন্তকারী সংস্থা বাবার কাছে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদের জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়েছেন বাবা। তবে তদন্তকারী সংস্থা কিছু নিয়ে যায়নি। যদি তদন্তকারী সংস্থা ডাকে তাহলে সংস্থাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা হবে। বাবা ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং অফিসেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ছা।ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং অফিসেও তদন্ত চালানো হচ্ছে। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা রবীন পাল জানান, এলাকায় ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত। তবে, কিছু কারণ আছে বলেই ইডি হানা দিয়েছে। ইডি ভাল কাজ করেছে। তাঁর বক্তব্য এক শ্রেণীর মানুষের হাতে অনেক পয়সা এসে গিয়েছে বলে গরীবদের হাতে পয়সা নেই। ইডি সঠিক কাজ করেছে। এতে গরীব মানুষের এবং দেশের ভাল হবে বলে দাবি তাঁর।

জনপ্রিয় ডাক্তার আবির রায়ের ভিন্ন স্বাদের গল্প সংকলন 'নানা রঙের গল্প প্রকাশিত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনি জনপ্রিয় চিকিৎসক হিসেবে সফল। এবারে তিনি লেখক হিসেবে নিজের পরিচয় তৈরি করলেন। তার নাম ডাক্তার আবির রায়। পেশায় মেডিসিন বিভাগ। তার চিকিৎসায় অগণিত মানুষ ফিরে আসছেন জীবনের মূল স্রোতে। আবার তার কলম থেকেই বেরিয়েছে । নানা রঙের গল্প' । ছোট ছোট সত্যি ঘটনা অবলম্বনে বইখানি। প্রখ্যাত চিকিসক আবির রায় জানালেন তার সহপাঠী দীপক মিত্রের অনুরোধে এই বই লেখা শুরু করি। তিনি প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যেও সময় কেড়ে নিয়ে ২৬ টি নানা স্বাদের গল্প সংকলন ও রম্য রচনা রয়েছে।। যেমন ডিটেকটিভ, ক্রিকেট ও ফুটবল নিয়ে গল্প , এমন কি অ্যাডভেঞ্চারও এই বইয়ের স্থান পেয়েছে। নেশায় তিনি ক্রিকেটার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইছাপুর বিকাশ বসু কনভেনশন অডিটোরিয়ামে প্রখ্যাত নাট্যকার চন্দন বসু বইটি প্রকাশিত করেন। এরই পাশাপাশি ছিলেন শিক্ষক অজিত কুমার দত্ত এবং উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মলয় ঘোষ । প্রধান শিক্ষক অজিত কুমার দত্ত বলেন ছাত্র আবির তাদের স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিলেন এমনকি ১৯৭৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একমাত্র

আবীর সাইন্সে প্রথম স্থান হয়ে স্কুলের মান সম্মান রক্ষা করেন। এদিন বই প্রকাশ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সংগীত শিল্পী রুপা রায়ের বেশ কয়েকটি গানের মাধ্যমে। রুপা তার মাধুর্য মন্ডিত কন্ঠে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তার ধীর স্থির হওয়ার জন্য সংগীতশিল্পী শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তার প্রথম নিবেদন ছিল মাতৃভাষার উপর যে দেশ মাটির গানে বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র সংগীত-আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে , তারপর নজরুল- দক্ষিণ ও সমীরণও সাধে, আধুনিক রঙ্গিলা -বাঁশিতে কে ডাকে,কে ঘুম ঘুম নিঝুম প্রভৃতি। মাতৃভাষা দিবসের পরদিন হওয়ার দরুন বাংলা ভাষা নিয়ে নাটক আবৃত্তি গান পরিবেশিত হয়। বইটির বিনিময় মূল্য ৪০০ টাকা। বুক প্রিন্টে ছাপা ,হার্ড কভার বইটির প্রতিটি লেখাই সুখপাঠ্য। একবার ধরলে পুরোটা শেষ না করে ওঠা যায় না । লেখার টান এমনই।।

বড়সড় ডাকাতির আগেই পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৩ দুস্কৃতি

ইন্দপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ডাকাতির আগেই বড়সড় ডাকাতির ছক বানচাল করল বাঁকুড়ার ইন্দপুর থানার পুলিশ । সেই সাথে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ হাতেনাতে গ্রেফতার তিন দুস্কৃতি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম আলাউদ্দিন (২২) কাদের (২১) বছর , অপর জন ১৭ বছর বয়সের এক কিশোর। সকলের বাড়ি ওন্দা থানার পুনিশোল গ্রামে। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইন্দপুরের ধরমপুর জঙ্গলে লুকিয়ে বড়সড় ডাকাতির উদ্দেশ্যে ছক কষছিলো ওই তিনজন । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইন্দপুর থানার ওসি মনোরঞ্জন নাগ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ। সুত্রের খবর পুলিশ একাধিক দলে ভাগ হয়ে চারিদিক থেকে দুস্কৃতীদের ঘিরে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি ছুরি ,একটি শাবল, একটি টর্চ লাইট ও কিছু পরিমাণ লাইলন দড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার ,ধৃত দুজনকে খাতড়া মহকুমা আদালতে ও একজনকে ১৮বছর বয়স না হওয়ায় বাঁকুড়া জুভেনাইন আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ধৃত দুজন আসামির ১০দিনের রিমান্ড চাইলেও খাতড়া মহকুমা আদালতের বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির আগেই বাংলার মোড় থেকে ধৃত চার যুবক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগর থানার পুলিশের আবার বড়সড় সাফল্য।আবার জয়নগর এস আই সায়ন ভট্টাচার্য সহ পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার বাংলার মোড় এলাকা থেকে সন্দেহ

থানার পুলিশের তৎপরতায় পুলিশের জালে ডাকাতির আগেই ধৃত চার যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জনক ভাবে কয়েকজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে। পুলিশকে আসতে দেখে পালানোর চেষ্টা করে তাঁরা। আর তাতেই পুলিশের হাতে ধরা পরে যায় চার যুবক। তাদের প্রথমে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে ও পরে তাদের কে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া চার যুবক হল আনার আলি তরফদার, বাড়ি জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, আবুসিদ্দিকি লস্কর,বাড়ি জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়,মনিরুল লস্কর,বাড়ি জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও রবি রানা,বাড়ি জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকায়। ধৃতদেরকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।পুলিশ গ্রেফতার হওয়া চার যুবককে জিজ্ঞেসা বাদ করে জানার চেষ্টা করছে তাঁদের কোথায় ডাকাতির প্ল্যান ছিলো।আর তাদের সাথে ক'জন ছিলো। তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক।

সিঙ্গুরে তিন বছরের পড়ুয়ার গালে কষিয়ে চড় মারার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বয়স তিন বছর। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়তে গিয়ে কড়া 'শাস্তির মুখে পড়ত হল পুঁচকে ওই ছাত্রকে। অভিযোগ, তিন বছরের প্যুয়ার গালে কষিয়ে চড় মারেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক শিক্ষিকা। তিনি আবার তৃণমূলও করেন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যও। সেই শিক্ষিকার মারে ওই ছোট্ট গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হুগলির সিঙ্গুরের বড়া বাজার প্রাথমিক বিদ্যালযের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অভিযোগ, শুক্রবার সকালে স্কুল চলাকালীন তিন বছরের ওই পড়ুয়ার গালে চড় মারেন অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের শিক্ষিকা যাদবী ঘোষ। ওই শিক্ষিকার দাবি, তিনি এরকম কিছুই করেননি। তবে এলাকার লোকজনের দাবি, তিনি যে মেরেছেন তার সাক্ষী অনেকেই। এই ঘটনার পর ওই শিক্ষিকাকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে বিক্ষোভ দেখান এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে সিঙ্গুর থানার পুলিশ পৌঁছয় সেখানে। স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, উনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। আবার পড়ানও। বাচ্চাটাকে এমন মেরেছে কিছুক্ষণ ওর হুঁশ ছিল না। গালে দাগ পড়ে গিয়েছে। ওনাকে জিজ্ঞাসা করায় বলছেন মারেননি। এরপর থানায় খবর দেওয়া হয়। এলাকার লোকজনের কথায়, একটা তিন বছরের বাচ্চা এমন কী বা করতে পারে, যার জন্য এভাবে মারা হবে? আর দুষ্টুমির কথাই যদি বলা হয়, একটা তিন বছরের বাচ্চা দুষ্টুমি তো একটু করবেই। তিনি আরও বলেন, এর আগেও অভিযুক্ত শিক্ষিকা বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলেছেন। যদিও যাদবী ঘোষের দাবি, এখানে ৬ মাস কাজ করছি। এরকম অভিযোগের কোনও ভিত্তিই নেই। এ কাজ আমি করিনি। করতে পারি না। এটা ইচ্ছা করে করা হচ্ছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে ভোট প্রচারে নেমে পড়লেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিন শুক্রবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন করলেন তিনি। যদিও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে এখনো তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি দলীয় সিম্বল অংকন করে ভোট প্রচার করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিনের এই কর্মসূচিতে আরো উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা দেবনাথ,উপপ্রধান প্রধান স্বপন কুমার ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা আজ শুক্রবার থেকেই শুরু হয়ে গেল পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দেয়ালের দেওয়াল লিখন।

কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাঁচাতে কড়া হুশিয়ারী জেলা পুলিশ সুপারের

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাঁচাতে কড়া হুশিয়ারী পুলিশ সুপারের।শুক্রবার বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে সুন্দরবনের কুলতলি থানা ও চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডলের সহায়তায় বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালীর উপস্থিতিতে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবির সচেতনতা শিবির হয়ে গেল কুলতলি বিধানসভা জয়নগর ২নং ব্লকের চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী পাড়ায়। স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি নারী পাচার, বাদাবন ধ্বংস, বাল্যবিবাহ রোধ, স্কুলছুট, ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিরোধের জন্য চাষের জমিতে বিদ্যুবাহী তারের প্রয়োগ বন্ধ সহ একাধিক বিষয়কে নিয়ে সচেতনতা শিবির।এদিন এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল, কুলতলি থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ, চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কনিকা ভূঁইয়া সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ এবং একাধিক পুলিশ আধিকারিক বৃন্দ। এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বারুইপুর জেলা পুলিশের সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন ম্যানগোফ ধ্বংস নিয়ে। তিনি এদিন বলেন সুন্দরবনের বনাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব সুন্দরবনের মানুষের। কিন্তু একশ্রেনীর লোভী মানুষ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে শেষ করে দিচ্ছে। এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। তাই এসব কাজ চললে কড়া শাস্তি পেতে হবে।কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল,সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই আদিবাসী পাড়ায় এই ধরনের শিবিরের কতটা প্রয়োজন আছে তা তুলে ধরলেন।এদিন বহু মানুষ এই শিবিরে অংশ নেন।

শেষ পিয়ার নির্মাণের জন্য ট্রায়াল রান শুরু হয়েছে

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো যাত্রী এবং সমস্ত কলকাতা মেট্রো প্রেমীদের জন্য সুখবর! চিংরিঘাটা জংশনে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ সেকশনে শেষ পিয়ার নির্মাণের কাজটি একটি বড় উৎসাহ পেয়েছে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড এর অনুরোধে সাড়া দিয়ে, ট্রাফিক বিভাগ ২২.০২.২০২৪ থেকে ২৬.০২.২০২৪ পর্যন্ত চিংরিঘাটা ক্রসিংয়ে কমপক্ষে পাঁচ দিনের জন্য একটি ট্রায়াল রান পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে। পুলিশের উপ-কমিশনার, ট্রাফিক বিভাগ, ২১.০২.২০২৪ তারিখে এই অনুমতি দিয়েছেন। এই ট্রায়াল রানের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে, এই ব্যস্ত ক্রসিংয়ে এই শেষ পিয়ার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রাফিক ব্লকের জন্য চূড়ান্ত অনুমতি দেওয়া হবে। এই পিয়ার নির্মাণের পথ প্রশস্ত করার জন্য ২৪.০১.২০২৪ তারিখে RVNL, KMC, KMDA এবং পুলিশ আধিকারিকদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে চিংরিঘাটা জংশনে একটি যৌথ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। RVNL এই পিয়ার নির্মাণের জন্য IIT, খড়গপুর থেকে বিশেষজ্ঞদের মতামতও নিয়েছে। এই ট্রায়াল রান চলাকালীন, RVNL এই ব্যস্ত ক্রসিংয়ে স্বাভাবিক ট্রাফিক প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় ট্রাফিক গার্ডের OC-এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখছে। P-৩১৯ এবং প্রয়োজনীয় উপ-কাঠামো নির্মাণের জন্য, EM বাইপাসে ৭৫ দিনের জন্য একটি ট্রাফিক ব্লক প্রয়োজন হবে।

রঙিয়া ডিভিশনে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের কাজের জন্য ট্রেন পরিষেবা বাতিল ও পথ পরিবর্তন

মালিগাঁও, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে ছয়গাঁওয়ে প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজ, বামুনিগাঁওয়ে নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং বামুনিগাঁও ও ছয়গাঁওয়ের মধ্যে ডাবল লাইন চালু করার জন্য সিআরএস পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী কয়েকটি ট্রেনের পরিষেবা বাতিল

এবং পথ পরিবর্তন করা হয়েছে-

ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণঃ

.২৪ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫০২০ (গুয়াহাটি-মেন্দিপথার) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ট্রেন নং. ১৫৬০২ (গুয়াহাটি-ধুবড়ি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৭৫৩১৫৭৫৪ (আলিপুরদুয়ার জং.-গুয়াহাটি-আলিপুরদুয়ার জং.) শিফুং এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ২৫ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৮০৩০৫৮০৪ (নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল বাতিল থাকবে।

. ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ০১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫০১৯ (মেন্দিপথার-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ট্রেন নং. ১৫৬০১ (ধুবড়ি-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ২৫ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৯২২ (নিউ তিনসুকিয়া-ধুবড়ি) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

. ২৬ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬০৮ (গুয়াহাটি-মেন্দিপথার) প্যাসেঞ্জার, ট্রেন নং. ০৫৯২১ (ধুবড়ি-নিউ তিনসুকিয়া) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

. ২৭ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬০৭ (মেন্দিপথার-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।

কামাখ্যা-রঙিয়া-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তনঃ

. ২৫ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৩৪৬ (গুয়াহাটি-হাওড়া) শরাইঘাট এক্সপ্রেস

. ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৬৮ (কামাখ্যা-গান্ধীধাম)এক্সপ্রেস

. ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৫৫ (কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরা)এক্সপ্রেস

নিউ বঙাইগাঁও-রঙিয়া-কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তনঃ .২৫ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৩৪৫ (হাওড়া-গুয়াহাটি) শরাইঘাট এক্সপ্রেস

. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৩ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-আগরতলা) এক্সপ্রেস

. ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১৯ (গয়া-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস

. ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫০৭৮ (গোমতি নগর-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ০৭০৩০ (সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা) স্পেশাল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮৫ সংখ্যা, শনিবার,১১ ফাল্গুন, ১৪৩০

বাংলায় কি জোট হবে?

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দফতর রাজি থাকলে পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে একেবারে রাজি হচ্ছেন না। তিনি একরম বলতে গেলে বেঁকে বসেছেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে কংগ্রেস যদি তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে তাহলে কিন্তু তিনি দল থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং নির্দল হয়ে বহরমপুরের লোকসভার প্রার্থী হবেন। যার ফলে বাংলার তৃণমূলের সঙ্গে জোট করতে পারছে না কংগ্রেস। তার ওপরে আবার তৃণমূল নেত্রী বলে দিয়েছেন যে কংগ্রেসকে দুটি আসন ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে প্রয়োজন হলে তিনটি আসন দেওয়া যেত পারে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন বলেছেন যে কংগ্রেস যে দুটি আসন ছাড়া তৃতীয় আসনটিতে জিতে আসবে বলছে তাকে তো দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে বাংলায় তার পাঁচটি আসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তৃণমূলকে। কিন্তু তৃণমূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করবে না। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একলা চলো রে নীতি গ্রহণ করেছেন। তার ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম দল এখন জোট করার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস দলকে ভেঙে তৈরি হয়েছে। তার ফলে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে কংগ্রেসের কোনও লাভ হবে না। বরং তাতে ক্ষতি হবে। তৃণমূল চাইবে না কংগ্রেস তাদের থেকে সক্তিশালী হোক। তৃণমূল সব সময়ে চেষ্টা করেছে কংগ্রেসকে দুর্বল করে দিতে। সেটা আগে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছিল। গোয়া হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এর পরও যদি বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস জোট করা ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে অধীর চৌধুর কংগ্রেস দলে থাকবেন না। তিনি দল থেকে বের হয়ে এসে নির্দল হয়ে দাঁড়াবেন। এদিকে অধীর চৌধুরীর সিদ্ধান্তের ওপরে জোর করে কেউই কথা বলতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সনিয়া গান্ধি অধীরের পাশে রয়েছেন। সনিয়ার মার্গদর্শী মতো অধীর চৌধুরীকে লোকসভার কংগ্রেসের নেতা করা হয়েছে। যার ফলে অধীর চৌধুরীর কংগ্রেস সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। লোকসভার কংগ্রেসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন অধীর চৌধুরী। তার ওপরে বিশ্বাস রাখেন সনিয়া গান্ধি থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। যার ফলে এখন আর কেউ আগ বাড়িয়ে অধীরের কথার বিরোধিতা করতে পারে না। এদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে আম আদমি দলের আসন সমঝোতা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। দিল্লির সাতটি আসনের মধ্যে তিনটিতে কংগ্রেস এবং চারটিতে আম আদমি দলের প্রার্থীরা লড়াই করবে। চন্ডীগড়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করবে আম আদমি। বিনিময়ে কংগ্রেস হরিয়ানায় একটি এবং গুজরাতে দুটি আসন ছাড়বে। আগামী সপ্তাহে তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের সঙ্গে ডিএমকে, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের সঙ্গে শিবসেনা এবং শরদ পাওয়ারে মধ্যে এবং বিহার আরজেডি ও বাম দলের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে আম আদমি দলের নেত্রী বলেছেন যে আম আদমি দল জোট ইন্ডিয়া ত্যাগ না করলে দুই দিনের মধ্যে সিবিআই কেজরিওয়ালকে নোটিশ দিতে পারে। বিজেপি সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ইডি এবং সিবিআইয়ের সঙ্গে বিজেপির নাম জড়িয়ে দেওয়াটা একেবারে অন্যায় রাজনীতি। ইডি এবং সিবিআই সরকারী সংস্থাকে বিজেপি দল নিয়ন্ত্রণ করে না। আদালত এখন সিবিআই এবং ইডিকে নির্দেশ দিতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদিও ইডি এবং সিবিআইকে নির্দেশ দিচ্ছেন না। আদালতে গিয়ে আম আদমি দল কেন কেজরিওয়ালকে নোটিশ দিচ্ছে সিবিআই তা জিজ্ঞাসা করতে পারে। তা না করে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে বদনাম করতে শুরু করেছে। আসলে লোকসভায় বিজেপি দলের সঙ্গে বিরোধ জোট লড়াই করতে পারবে না বলে কুৎসা রটাতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি গোটা উত্তর ভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হতে শুরু করেছে। বিজেপির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে ফেলেছে

চিনের সুবিধাবাদী নীতি

চিন সব সময়ে সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এটা তাদের কূটনৈতিক কৌশল। যে দেশ যত অসুবিধায় থাকবে ততই চিনের লাভ। সেটা ব্যবসার দিক দিয়ে হোক বা ভারতের অঞ্চল খানিকটা দখল করে নিয়ে হোক। চিন কোনও সময়ে ভারতের ওপরে সদয় নয়। সেটা বুঝত পারা গিয়েছিল ১৯৬২ সালে ভারত চিনের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। চিনের সঙ্গে তখন ভারতের নিবিড় সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং চৌ এন লাই এর তখন গলায় গলায় ভাব। হিন্দু চিনা ভাই ভাই স্লোগান আকাশে বাতাসে মুখরিত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরা তখন চিনের সঙ্গে ভারতের এই নিবিড় বন্ধুত্বকে স্বাগত জানিয়েছিল। ভারতের চিকিৎসক কোটনিশ চিনে উপস্থিত হয়ে সেখানকার মানুষদের সেবা করতে গেলে গিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে চিন কিন্তু কৌশল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলকে তাদের বলে উপস্থিত করতে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে চিন এ ব্যাপারে বহুবার আলোচনা করেছিল। কিন্তু ভারত তাতে গা ঘামায়নি। ফলে চিন খানিকটা রুষ্ট হয়ে যায়। তার ফলেই ভারত চিনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করতে চিনকে বহু কাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। চিন ভারত যুদ্ধ হওয়ার ফলে আমেরিকা চিনকে একেবারে কোনঠাসা করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আমেরিকার তখন চিনের ওপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়। তার ফলে চিন তখন বৃহৎ শিল্প স্থাপন করতে পারেনি। চিন তখন ক্ষুদ্র শিল্পের ওপরে নির্ভর করে আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করছিল। চিনের ব্যবসা তখন শ্রীবৃদ্ধি হয়নি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন কর্মকে কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে শিক্ষাকে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা পরম সত্যের উপাসিকা। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে।

শতবর্ষের আলোকে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ‘দেশকোত্তম’ চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত

রবীন্দ্র কুমার শীল

প্রাক্তন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর অম্লান দত্ত জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৭ জুন ১৯২৪ সালে। এই বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ বছর। সেই কারণে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর জন্মশতবর্ষ দিবস পালন করা হচ্ছে। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার কুমিল্লায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। পিতার নাম ছিল অশ্বিনী কুমার দত্ত। এবং মাতা ছিলেন সুনীতিবালা দেবী। এটা তাঁর বংশ পরিচয়। সবার কাছে তিনি বংশ পরিচয় দিতে চাইতেন না। তিনি চাইতেন সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। সমস্যামূলক আলাপ আলোচনা করতে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রিয় বলে গ্রহণ করতেন। যদিও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা সম্পর্কে বারবার তিনি সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি ভাবতেন যুগের যা পরিস্থিতি তাতে সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবেশ তৈরি হওয়াটা অসম্ভব। যে সব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যচ্ছে তার মধ্যে প্রাণ বলে কোনও বস্তু নেই বলে তাঁর মনে হতো। রবীন্দ্রনাথ যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করা একেবারে অসম্ভব? মার্কিন দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন যে গণতান্ত্রিক সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আজকে আমেরিকার মতো দেশেও বলতে গেলে উধাও অবস্থায়। সেখানকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোড়ায় গিয়ে আঘাত করতে শুরু করেছেন। ‘আমেরিকা ফর আমেরিকান’ এই স্লোগানটা তো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্লোগান নয়। ওই স্লোগানকে আন্তর্জাতিকমুখী করে গিয়েছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার। যদিও সেই সময়ে বলা যেতে পারে জার্মানদের ওপরে অনেক অবিচার করা হয়েছিল। তার ফলে হিটলারের মতো একনায়কতান্ত্রিক নেতার প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুস্থ শাসন ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করে নেওয়া হলেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আজকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একনায়কতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্রে এসে উপস্থিত হচ্ছে। জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আসলে কী তা বোঝানোর কোনও উদ্যাগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করলেই গণতান্ত্রিক চেতনা সাবলীল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতেন চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভয়ঙ্কর রকমের শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর লেখা ‘ফর ডেমোক্রাসি’ বইটিতে বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখছেন, “ The etymological platitude that democracy means the rule of the people, and in moder States, of the representatives of the majority of the people, has, in the present century, done dubious service to the cause that it proposes to uphold. The definition of democracy as the rule of the majority is wrong as well as dangerous. It is not by counting the heads of Hitler’s supporters that one must decide whether the Hitlerite regime was democratic or not. If fanatical community the majority decides to gag the voice of all minorities, the system does not deserve to be alled democratic merely beacuse its undemocratic action has the approval of the majority. Even in its narrower connotation, democracy stands for a peaceful method of political change, and as such its stands for the right of the majority, or the representatives of the mjority, to rule, as well as the right of the minority to try, by every peacecul means, to convert the majority. Every case of rule of a minority is a case of undemocratic rule, but not all cases of rule of the majority are cases of democracy. Without the right of the minority to convrt the majority, democracy loses to dynamic significance and is turned into its opposite.”। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এর পাশাপাশি সংখ্যালঘিষ্ঠদের কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে। নাহলে তখন আর সেটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পর্যবসিত হতে পারে না। তিনি তাঁর ‘ফর ডেমোক্রাসি’ বইয়ের শুরুতেই এইভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করেন। তিনি মনে করতেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শুধু মাত্র সংখ্যাগরিষ্ট দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করলেই তার সুপ্রকাশ দেখতে পাওয়া নাও যেতে পারে। গণতান্ত্রিকচিন্তার বিকাশ যদি সাধারণ জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ না করতে পারে তাহলে সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একেবারে মূল্যহীন। তার কোনও মানে

থাকে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মানেই শুধু ভোট যন্ত্র নয়। সবাইকে কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার মধ্যেও গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ ঘটতে পারে। বাকস্বাধীনতা থেকে শুরু করে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রাধান্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তার রস সেখানে নিহিত রয়েছে। লিঙ্কন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়ে গিয়েছেন আর চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাস্তবতা রূপকে ব্যাখ্যায়িত করেছেন। তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে “In a wider sense, democracy is not just a peaceful method of political change, but a system represnting the maximum possible oppertunity of the individual to develop what is unique in him and to enrich society through the contribution of his creative uniquesness.’। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে সবাইকে সব দিক দিয়ে বিত্তশালী করে তোলা। রাজনৈতিক পরিবর্তন করাটা গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ বলে গ্রহণ করা হয় না। সর্বজনীন স্বীকৃতি উন্নতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিকশিত করাই হচ্ছে আসল গণতান্ত্রিক চেতনা। আসলে সর্বজনীন উন্নয়ন হওয়া সম্ভব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মধ্যে দিয়ে। মুখে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কথা বললে হবে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষিছত করতে সেই রকম উপযুক্ত পরিবেশ রচিত করতে হবে তবেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুফল ফলতে থাকবে। আইনী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কথা চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত বলতেন না। তিনি বারবার ব্যবহারিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণকে বলিষ্ঠ করে। মানসিক শক্তির জোগান দেয় না এবং সম্পদশালী করে তোলে না সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোনও সময়ে উচ্চতর স্থানে উঠতে পারবে না। গণতন্ত্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করতে গেলে দেশের জনগণকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা শিক্ষিত করে তোলা খুবই প্রয়োজন রয়েছে। গণতান্ত্রিক কাকে বলে তার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেশের অধিকাংশ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কি এবং কেন তা সঠিক করে বলতে পারে না। গণতান্ত্রিক সংজ্ঞার আসল ব্যাখ্যা সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছে অধিকাংশ নাগরিকেরা সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালীদের হাতে বদ্ধ হয়ে কেন থাকবে ভাবতেন অম্লান দত্ত। তিনি লিখছেন “It demands, unquestionably, the right of the individural to material security, inasmuch as such security is an essential condition of unhampered growth; but its stands also for something more. If security were an end in itself, there would have been nothing to say against the security of detention camps. Democracy is as humpered by the absence ‘economic right’ as by the presence of these same ‘rights’ in a form which constiutes a negation of political liberty and human rights, and these other rights are to be judged in terms of their effectiveness in sustaining fundamental human rights.Of the fundamental rights of the individual, the right to freedom of thought and expression is amongst the mot essential.” গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে যদি রাজনৈতিক অধিকার কোন কোনও সময়ে অতি শক্তিশালী রূপ ধারন করে। এমনকী মানুষের ব্যক্তিস্বতন্ত্র বোধ হারিয়ে যেতে পারে যদি সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল্যায়ান না করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার আগে জনগণকে গণতন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা উচিত বলে মনে করতেন চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত। তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অনুভব করতে শুরু করে ছিলেন যে কোথায় যেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাধা এসে উপস্থিত হচ্ছে তাতে ঠিক মতো করে উত্তরণ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করেছে। স্বাধীন ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে কেন দ্রুত উন্নতি পথ ধরে গোতে পারলো না তাকে আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন অম্লান দত্ত। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন তাহলে কি ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোথাও কোন রকম গলদ রয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্নটা বারবার তাঁর মনে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাঁর রচিত বিখাত বই ‘ফর ডেমোক্রাসি’ গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে থাকলেও কেন ভারতে গণতান্তিক শাসন ব্যবস্থায় শীর্ষ স্থান অধিকার করতে পারছে না তার অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। তিনি অনুভভ করতে পেরেছিলেন প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার লাভ না করতে পারলে ভারতে যথার্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। বিশাল জনসংখ্যার বোঝা মাথায় নিয়ে সেখানে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা একটি চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ড যেভাবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই রকমভাবে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানব-সম্পদকে বিত্তশালী করতে থাকবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে বেশি করে নজর দেওয়ার কথা বলতেন অম্লান দত্ত। তিনি বারবার বলতেন অভুক্ত থাকা অপরাধ নয়। অশিক্ষা, কুসিক্ষা এবং অশিক্ষিত হয়ে থাকাটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। এই অপরাধ থেকে ভারতের বের করে নিয়ে এসে মুক্ত বাতাসে এবং আলোতে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। তাহলেই ভারতের সর্বস্তরের নাগরিকেরা নাগরিকত্ববোধ জাগরিত হতে থাকবে। এই নাগরিকত্ববোধের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা শক্তি। তাতে অবদমিত না করে তার স্ফুরণ ঘটাতে হবে। তা যদি করা যেতে পারে তাহলে প্রকৃত গণতন্ত্র একটি সময়ে সঠিক পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত লাভ করতে বাধ্য থাকবে বলে বিশ্বাস করতেন অম্লান দত্ত। গণতন্ত্র মানসিকতাকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্রের কঙ্কালকে যা নিয়ে অবুঝ সম্প্রদায় মাতামাতি করতে শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে শুধু সমাজের ক্ষতি হচ্ছে না নয়, সমগ্র দেশের ক্ষতি হচ্ছে। দেশের ক্ষতি হওয়া মানেই শাসক থেকে শুরু করে নাগরিকরা একটি সময়ে অতলে তলিয়ে যেতে থাকবে। সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে বিশ্বাস করতেন অম্লান দত্ত। সেই কারণে তিনি সবাইকে সতর্ক এবং সাবধান করে দিয়েছেন। ‘ Democracy is not just a political system; it is way of life. The greatest enemy of the democratic way of life is fanaticism. Fanatics are rare guilty of lack og idealism; what they lack of tolerance”

বিদেশে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা চক্র তৈরি হয়েছে ভারতে

বিদেশে চাকরির দেওয়ার নাম করে প্রতারিত ভারতীয়রা

ভারতে যখন চাকরির অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে এবং কাজ করে মাইনে ঠিক মতো পায় না বহু যুবকেরা তখন তারা বিদেশের চাকরি দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দেয়। আর তার সুযোগ নিয়ে থাকে এক শ্রেণির দালাল ব্যক্তিরা। বিদেশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার একটি চক্র অতি সক্রিয় রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সম্প্রতি রাশিয়াতে ভালো টাকা মাইনের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বেশ কিছু ভারতীয় যুবককে ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এর ফলে ভারত সরকার এ ব্যাপারে খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো। তার ওপরে আবার রাশিয়া এবং আমেরিকার নৌ সেনাদের সঙ্গে মহড়া শুরু করতে চলেছে ভারতের নৌ সেনারা। ঠিক এই সময়ে বারতের যুবকদের রাশিয়ায় চাকরি দেওয়ার নাম করে তাদের ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ। কথা ছিল তাদেরকে চাকরি দেওয়া হবে নিরাপত্তা রক্ষীর বা শ্রমিকের। ভারতের বহু যুবকেরা বাইরে চাকরি করতে যায় শ্রমিকের কাজ নিয়ে। শ্রমিক এবং নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ দেওয়ার নাম করে ভারতীয় যুবকদের প্রলোভিত করা হচ্ছে। তারপরে তারা যেই বিদেশের মাটিতে পা রাখছে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে এমন সব কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যা অশোভনীয়। বিদেশি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার একটি দালাল গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। তারা আবার মহিলাদেরকেও বিদেশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারিত করা হয়। আবার কোন কোন মহিলা বিদেশে চাকরি করা স্বামীর সন্ধান করতে থাকে। বিদেশে স্বামী চাকরি করে জেনে এই সব মহিলার খুবই পুলকিত হয়। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিদেশে চাকরি করা স্বামীরা সেখানে আর একটি বিয়ে করে বসে রয়েছে। ভারত থেকে মহিলাকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে সেখানে ঘরের কাজ করানো হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে চাকরানির কাজ করতে দেওয়া হয় ভারতীয় বউটিকে। তাকে আবার কোনও কোনও সময়ে ডির্ভোস দেওয়া ভয় দেখানো হয়ে থাকে। বিদেশে এসে এইসব বিবাহিতা মহিলারা অসহায় বোধ করতে থাকে। এই রকম চক্র ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির তরুণদের কপালে এই রকম দুর্ভোগ জোটে। তারপরে রয়েছে মহিলাদের প্রতারিত করার পালা। অতীতে ছোট ছেলেদের ধরে আরব দেশে পাচার করা হতো। এই সব বাচ্চাদের ধরে উটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হতো বস্তার মধ্যে এবং তারপরে উট-এর দৌড় শুরু হতো। বাচ্চাদের কান্নার শব্দে উটেরা খুব দ্রুত দৌড়াতো আর তাতে মজা পেতো আরব দেশের ধনী পরিবারের সদস্যরা। এই সব খবর ভারতীয় সংবাদপত্রে ফলাও করে বের হয়েছে একটি সময়ে। এবারে রাশিয়া ইউক্রন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রায় বছর খানেক ধরে এই যুদ্ধ চলছে। কেউই যুদ্ধ থামাতে রাজি নয়। রাশিয়া যুদ্ধ চলিয়ে যাওয়ার পক্ষে। আবার এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ করার পক্ষে। তাকে আবার নেটো দেশগুলি অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তার সঙ্গে আবার ভাড়াটে সেনারাও রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে ওয়াগনার গ্রুপ রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপরে এই ওয়াগনার গ্রুপ রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে পুতিন

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ওয়াগনার গোষ্ঠী পুতিনের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ইউক্রেন সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে পুতিনের সঙ্গে লড়াই করতে মুখ ঘুরিয়ে মস্কোর মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিল ক্রেমলিনে প্রবেশ করা। কিন্তু সেটা করতে পারেনি। তার কারণ রুশ সেনারা প্রবলভাবে ওয়াগনার বিদ্রোহী সেনাদের প্রতিরোধ করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং ওয়াগনার বিদ্রোহী নেতাকে খুন পর্যন্ত করে দিয়েছিল কেজিবি গোয়েন্দারা। তার ফলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ওয়াগানার সেনা গোষ্ঠীর ওপরে বিশ্বাস আর করতে পারে না। এরপরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এশিয়ার দেশগুলি থেকে বেকার তরুণদের সংগ্রহ করা হবে। চাকরি দেওয়ার নাম করে তাদেরকে রাশিয় দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গনা, কর্নাটক, কাশ্মীর সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে তরুণদের সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছে একটি দালাল চক্র। এই সব দালালরা আবার বেচার তরুণদের কাঠ থেকে মোটা টাকা নিয়ে বিদেশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতারিত করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে বহু মহিলারা প্রতারিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা বিদেশ চাকরি করার পাত্রদের বিবাহ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থকে। বহু উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সদস্যরা বিদেশ চাকরিরত ছেলের সন্ধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বিদেশে মেয়ের স্বামী কাজ করে এটা তখন সমাজের কাছে বেশ গর্বের বিষয় ছিল। সেই কারণে বিদেশে চাকরিরত যুবকদের সঙ্গে পরিবারের মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে একটি সময়ে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তারপরে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিদেশে চাকরিরত স্বামীর সেখানে আর একটি বিবাহ করে বসে রয়েছেন। ভারত থেকে যে মেয়েটিকে বিবাহ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে ঘরের কাজের মেয়ে হিসাবে বিবাহ করে নিয়ে যাওয়ার হয়েছিল। তার ফলে দ্বিতীয় ভারতীয় বিবাহিত বৌকে দিয়ে সংসারের সব কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কারণ বিদেশে সহজে কাজের লোক পাওয়া যায় না। যদিও বা কাজের লোক পাওয়া যায় তাহলে তার মাইনে দেওয়ার খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সেই কারণে বিদেশে বাড়ির কাজ কররা জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নিয়ে যাওয়া বৌকে সংসারের সব কাজই করতো হয়। এর কাজ থেকে বাঁচার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে সেই দেশ থেকে চলে আসা। নাহলে সেখনাকার অত্যাচার সহ্য করে থাকতে হবে। বহু মহিলা পালিয়ে গিয়ে থানার উপস্থিত হয়ে স্বমীর বিরুদ্ধে শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ করে রেহাই পেয়েছিল।

মলদ্বীপে উপস্থিত চিনের গবেষণারত জাহাজ

মলদ্বীপে চিনের গবেষণা জাহাজ এসে উপস্থিত হয়েছে। তার ফলে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বেশ চিন্তিত। চিনের এই জাহাজটির নাম হচ্ছে জিয়াং ইয়াং হং ০৩। চিনের প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে থাকা গবেষণা সংস্থা ‘থার্ড ইন্সটিটিউট অব ওশোনোগ্রাফি’র এই জাহাজটি এখন মালে বন্দরে আস্তানা গেড়েছে। জানতে পারা গিয়েছে ভারত মহাসাগরের মানচিত্র তৈরি করবে এই জাহাজটি। এদিকে চিনা জাহাজ মালেতে এসে পৌঁছানোর ফলে ভারত মহাসাগরে চিনা জাহাজ চলাচল করার সুযোগ পেয়ে গেল। চিনকে এখন আর ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করতে কোনও বাধা পেতে হবে না। শ্রীলঙ্কা এবং মলদ্বীপ চিনের আয়ত্তের মধ্যে থাকার ফলে ভারত মহাসাগরে তাদের জাহাজ অতি সহজে প্রবেশ করতে পারবে। এ নিয়ে যে রাজনৈতিক ঝড় তৈরি হতে শুরু করে ছিল তা বলতে গেলে এখন বেশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। যদিও কেউ চিনকে বেশি বিশ্বাস করতে চাইছে না। তার কারণ চিন বেলুন পাঠিয়ে ছিল মহাকাশ গবেষণা করতে। বেশির ভাগ সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সেই সব বেলুন বিভিন্ন রাষ্ট্রে সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে শক্তিশালী ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলতে শুরু করেছিল। আমেরিকা প্রথম চিন বেলুন আমেরিকার আকাশে প্রবেশ করার ফলে তাকে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমেরিকার বেশ কয়েকটি পত্রিকা খবর প্রকাশ করেছিল যে ভারতের আকাশেও চিন বেলুন প্রবেশ করেছিল যা ভারতের মহাকাশ গবেষকেরা বুঝতে পারেনি। ভারতের আকাশ সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছিল চিন বেলুন। তারপরে হঠাৎ করে উবে গিয়েছিল। চিনকে এ ব্যাপারে কথা বললে চিন তার জবাব দিয়েছিল তারা পরিবেশ পরীক্ষা করতে বেলুন ব্যবহার করছে। পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে চিন বিজ্ঞানীরা এই সব বেলুন আকাশে পাঠিয়ে থাকে। এদিকে আমেরিকা সরকার পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে চিন পরিবেশ গবেষণার নাম করে গুপ্তচর বেলুন পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব বেলুনের কাজ হল বিভিন্ন দেশের ছবি সংগ্রহ করা। এদিকে মলদ্বীপে বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছে জাহাজ জিয়াং ইয়াং হং ০৩। চিনের সানিয়া বন্দর থেকে এক মাস আগে জাহাজটি ছাড়া হয়েছিল। মলদ্বীপের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল এই জাহজাটি পণ্য এবং কর্মী তুলবে। তাপরে জানতে পারা গেল এই জাহাজটি মলদ্বীপের বন্দরে কছুদিন থাকবে গবেষনার কাজ করতে। এদিক দিল্লি দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে আগামি দিনে চিন কীভাবে ভারত মহাসাগরকে সামরিক কাজে লাগানো যেতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করছে। ভারতের নৌ প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার বলেছেন ভারত মহাসাগরে অতি সহজেই সাবমেরিন চলাচল করতে পারে এবং সমুদ্রতলের মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়। দিল্লি নজর করেছে যে কলম্বো থেকে মলদ্বীপে যাওয়ার সময়ে সোজা পথ ধরে না গিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে গিয়েছে জাহাজটি। তার ফলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সমুদ্র পথের নিশানাকে ঠিক করা হচ্ছে। ডুবোজাহাজের সম্ভাব্য যাত্রাপথকে তৈরি করতেই এই চিনা জাহাজটি কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিক চিনা জাহাজের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ার ফলে ভারত রাশিয়া এবং আমেরিকা মিলে নৌ সেনা মহড়া শুরু করে দেবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত মহাসাগর যাতে আগামি দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে ভারত। চিন তার আগ্রাসন নীতি থেকে এক চুলও সরে আসেনি। চিন মুখে বলছে তাদের কোনও আগ্রাসন নীতি নেই। ভারতের সঙ্গে তাদের কোনও বৈরী ভাব নেই। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করতে চিন আগ্রহী। কিন্তু চিন ভারতের হিমালয় সীমান্ত এলাকার ওপরে বেশি করে নজর রাখতে শুরু করেছে এবং গুরত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করার ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাজেট নিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদ, আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাজেট নিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরনিগমে। শুক্রবার আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সিপিএম। এদিকে, ইতিমধ্যেই পুরনিগমের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে বাজেট আলোচনা বয়কটের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, শিলিগুড়ি পুরনিগমের পানীয় জল পরিষেবা থেকে শুরু করে বস্তির সমস্যা, তীব্র যানজটের সমস্যা থেকে শুরু করে পার্কিংয়ের সমস্যা সমাধানে সঠিক দিশা নেই পুরনিগমের আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে। এমন অভিযোগেই এদিন বাজেট আলোচনায় পুরনিগমের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে রীতিমতো তুলোধোনা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল বিরোধী দলগুলি। বিশেষ করে সিপিএম ও বিজেপি কাউন্সিলাররা এবারের বাজেটকে দিশাহীন তকমা দিয়ে বাজেট সমর্থনের রাস্তায় হাঁটবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে মেয়র গৌতম দেবের পেশ করা বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলাররা। যদিও এরই মধ্যে বাজেট আলোচনা বয়কট করেছেন কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক। তাঁর যুক্তি, 'ক্রমাগত বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কংগ্রেসের একজন মাত্র কাউন্সিলার বলেও আমাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেই কারণে এই কপি পেস্ট বাজেট আমি বয়কট করছি।'

দুর্ঘটনা রুখতে পথ চলতি মানুষদের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' নিয়ে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। শুক্রবার সকাল ১১.৩০ টা নাগাদ শিলিগুড়ির এয়ার ভিউ মোড়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার সি সুধাকর। এদিন পথ চলতি মানুষদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধা ঠাকুরদাকে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে কংগ্রেস প্রধানের স্বামীসহ দুই ভাইকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুর এলাকায়। গুরুতর জখম তিনজনকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রধান ফিরোজা খাতুনের স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা । এই ঘটনায় হামলাকারী মুকুলেশ্বর রহমান, জাহাঙ্গীর শেখ, জলিল শেখ সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কংগ্রেস দলের সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজা খাতুন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহতদের নাম নাসিরুদ্দিন শেখ (৪০)। তিনি কংগ্রেস দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজা খাতুনের স্বামী। অপর দুইজনের নাম গোলাম সাদানি (৩৩) এবং নাসির আহমেদ (২৮)। এরা দুইজন কংগ্রেস প্রধানের স্বামীর ভাই। পুলিশকে অভিযোগে সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রধান ফিরোজা খাতুন জানিয়েছেন, তাদের বাড়ির এক বয়স্ক বৃদ্ধ ঠাকুরদা মানসিক ভারসাম্যহীন। এদিন সকালে বাড়ির ওই বৃদ্ধ রাস্তায় বেরালে তাঁকে এলাকার তৃণমূল কর্মী জাহাঙ্গীর শেখ, জলিল শেখ, মুকুলেশ্বর রহমান ও তার দলবল অন্যায়ভাবে মারধর করে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলেই অতর্কিতে দুষ্কৃতীরা তাদের বাড়িতে হামলা চালায় । প্রথমেই হাঁসুয়া দিয়ে প্রধানের স্বামী নাসিরুদ্দিন শেখের উপর কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে । নাসিরুদ্দিনের দুই ভাই বাধা দেওয়ায় তাদেরকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কালিয়াচক ১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মিজারুল রহমান জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল দলের দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে। অন্যায়ভাবে দলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও তার দুই ভাইয়ের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। রাজনৈতিক শত্রুতার কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। কারণ, গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতটি হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের । সেখানে কংগ্রেস দখল করেছে। সেই শত্রুতার জেরে এই বদলা নেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টি কালিয়াচক থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলার মুখপত্র শুভময় বসু জানিয়েছেন, এখানে কোন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে নি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পারিবারিক গোলমালের জেরে এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে বলে মনে করছি। কংগ্রেসের নিজেদের দোষ এড়াতে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে। কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে আর্টফেয়ার, ১৪-১৯ মার্চ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ 'নর্থ বেঙ্গল পেইন্টার্স' সোসাইটি অফ আর্ট এন্ড কালচারের পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে আর্টফেয়ার । এদিন এই নিয়ে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সংস্থার পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। ২০১৩ থেকে তাদের পথচলা শুরু তাই এবছর দশ বছর পূর্তিতে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে আর্ট ফেয়ার বা মেলা। এটি এক্সিবিশন নয়, এটি আর্ট ফেয়ার। শিলিগুড়ির ভুটিয়া মার্কেটের মাঠে ১৪ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ সংগঠিত হবে এই আর্ট ফেয়ার। দুপুর ১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই মেলা। শিলিগুড়ি ছাড়াও কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টল দেবেন, এবং বিভিন্ন আর্টের গ্রুপ যারা এখানে পার্টিসিপেট করতে চাইছেন তারা স্টল অনুযায়ী পার্টিসিপেট করতে পারবেন। মূলতঃ ফাইন আর্ট, স্কাল্পচার নিয়েই তাদের এই প্রদর্শনী। ২৩ টি স্টল থাকছে এই প্রদর্শনীতে যাতে অংশগ্রহণ করছেন মূলত প্রায় পাঁচ থেকে ছয় জন করে।

ডাকাতির ছক বানচাল, ধৃত তিন ডাকাত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তিন ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ডাকাতদের মধ্যে রয়েছে - প্রসেনজিত সরকার, রাজশেখর মুখার্জি ও সুমন বসুমাতা। অভিযুক্ত তিনজনকে আশিঘর থানার পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভক্তিনগর থানায় পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন আকতিয়াশাল এলাকায় লুটপাটের উদ্দেশ্যে কিছু ডাকাত জড়ো হয়েছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। সেখান থেকে তিন ডাকাতকে আটক করে। কিছু অস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ, ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল নেতার দাদাগিরি। এস্টেট কমিটিতে থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের বিল-সহ একাধিক ক্ষেত্রে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ শাসক দলের বিশ্ববিদ্যালয়েরই অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে। এস্টেট অফিসারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়ে বিস্ফোরক অধ্যাপক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। নিয়ম অনুযায়ী, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিসার থাকলেও কোনও এস্টেট কমিটি থাকার কথা নয়। কিন্তু পূর্বতন উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায় এই কমিটি গঠন করেন বলে জানা গিয়েছে। আর এরপরে নিরাপত্তারক্ষীদের বিল থেকে শুরু করে একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি শুরু হয় বলে অভিযোগ। বস্তুত, মাত্র ৬ জন নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও ১২ জনের বিল জমা দিয়ে সেই বিল করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বিলে বন্ধু কর্তারা নিরাপত্তারক্ষীর উল্লেখ থাকলেও আদতে এর কোনও অস্তিত্ব নেই বলেই দাবি। সব মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় হচ্ছে বলে অভিযোগ। আর এর মূল পান্ডা হিসেবে এস্টেট কমিটিতে থাকা অশিক্ষক কর্মী তথা সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ তুলে সরব হন খোদ এস্টেট অফিসার অমিত মন্ডল। আর লাগাতার এই তৃণমূল নেতা এই কমিটিতে থেকে কখনও জাল সই করে তো কখনও আবার ভয় দেখিয়ে দুর্নীতি করে চলেছেন বলে তিনি এক প্রকার বাধ্য হয়েই নিজের সম্মান বাঁচাতে এস্টেট অফিসারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই উপাচার্য, রেজিস্ট্রার-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। যদিও এস্টেট অফিসার চেয়ারে বসে দুর্নীতি করেছেন আর এখন ধরা পড়ার ভয়ে ইস্তফা দিয়েছেন বলে পাল্টা অভিযোগ অভিযুক্ত তপন নাগের। এদিকে এই আর্থিক দুর্নীতির পেছনে কোনও আধিকারিকও যুক্ত থাকতে পারেন এবং সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য দীপক কুমার রায়।

পুলিসি হেফাজত থেকে উধাও বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগার! এডিজিকে তদন্ত করতে নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা থেকে উধাও হয়ে গেল ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২০ বোতল কাফ সিরাপ। পুলিশের কাছ থেকে কিভাবে এই মাদকদ্রব্য উধাও হল তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। ওই মাদক পুলিসি হেফাজত থেকে কোথায় গেল তা পুলিসকে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে আসতেই এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারক। আগামী ১০ দিনের মধ্যে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ পুলিশের এডিজি-কে। হাইকোর্টের আইনজীবী বিশ্বরূপ রায় বলেন, ২০২১ সালে দুজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ২৬৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২২ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও পরবর্তীতে যখন শিলিগুড়ি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেগুলো পেশ করেন তদন্তকারী অফিসার তখন দেখা যায় সেখানে ১৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২ বোতল কাফ সিরাপ রয়েছে। বাকি ৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ২০ বোতল কাফ সিরাপ কোথায় গেল তার কোনও হদিস মেলেনি। এই বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ।

আধার কার্ড বাতিলের জেরে ঘুম উড়েছে বৃদ্ধার, বার্ধক্যভাতা বন্ধের মুখে, অনিশ্চিত ছাত্রের ভবিষ্যত

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আধার কার্ড বাতিলের জেরে ঘুম উড়েছে এক ষাট বছরের বৃদ্ধার, বার্ধক্যভাতা বন্ধের মুখে, অনিশ্চিত ছাত্রের ভবিষ্যত। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা সমালোচনায় মুখর হয়েছেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, দুই পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। আধার কার্ড বাতিলের পর সোমা বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্র সরকার এই আধার কার্ডের জন্য আমাদের সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে। আবার কেড়েও নিচ্ছে। এখন তো মরলেও শেষ কাজের জন্য আধার কার্ড জরুরি। ঘটনাটি ঘটেছে, বোলপুর ব্লকের রায়পুর সুপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সুপুর গ্রামে। এরফলে আতঙ্কিত দুই পরিবার। আধার কার্ড বাতিল নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভাষা দিবসের মঞ্চ থেকে তিনি বলেছেন, আধার কার্ড নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে। জানা গেছে, চার থেকে পাঁচ দিন আগে বোলপুরের সুপুরের দুই পরিবারের কাছে আধার বাতিলের চিঠি আসে। তাদের মধ্যে একজন ষাট বছরের বৃদ্ধা সোমা বিশ্বাস এবং অন্যজন হলো বছর কুড়ির রাজু মির্ধা। আধার কার্ড বাতিলের চিঠি আসে দু'জনের বাড়িতে। কার্যত দুই পরিবারের মানুষজন আতঙ্কিত। চিঠি হাতে পাওয়া মাত্রই তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং পরে বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেন। যদিও তারা পুরো বিষয়টি দেখছে বলেছেন, কিন্তু তাদের আতঙ্ক কাটছে না। সোমা বিশ্বাস বলেন, আধার কার্ড বাতিল হওয়ায় বার্ধক্য ভাতা সহ রেশন কার্ড সব বাতিল হয়ে যাবে। পরিবারের সদস্য কাজল বিশ্বাস বলেন, খুবই চিন্তিত। কারণ লাইন দিয়ে কষ্ট করে এই আধার কার্ড হাতে আসে। এই আধার কার্ড সর্বত্র জরুরি। এখন সব কিছুই আধার কার্ড লিঙ্ক করতে হয়। প্রতিবেশী ডোনা বিশ্বাস বলেন, রাজু মির্ধা কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সব সময় পড়াশোনা করে। কিন্তু আধার কার্ড বাতিল হওয়ার পর তার চোখে ঘুম উড়ে গেছে। পড়াশোনাও করতে পারছে না। কারণ যে কোনো পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপে আধার কার্ড জরুরি।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার চরিঅনন্তপুর কেয়ামতটোলা সীমান্তবর্তী এলাকায়। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম মামুদ মিঞা (২০)। তার পরিবারে রয়েছে বাবা ফারুক হোসেন। মামুদরা দুই ভাই । সে পরিবারের ছোট। মৃতের পরিবারের লোকেরা পুলিশকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল মামুদ। এরপরই শুক্রবার সকালে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তের চরিঅনন্তপুর কেয়ামতটোলা এলাকায় ওই যুবকের মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পরিবারের সদস্যরা। মৃত মামুদের পরিবারের বক্তব্য , বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মামুদ । এরপর আর বাড়ি ফেরে নি। এদিন সকালে আমরা জানতে পারি ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে মামুদ। সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আমাদের অনুমান হয়তো পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে মামুদের। যদি এব্যাপারে বিএসএফ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলে নি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা যাবে।

এলাকাবাসীর দাবি, রাস্তার কাজের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলদাপাড়া ফরেস্ট লাগোয়া এলাকায় ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজের সূচনা। এলাকাবাসীর দাবি মেনে এদিন ফালাকাটা ব্লকের ছোট শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের জলদাপাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায়। ভৈরবহাট বাজার থেকে পূর্ব শিবনাথপুর হরিমন্দির হয়ে খাঁউচাদপাড়া রামকৃষ্ণ কার্জীর বাড়ি পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায় জানান পথশ্রী প্রকল্পের এই রাস্তা তৈরিতে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে ও এই রাস্তা তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় তিনি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । এদিনের পথশ্রী প্রকল্পের এই রাস্তার কাজের শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়, ছোট শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি ঘোষ, অঞ্চল সভাপতি কল্লোল নট্ট, এলাকার পঞ্চায়েত মানস বর্মন সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দ।

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, KOTLAL, PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER No. WBPUR/EO/Niet-30/23-24, Dated:- 15/02/2024

E-Tender is hereby invited through E-tendering from the bonafide, reliable, resourceful manufacturers. Documents download starting from 15.02.2024 from 4.00 P.M up to 22.02.2024 UPTO 4.00 PM. Bid submission starting from 15.02.2024 at 4.00 P.M up to 22.02.2024 UPTO 4.00 PM. and Opening on 24.02.2024 AT 4.00 PM. For details please visit website https:/wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

e- Tender invitation of Budhakhali GP under Namkhana Block, Nit no.480 dated 17/02/24 & Last date of submission 27/02/24 & Opening date.29/02/24, website. www.wbtenders.gov.in

SD/- Pradhan
Budhakhali Gram Panchayat

মালিগাঁওয়ে বৈদ্যুতিক কাজ

এনআইটি নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/১৪/২৩-২৪ তারিখঃ ২০-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** (ক) আমিনগাঁওয়ে-আনুষংগিক কাজ সহিত রেলওয়ের ভূমি সুরক্ষার হেতু ইকো পার্কে ফেন্সিং ওয়ালের নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) মুখ্য কার্যালয়ে (মালিগাঁও)- মুখ্য কার্যালয় পরিসরে মহাপ্রবন্ধকের ভবনের ছিদ্রযুক্ত ছাদের প্রতিস্থাপন সহিত উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (গ) মালিগাঁওয়ে-রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালিগাঁওয়ে স্কুল পরিকাঠামোর নবীকরণ এবং উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৬,৭৯,৯০৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৩৩,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ১৪-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PWD(GOVT. OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. " Temporary electrical installation for security lighting & hiring of DG set etc in connection with VVIPs visit at helipad beside battery ground, Simulia, Purulia in the District of Purulia. " 2. Temporary electrical installation for security lighting & hiring of DG set etc in connection with VVIPs visit at Belguma ground, Purulia in the District of Purulia. 3. Checking, testing and emergent repair & renovation of electrical installation work etc and hiring of DG sets at Circuit House Compound, Purulia for the purpose of the VVIPs visit in the District of Purulia. 4. Emergent repair / renovation of security lighting of Circuit House, Purulia for the purpose of the VVIPs visit Purulia in the District of Purulia. 5. Emergent repair/replacement of Air Conditioning Machines of Circuit House, Purulia for the purpose of the VVIPs visit in the District of Purulia. **NIQ No. 34 of 2023-2024**. The quotations will be received upto **10:00am on 26-02-2024** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from:- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/ A. Maji
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division,
P.W.D.

NOTICE INVITING E-TENDER

The Pradhan, Kolorah-II Gram Panchayat invites e-tender online percentage rate two bid system for the following NIT No.- 15 th F.C. Untied-9 Nos., from bonafied eligible experienced contractors having 60% credential. Bid submission End Date:- 12/03/2024. Bid Opening date and time for technical proposal 14/03/2024 at 10 A.M. The bid forms and others details are available in the website:- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Kolorah-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Cancel Notice

Due to unavoidable circumstances the E-tender Notice No:- 06(e)/CGP/2023-24 which published on 16.02.2024 of the Chitmu Gram Panchayat has been cancelled.

Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
CIN: L65999W81992PLC055224
রেজি অফিসঃ ২৮, গ্রান্ট লেন, ২য় তলা, কলকাতা - পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২
ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.rfsl.co.in
পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যদি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর কোনটি কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (নিয়ম), প্রবিধান ৪৪-এর বিধি ২২ এর সাথে পড়া হয়। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশন) কোভিড-১৯ মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে এমসিএ দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত, কোম্পানিটি প্রেরণ সম্পন্ন করেছে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের জন্য যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত নিবন্ধিত (কাট-অফ তারিখ)। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মের একটি ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এমসিএ সার্কুলার দিয়ে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ঃ

১. পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত আইটেমগুলি অনুমোদনের জন্য বিশেষ ব্যবসা এবং সাধারণ ব্যবসা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত দূরবর্তী ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়।
২. ই-ভোটিং ২৪.০২.২০২৪ (শনিবার) সকাল ৯.০০ (1ST) এ শুরু হয় এবং ২৪.০৩.২০২৪ (রবিবার) বিকাল ৫.০০ টায় (1ST) শেষ হয় এবং তারপরে, দূরবর্তী ই-ভোটিং ব্লক করা হবে এবং ভোট দেওয়া যাবে না উল্লিখিত সময়ের বাইরে অনুমোদিত।
৩. শুধুমাত্র সেই সদস্যদের নাম যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে তারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী।
৪. বোর্ড পোস্টাল ব্যালটের জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে মিসেস লক্ষ্মী সুব্রামানিয়ান, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে নিযুক্ত করেছে।
৫. জন সদস্য যারা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা rfsl.nbfc@gmail.com এ লিখতে পারেন এবং এটি পেতে পারেন।
৬. আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.rfsl.co.in-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ই- ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন বা helodesk.evoting@cdslindia-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।
৭. ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেতে সম্বোধন করা যেতে পারে! (পূর্ব)। মুম্বাই - ৪০০০১৩ বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা ০২২২৩০৫৮৫৪২ / ৪৩ নম্বরে কল করুন।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ashoksen@nichetechpl.com-এ RTA-তে লিখতে পারেন পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rfsl.co.in., BSE ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং CDSL-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। www.evotingindia.com এ। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল শনিবার, ৩০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং BSE লিমিটেডকে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.rfsl.co.in-এও স্থাপন করা হবে।

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের পক্ষে
মিঃ ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 0919485
স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪।২।২০২৪

E-Tender Notice

Online Bids are invited for the year 2023-24 from the bonafide contractors for Listed Work under **5th S.F.C(Tied)** in respect of **NIT no. 86/SUSU/2024 Dated- 21.02.2024**. Last date of Paper Submission on **01.03.2024** for details information contact to the undersigned.

Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:Name of Work: 1." Temporary IT infrastructural work at Bankura Circuit House in connection with VVIP visit on & from 27.02.24." **SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ- 60 of 2023-24**. Last date of submission of Quotation: **25.02.2024 up to 4:30PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

No:- ED/86/EE-II/BEUP/23-24 Dated: 22.02.2024

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
(WB-HMC/NIT/ED/15/EE-II/BEUP/23-24, Dated : 07.02.2024)

সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা, ড্রেন এবং বাল্টিকুরি রামকৃষ্ণ পল্লী থেকে গ্রীন স্টার ক্লাব থেকে বদ্রিনাথ জয়সওয়ালস হাউস পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী (রাস্তা), এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। পরেশ বেরা বাড়ি থেকে গণেশ হায়দারের বাড়ি থেকে সুনীল শ'র বাড়ি থেকে প্রদীপ রায় হাউস পর্যন্ত,এইচএমসি ওয়ার্ড নং- ৫০ (বিইইউপি)-এর অধীনে স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের থেকে একই ধরনের কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ইই-১১ বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে https//:wbtendes/gov.in বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) **শেষ তারিখঃ** ০৯.০৩.২০২৪ **সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। টেন্ডার আইডিঃ 2024_MAD_662837_1

২৭৮ (৩) / ২৩-২৪
২৩.২.২৪
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ২০০ X, এস.পি. মুখার্জী রোডে রিক্রিয়েশন সেন্টার কাম কমিউনিটি হলের উন্নয়ন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২৯,১২,৫২৭.২০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৫৮,৩০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** দুই (০২) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৬০-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), KMC** invited e-Tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/JOKA/60/2023-24
Name of work : **Link connection of new big dia tube well and installation of S/V for development of water supply network at Natun Para near Pr. No. 67/28/12 22 Bigha Road in Ward No.-143, under Borough-XVI**. Estimated Cost of the work : **Rs. 1,56,029.87**. Earnest Money: **Rs. 3,300.00**. Period of Completion: **7 Days**. Time and last date of receipt/opening of tender (online): **09.03.2024** up to **3 p.m.** & **11.03.2024** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2024** at **11 a.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC** invites e-Tender for the following works:
1. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/263
Name of work : **Laying of 450 MM interconnection pipeline between 1050 MM Gandhi Maidan BPS and 600 MM Budge Budge BPS rising main with other ancillary work at the backside of clariflocculator no. 4 of WTP-II of GRWW**. Estimated Amount : **Rs. 1,96,782.00**. Earnest Money: **Rs. 3,936.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online): **13.03.2024** at **2 p.m.** / **15.03.2024** at **2 p.m.**
2. NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/E4R/ET27/2023-24
Name of work : **Replenishment of filter media with allied works of filter bed no.-A7 at WTP-IV under GRWW**. Estimated Amount : **Rs. 2,96,704.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online): **09.03.2024** at **2 p.m.** / **11.03.2024** at **2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/300/2023-2024 (1st call)
Name of work : **Construction of catchpit & manhole at Canal West Road between R.G. Kar Road Crossing & Gallif Street Crossing in WD No.-12, under Br.-II**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,20,630.97**. Earnest Money: **Rs. 4,450.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.03.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **27.02.2024** at **12 noon** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer(WS/IGWTP), KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :
1. NIT No. : KMC/EE/IGWTP/225/23-24, Dt. 22.02.2024
Name of work : **Statutory servicing and load testing of 12.5 MT capacity hot cranes of intake station-2 and pressure station-2, IGWTP**. Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 3,11,921.00**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Time of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE/IGWTP/226/23-24, Dt. 22.02.2024
Name of work : **Rebuilding of the subsided floor with cracked wall and roof with displace doors/windows of the Labour Hut Qtr No.C1/38 in front of Children Park, IGWTP**. Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 2,65,502.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE/IGWTP/227/23-24, Dt. 22.02.2024
Name of work : **Repairing of fabricated shed with corroded structural member of the Maintenance Room at 60MGD Plant, IGWTP**. Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 4,99,817.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Time of Completion: **35 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE/IGWTP/228/23-24, Dt. 22.02.2024
Name of work : **Renovation of the power feeding network with the illumination arrangement in between the RG Bed No.-9 to 16 at 60MGD WTP, IGWTP**. Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs. 4,14,630.00**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Time of Completion: **35 Days**. Cost of tender & tender documents: **Nil** (for sl. no. 1 to 4). Last date & time of online submission of tender: **09.04.2024** up to **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4). Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : LTG/220/42/V/Z-II/23-24
Name of the work : **Installation of "I Love Kolkata" and "Welcome to Kolkata" glow sign board at Brabourne Rd (Baiju Chowk) Entrance**. Estimate Amount: **Rs. 2,42,677.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : LTG/221/V/Z-II/23-24
Name of the work : **Annual operation and maintenance of surfi lighting system at both sides of Bajekadamtala Ghat at River Front Site**. Estimate Amount: **Rs. 3,72,282.00**. Earnest Money: **Rs. 7,600.00**. Period of Completion: **365 Days**.
3. NIT No. : LTG/222/V/Z-II/23-24
Name of the work : **Miscellaneous repairing and replacement of lighting fittings with allied electrical accessories at River Front Site**. Estimate Amount: **Rs. 1,98,397.33**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
4. NIT No. : LTG/225/42/V/Z-II/23-24
Name of the work : **Improvement of LED lighting system with LED light fittings & other electrical accessories at Cotton Str. & other places in WD No.-42, Br-V**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,860.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.03.2024** up to **12 noon** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **23.02.2024** at **6 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

1484/23-24

বারাণসীতে সন্ত গুরু রবিদাসের ৬৪৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বারাণসীতে সন্ত গুরু রবিদাসের ৬৪৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে সীর গোবর্ধনপুরে সন্ত গুরু রবিদাসের জন্মস্থানে তাঁর নতুন প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেছেন শ্রী মোদী। এছাড়াও, ঐ অঞ্চলের উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করেছেন তিনি। যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করা হল, সেগুলির জন্য ব্যয় হয়েছে ৩২ কোটি টাকা। এছাড়াও, সন্ত রবিদাস সংগ্রহশালা এবং তাঁর নামাঙ্কিত উদ্যানের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন শ্রী মোদী। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬২ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সন্ত রবিদাসজির জন্মস্থানে সকলকে স্বাগত জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা রবিদাসজির ৬৪৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। পাঞ্জাব থেকে বহু ভক্ত কাশীতে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মানসিকতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, কাশী পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে উঠেছে। সন্ত রবিদাসজির জন্মস্থানে পুনরায় দর্শন করার এবং তাঁর আদর্শ ও নীতি প্রচারের সুযোগ পাওয়ায় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশীর সাংসদ হিসেবে সন্ত রবিদাসজির ভক্ত ও অনুসারীদের সেবা করার সুযোগ পাওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তিনি সন্ত রবিদাসজির জন্মস্থানের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রয়েছে মঃিদর সংলগ্ন অঞ্চলের উন্নয়ন, মন্দিরমুখী সড়ক নির্মাণ, পুজো দেওয়ার এবং প্রসাদ বিতরণের জায়গার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সন্ত রবিদাসের নতুন প্রতিকৃতির কথাও উল্লেখ করেন এবং তাঁর নামাঙ্কিত সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শ্রী মোদী বলেন, আজ মহান সাধু এবং সমাজ সংস্কারক গডজে বাবারও জন্মদিন, যিনি সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষদের মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকরও গডজে বাবার গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং গডজে বাবাও বাবাসাহেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী গডজে বাবাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানান। শ্রী মোদী বলেন, সন্ত রবিদাসজির শিক্ষাকে তিনি সর্বদাই অনুসরণ করেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার জন্য তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে সন্ত রবিদাস স্মারকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যখনই প্রয়োজন হয় তখনই কোনো সাধু বা মহ ব্যক্তিত্ব ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, এটিই এ দেশের ইতিহাস। সন্ত রবিদাসজি ভক্তি আন্দোলনের এক মহান সাধু ছিলেন যিনি দ্বিধাবিভক্ত দুর্বল ভারতবাসীর মনে নতুন শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন। তিনি সমাজকে স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করেন এবং সামাজিক বিভাজনের অবসান ঘটাতে এক সেতুবন্ধ গড়ে তোলেন। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সোচ্চার ছিলেন। সন্ত রবিদাসজিকে কোনো মতবাদ বা ধর্ম বিশ্বাসে আবদ্ধ করা যায় না। রবিদাসজি সকলের এবং প্রত্যেকে রবিদাসজির। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও সন্ত রবিদাসজিকে তাঁদের গুরু বলে বিবেচনা করেন কারণ, তিনি ছিলেন জগদ্গুরু রামানঃেদর একজন ভক্ত। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যাঁরা গঙ্গা নদীকে শ্রদ্ধা করেন এবং বারাণসীতে বসবাস করেন, তাঁরা সন্ত রবিদাসজির আদর্শকেও অনুসরণ করেন। বর্তমান সরকার 'সব সাথ সবকা বিকাশ' মন্ত্র অনুসরণ করে সন্ত রবিদাসজির শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছে বলে শ্রী মোদী মত প্রকাশ করেন।সন্ত রবিদাসের সাম্য সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের যখন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তখনই সাম্যের আদর্শকে অনুসরণ করা হয়। বর্তমান সরকার সেই আদর্শকে অনুসরণ করে। যাঁরা এতদিন উন্নয়নের সুফল পাননি, তাঁদের এখন উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করা হচ্ছে। তিনি ৮০ কোটি ভারতবাসীর জন্য বিনামূল্যে রেশনের ব্যবস্থার প্রসঙ্গটিকে বিশ্বের বৃহত্তম কল্যাণমুখী প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করেন। এই ধরনের এত বৃহ প্রকল্প পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কখনও কার্যকর হয়নি। শ্রী মোদী বলেন, 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর আওতায় দেশের নানা প্রান্তে শৌচাগার নির্মিত হচ্ছে। এর সুফল দলিত, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় এবং তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলারা সবথেকে বেশি পাচ্ছেন। একইভাবে, 'জল জীবন মিশন' পাঁচ বছরের ও কম সময়ে ১১ কোটি বাড়িতে নলবাহিত বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করছে। কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা পেয়েছেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ' ধন অ্যাকাউন্ট', ' সুবিধা হস্তান্তর'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সুবিধাগুলির কথা তুলে ধরেন। এর সুফল প্রত্যেকের কাছে পৌঁছেছে। 'কিষাণ সম্মান নিধি'র মাধ্যমে কৃষকদের কাছে যে অর্থ পৌঁছেছে, বহু দলিত কৃষকও এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও, 'ফসল বিমা যোজনা'র মাধ্যমেও কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। ২০১৪ সালের পর দলিত যুবক-যুবতীদের বৃত্তির পরিমান আগের থেকে দ্বিগুণ হয়েছে। ' আবাস যোজনা'র আওতায় দলিত পরিবারগুলি কোটি কোটি টাকার অর্থ সহায়তা পেয়েছে।শ্রী মোদী বলেন, দলিত, সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী এবং দরিদ্র মানুষদের মানোন্নয়ন ঘটানো বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর তাই, ভারতের উন্নয়ন বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের বাণী প্রতিটি যুগে সকলকে যেমন পথ দেখিয়েছে, পাশাপাশি, বিভিন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছে। রবিদাসজির বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, জাতিভেদ প্রথার কারণে মানুষ পিছিয়ে থাকেন এবং এই প্রথা মানবজাতির সবথেকে বড় ব্যাধি। জাতের নামে কেউ যদি অন্য কারোর প্রতি যথাযথ আচরণ না করেন, তাহলে তা মানবজাতির পক্ষেও ক্ষতিকারক।যাঁরা দলিত সম্প্রদায়ের কল্যাণের বিরোধিতা করে, সেই শক্তি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, এরা পরিবারতন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়। পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি এইসব শক্তিকে লালিত করে। ফলে, এরা দলিত এবং আদিবাসীদের উত্থানের পক্ষে মত প্রকাশ করে না। সন্ত রবিদাসজির ইতিবাচক শিক্ষাকে অনুসরণ করে আমাদের জাতিভেদ প্রথার নেতিবাচক মানসিকতাকে বর্জন করতে হবে। রবিদাসজির বাণী উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ যদি শত শত বছর ধরে বেঁচে থাকেন, তাহলে তাঁকে সারা জীবন ধরেই কাজ করতে হবে, কারণ, কর্মই ধর্ম এবং নিঃস্বার্থভাবে সকল কাজ করতে হবে। সন্ত রবিদাসজির এই বাণী আজও সারা দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতার অমৃতকালে দেশের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' ভারত' বা উন্নত ভারত গ।ে তোলার শক্তিশালী ভিত তৈরি হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে এই ভিতকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ১৪০ কোটি দেশবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষদের কল্যাণে কাজ করা সম্ভব। আমাদের দেশের কথা ভাবতে হবে। বিভেদকামী শক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে দেশের ঐক্যকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। তাঁর ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, সন্ত রবিদাসজির আশীর্বাদে দেশবাসীর সকল স্বপ্ন পূরণ হবে। অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং সন্ত গুরু রবিদাস জন্মস্থান মঃিদর ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সন্ত নিরঞ্জন দাস সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ৪৬টি অমৃত স্টেশন এবং ১০৮টি রোড ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করবেন

২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী ৪৬টি অমৃত স্টেশন এবং ১০৮টি রোড ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করবেন। ওভার সার্ভার এখতিয়ার নতুন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে আধুনিকীকরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় রেল। এর একটি অংশ হিসাবে, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ সারা দেশে ১৩০০ টিরও বেশি রেলস্টেশন পুনঃবিকাশ করা হচ্ছে। পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশনগুলি শীর্ষস্থানীয় যাত্রী সুবিধা এবং বিশ্বমানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ৪৬টি স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী এসইআর এখতিয়ারের উপর ১০৮টি রোড ওভারব্রিজ এবং আন্ডারপাসের উদ্বোধন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। পশ্চিমবঙ্গের ২২টি অমৃত স্টেশনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে যার মোট আনুমানিক ব্যয় টাকা ৫৯৭.১৫ কোটি। অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ২২টি স্টেশনগুলি পুনর্নির্মাণ করা হবে, আদ্রা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, জয়চণ্ডী পাহাড়, বার্নপুর, খড়গপুর, মেচেদা, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, বাগনান, মেদিনীপুর, উলুবেড়িয়া, আন্দুল, পাঁশকুড়া, হিজলি, বেলদা। , দীঘা, হলদিয়া, সুইসা, তুলিন ও ঢালিদা। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি রোড ওভারব্রিজআন্ডারপাসের জন্য মোট আনুমানিক খরচ হল রুপি। ৪৯২.০৫ কোটি। ঝাড়খণ্ডের ১৮টি অমৃত স্টেশনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে যার মোট আনুমানিক খরচ টাকা ৫৭৮.৯৫ কোটি। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে ঝাড়খণ্ডের ১৮টি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হবে, তা হল, টাটানগর, চক্রধরপুর, গামহারিয়া, সিনি, চাইবাসা, ডাঙ্গোয়াপোসি, বড়জামদা, বালসিরিং, বানো, গঙ্গাঘাট, রামগড় ক্যান্ট, গোবিন্দপুর রোড, ওড়গা, মুরি, সিলি, লোহার, লোহার। অধিকন্তু, ঝাড়খণ্ডে ৪৪টি রোড ওভারব্রিজআন্ডারপাসের জন্য মোট আনুমানিক খরচ হল ৫৪৬.০১ কোটি টাকা।মোট আনুমানিক ২৪০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ওড়িশার ৬টি অমৃত স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে উড়িষ্যার ৬টি স্টেশন পুনর্বিকশিত হবে, বিমলাগড়, জারোলি, রায়রাংপুর, পানপোশ, বলেশ্বর এবং বেতনোটি। অধিকন্তু, ওডিশায় ২৩টি রোড ওভারব্রিজ আন্ডারপাসের জন্য মোট আনুমানিক খরচ হল ১৯২.৪১ কোটি টাকা।শহরের উভয় দিকের যথাযথ একীকরণের সাথে এই স্টেশনগুলিকে ' সেন্টার' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। এই সমন্বিত পদ্ধতিটি রেলওয়ে স্টেশনকে কেন্দ্র করে শহরের সামগ্রিক নগর উন্নয়নের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়। পুনঃউন্নয়ন যাত্রীদের নির্দেশনার জন্য সুপরিকল্পিত ট্রাফিক সঞ্চালন, আন্ত ঃ-মডেল একীকরণ এবং সাইনেজ নিশ্চিত করার পাশাপাশি আধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করবে। স্টেশন ভবনের নকশা স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হবে। 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্কিম কারিগরদের সাহায্য করবে এবং স্থানীয় পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে সাহায্য করবে। স্টেশনগুলিতে পরিকল্পিত সুবিধাগুলি হল-

১. পুরানো বিল্ডিংয়ের জায়গায় নতুন স্টেশন বিল্ডিং যেখানে সমস্ত সুবিধা রয়েছে (যেমন ওয়েটিং রুম, বুকিং অফিস, ফ্যাসাড, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ক্যাফেটেরিয়া, টয়লেট ইত্যাদি)
২. প্ল্যাটফর্ম এবং প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়ের পৃষ্ঠের উন্নতি
৩. প্রশস্ত রাস্তা সহ মসৃণ অ্যাক্সেস
৪. স্ট্যান্ডার্ড আলোকসজ্জা স্তর
৫. প্রাঙ্গনের মধ্যে ফুট-পাথের জন্য ব্যবহৃত দক্ষ এবং টেকসই উপাদান সহ উন্নত সঞ্চালন এলাকা
৬. নান্দনিক, প্রশস্ত এবং ভালভাবে আলোকিত প্রবেশদ্বার বারান্দা
৭. সমস্ত প্ল্যাটফর্মে নতুন প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়ের ব্যবস্থা

যাত্রীদের অভিজ্ঞতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা

১. একটি ক্রান্তিকালীন প্রবেশদ্বার বারান্দা প্রদান
২. যানবাহন পার্কিং পুনর্গঠন এবং অপ্টিমাইজ করা
৩. সাইনেজ এবং নেভিগেশন সাইনেজের মাধ্যমে সহজ নেভিগেশনের মাধ্যমে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ায়।
৪. মসৃণ আন্দোলন
৫. স্টেশন এবং প্রাঙ্গনের মধ্যে খোলা জায়গাগুলিতে স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সমন্বিত শিল্পের অভিজ্ঞতা
৬. পুরো স্টেশন জুড়ে নজরদারি নিশ্চিত করতে সিসিটিভি ক্যামেরা
৭. পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের সম্বোধন করার জন্য গুরু সিস্টেমের নাগাল বৃদ্ধি করে। স্টেশন বিল্ডিংগুলি পর্যাপ্ত দিনের আলো, হ্রাস তাপ বৃদ্ধি, শক্তির দক্ষতার উন্নতি, সৌর প্যানেল, কম শক্তির LED আলোকসজ্জা, জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহ, কম জল ব্যবহার ফিক্সচার, বায়ো-টয়লেট, ল্যান্ডস্কেপে স্থানী প্রজাতির রোপণ সহ ডিজাইন করা হবে। স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের প্রচার এবং প্রাঙ্গনে সবুজ প্যাচ অন্তর্ভুক্ত করা। দিব্যংজন অ্যাক্সেস

যোগ্যতা পরিমাপ

১. Signages, ঘোষণা সিস্টেম, ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ দ্বারা তথ্য সিস্টেম অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রদান করা।
২. প্রবেশদ্বার র‍্যাম্প, সংরক্ষিত পার্কিং, কম উচ্চতার কাডন্টটার,প্রতিবন্ধী-বান্ধব ওয়াশরুম এবং প্রস্থানের কাছাকাছি সাহায্য বুথ দ্বারা স্টেশন অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রদান করা।
৩. স্পর্শকাতর পথ, অ্যাক্সেসযোগ্য ওয়াশরুম, কম উচ্চতা সহ জলের বুথ, FOB গাইড করে প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রদান করা।

প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক শ্যামনগর জমিদার বাড়ি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

শ্যামল সান্যাল ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক শ্যামনগর জমিদার বাড়ি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তেসংরক্ষণ,অযত্ন আর অবহেলায় সাতক্ষীরার শ্যামনগরের দেড় শতাধিক বছরের পুরাতন

জমিদার বা।টি একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেএ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।নকিপুর জমিদার বাড়িটি ইতিহাস ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আজওদাঁড়িয়ে আছে। প্রতি দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জমিদার বাড়িটি দেখতে ভী। জমায় ভ্রমণ পিপাসুরা। জমিদার হরিচরণ রায় চৌধুরী সাতক্ষীরা জেলা শহর থেকে প্রায় ৭২কিলোমিটার দক্ষিণে শ্যামনগর উপজেলার নকিপুরে ৪১কক্ষের তিনতলা বিশিষ্ট এল প্যার্টানের এই বা।টি নির্মাণ করেছিলেন।এবা।তে এখন আর জমিদারের কেউ থাকে না।শ্যামনগর উপজেলা সদর থেকে নওয়াবেকি যেতে বাম হাতে পড়ে এই বাড়িটি।জমিদার বাড়ির পশ্চিমে রাস্তা পেরিয়ে অবস্থিত নকিপুর জামে মসজিদ। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়,জমিদার রায় বাহাদুর হরিচরণ রায় চৌধুরীর মায়ের নাম ছিল নিস্তারিণী। শোনা যায় তিনি স্বপ্নযোগে পেতেন সম্পদ। এই পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল দুই লাখ একর।এসমস্ত জমির খাজনা আদায় করতে ভারতের হিঙ্গলগঞ্জ আর কালিগঞ্জও শ্যামনগরে ওই সময় ৭০০ কাচারি ছিল। শ্যামনগর থানা সদরের দুই কিলোমিটার পূর্বে জমিদার হরিচরণ রায় চৌধুরীর বড়িটি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।বিশাল আকারের তিনতলার ইমারতটি ভাঙাচোরা অবস্থায় এখন কোনোরকমে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে।রাজা প্রতাপাদিত্যের পরে হরিচরণ রায় ছিলেন শ্যামনগর অঞ্চলের প্র ভা ব শা লী ও বি ত্ত শা লী জমিদার।তার উদ্যোগে শ্যামনগরে তথা সমগ্র সাতক্ষীরায় অনেক জনহিতকর কাজ হয়েছিল।অনেক জমিদারের মতো হরিচরণ রায় শুধু সম্পদওবিলাসে মত্ত ছিলেন না। রাস্তাঘাট, খাল খনন,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন।১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল নকিপুর মাইনর স্কুলটি।যেটি বর্তমানে নকিপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় নামে খ্যাত। জমিদার হরিচরণ ১৯১৫ সালে মারা যান।তারপর তার জমিদারীর ভার পড়ে দুই ছেলের ওপর। তারাও বজায় রাখেন বংশের আভিজাত্য। জমিদার বংশের লোকজন১৯৭১সালে সবাই চলে যান ভারতে।তারপর থেকে ওই স্থানটি পরিণত হয়েছে ভূতুড়ে বড়িতে। জমিদারবা।রি সব জিনিসপত্র চলে গেছে চোরওলুটেরাদের দখলে। তবে পরিত্যক্ত জমিদারবাড়ি,এর পাশের দুর্গম-কক্ষ, নহবতখানা, শিবমন্দির,জলাশয় ইত্যাদি দেখে সহজে অনুমান করা যায় এর অতীত জৌলুস।তবে ১৯৩৭ ও ১৯৪৯ সালে দুই ছেলে মারা যান।এরপর১৯৫০সালে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটে। তখন জমিদারের বংশধর তাদের সম্পত্তি রেখে ভারতে পাড়ি জামান। সেই থেকে পড়ে আছে জমিদার বাড়িটি। বাড়িটিতে গিয়ে দেখা যায়, হাতে গোনা কয়েকটি পরিত্যক্ত কক্ষেই ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে একজন মহিলা। অন্যদিকে দৃষ্টিনন্দন এল প্যার্টানের কোনো অস্তিত্বই নেই।ভবনের যত্রতত্র বিভিন্ন প্রজাতির গাছ জন্মে এর ক্ষয় ত্বরান্বিত করছে।দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কয়েকটি বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁ।য়ে আছে। আসলে ভবনের ওপর বলেই গাছগুলোকে বেশি উঁচু মনে হয়। জমিদার বা।রি দক্ষিণ অংশের ভবন ইতোমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন চলছে মধ্যভাগের ভাঙন। এলাকার অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন, ভবনটি ভেঙে ওই জায়গা স্বার্থান্বেষী দখলের পাঁয়তারা করছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে কখনো এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। নজর কা।। নির্মাণ শৈলীতে গ।ে তোলা নকিপুর জমিদার বা।টির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় কোনো পক্ষকেই উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। সংস্কার আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়িটি ভূতের বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বাড়ির দেওয়ালে জন্ম নিয়েছে শতশত বটবৃক্ষ।নোনা ধরে ইটের দেওয়াল খসে খসে পড়ছে।ইতিহাসের জীবন্ত উপাদানএবাড়িটি রক্ষায় নেওয়া হচ্ছে না কোনো উদ্যোগ। এভাবে নকিপুর জমিদার বাড়িটি ইতিহাস ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।জানা যায়, জমিদার রায় বাহাদুর হরিচরণ চৌধুরীর বাড়িটি ছিল সাড়ে তিন বিঘা জমির উপরে।যার বাউন্ডারিটি ছিল প্রায় দে। হাত চওড়া প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ। সদর পথে ছিল একটি ব। গেট বা সিংহদ্বার। সম্মুখে ছিল একটি শান বাঁধানো বড় পুকুর। দেড় শতাধিককাল পূর্বে খননকৃত এই পুকুরটিতে সারাবছরই জল থাকে এবং গ্রীষ্মের দিনে প্রচন্ড তাপদাহে তা শুকায় না। পুকুরঘাটের বাম পাশে ৩৬ ইঞ্চি সিঁ।ি বিশিষ্ট দ্বিতল নহবত খানা।আটটি স্তম্বং বিশিষ্ট এই নহবত খানার ধ্বংসাবশেষটি এখনো প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে কালের সাক্ষী বহন করছে।বাগান বাড়ি সহ মোট বার বিঘা জমির উপর জমিদার বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত ছিল।বাড়িটি ছিল সত্তর গজ লম্বা, তিন তলা বিশিষ্ট ভবন।সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই সম্মুখে সিঁ।রি ঘর।নিচের তলায় অফিসওনানা দেবদেবীর পূজার ঘর ছিল।এছা।। নিচের তলায় ১৭টি এবং উপরের তলায় ৫টি কক্ষ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।ছোট,ব।,মাঝারি সব রকমের কক্ষ ছিল।বিল্ডিংটির দৈর্ঘ্য ২১০ ফুট,প্রস্থ' ৩৭ ফুট,৬৪ ফুটের মাথায় এল প্যার্টানের বাড়ি। প্রথমবার ঢুকলে কোন দিকে বহির্গমন পথ তা বোঝা বেশ কষ্টদায়ক ছিল। চন্দন কাঠের খাট-পালঙ্ক,শাল, সেগুন, লৌহ কাষ্ঠের দরজা-জানালা, লোহার কড়ি,১০ ইঞ্চি পুরু চুন-সুরকির ছাদ, ভেতরে কক্ষে কক্ষে গদি তোষক, কার্পেট বিছানো মেঝে,এক কথায় জমিদারী পরিবেশ।বাড়িতে ঢুকতে ৪টি গেট ছিল। গেট ৪টি ছিল ২০ ফুট অন্তর।জমিদার বা।রি দক্ষিণে একটি বড় পুকুর ছিল। জমিদার পরিবার এখান থেকে স্ব-পরিবারে ভারতে চলে যাওয়ার পর বর্তমান সে পুকুরটি আর নেই।নেই পূর্বের মতো সৌন্দর্য। তবে তার দক্ষিণে এখনো একটি পুকুর বিদ্যমান, যার শান বাঁধানো ঘাটের ধ্বংসাবশেষটির দুই পাশে দুটি শিব মঃিদর।দক্ষিণবঙ্গের প্রতাপশালী শাসক রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের ধুমঘাট এলাকায়।তাঁর রাজত্বের প্রায়২৫০ বছর পরে জমিদার রায় বাহাদুর হরিচরণ চৌধুরী শ্যামনগরের নকিপুরে একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। শ্যামনগরে সদ্য জাতীয়করণকৃত নকিপুর এইচ.সি (হরিচরণ চৌধুরী) পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অনিন্দ্য সু ঃদর বসতবাড়িটি যা দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থাপত্য হিসেবে পর্যটকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতো তা আজ সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। জমিদার বাড়ির একপাশে এখন নায়েবের অফিস। দেখে যে কারোর মনে হবে এই নায়েব অফিস থেকে জমিদার বাড়িটি দেখাশুনা করা হয়। কথা হয় সেখানকার নায়েব প্রধান জতিন্দ্রনাথ সরকারের সাথে

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা আগরতলা প্রেস ক্লাবের

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ আগরতলা প্রেস ক্লাবের ম্যানেজিং কমিটি জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা সংক্রান্ত তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সিদ্ধান্তের তীব্র নিঃদা করেছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় প্রেস দিবসে সম্মানিত সাংবাদিকদের নাম প্রস্তাব করে, এটাই প্রেস ক্লাবের প্রথম থেকে একটি ঐতিহ্য। প্রতি বছর আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর যৌথভাবে ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তবে সাংবাদিকদের সম্মান জানানোর জন্য গঠিত প্যানেলে প্রেস ক্লাবের ম্যানেজিং কমিটির কোনও সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এই প্রথম। আগরতলা প্রেস ক্লাব এই সিদ্ধান্তের পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে। প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার নজরে আনা হবে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও এই কমিটি অবিলম্বে ভেঙে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে, কারণ ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়নি।

২৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা শিশু উদ্যানে শুরু ৮দিন ব্যাপী দ্বিতীয় রাজ্যস্তরীয় শহরি সমৃদ্ধি উৎসব

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা শিশু উদ্যানে শুরু হতে যাচ্ছে আটদিন ব্যাপী দ্বিতীয় রাজ্যস্তরীয় শহরি সমৃদ্ধি উৎসব। চলবে ৩ মার্চ পর্যন্ত। শুক্রবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং এ খবর জানান। গ্রামীণ এলাকার স্বসহায়ক দলগুলোকে নিয়ে যেমন সরস মেলার আয়োজন করা হয়, সেভাবেই শহর এলাকায় স্বসহায়ক দলগুলোকে নিয়ে গতবছর থেকে রাজ্যস্তরীয় শহরি সমৃদ্ধি উসবের শুরু হয় বলে জানিয়েছেন অভিষেক সিং। তিনি আরও জানান, প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে মেলায় আগত সমস্ত স্বসহায়ক দলকে বিনামূল্যে প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যাগ প্রদান করা হবে। এছাড়া মেলায় প্রতিদিন লাকি ড্র-এর ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিদিন লাকি ড্র-এর মাধ্যমে নির্বাচিত একজনকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানান, আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা শহরি আজীবিকা মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই উসবে মোট ১৩২টি স্টল থাকবে। এর মধ্যে মণিপুর, অসম, মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্ব-সহায়ক দলের জন্য থাকবে ১১টি স্টল, ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের জন্য ১০টি স্টল, স্ট্রিট ভেন্ডারদের জন্য ১০টি স্টল, ব্যাংকের জন্য তিনটি স্টল, ত্রিপুরা শহরি আজীবিকা মিশনের ৯১টি স্টল এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের জন্য থাকবে সাতটি স্টল। এই স্টলগুলোতে থাকবে শহরের স্ব-সহায়ক দলের উপাদিত পণ্য এবং উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য সামগ্রী। উল্লেখ্য, শহর এলাকায় বর্তমানে ১০ হাজারের মতো স্ব-সহায়ক দল রয়েছে।

হাসিমপুরে ঢালাই রাস্তা

দুরন্ত বার্তা,বহড়ু, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগর বিধানসভার একমাত্র পঞ্চায়েত বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানেই প্রধান মতিবুর রহমান লস্করের উদ্যোগে শুক্রবার বহড়ু হাসিমপুর গ্রামের ৮০ নং বুথে ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হয়ে গেল।

নাম পরিবর্তন

আমি Chandni Wakil পিতা Md. Wakil Khan ঠিকানা 8418, Shekh Para Lane P.O.-Santragachi, P.S.- Chaterjee Hat, Dist.- Howrah, Pin-711104, W.B. Ld. হাওড়ায় প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট Dated 21-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার মা যিনি আগে Eshrat Khatoon (পুরাতন নাম) নামে পরিচিত ছিলেন তিনি এখন থেকে Ishrat Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলেন। আমি ঘোষণা করছি যে আমার মা Ishrat Khatoon (নতুন নাম) এবং Eshrat Khatoon (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I PRASENJIT BHATTACHARYA, S/O LATE PANKAJ KUMAR BHATTACHARJEE, R/O CE 100, SALT LAKE TELEPHONE EXCHANGE, SECTOR-1, PS-BIDHANNAGAR NORTH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASENJIT BHATTACHARJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024, THAT PRASENJIT BHATTACHARYA AND PRASENJIT BHATTACHARJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GOHIL PRATIK SUDHIR KUMAR, S/O SUDHIRBHAI RAGHUBHAI GOHIL, R/O NRA 072, TOWER A, DLF, NEW TOWN, HEIGHTS AAIII, NEW TOWN, PS-TECHNO CITY, BIDHANNAGAR, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRATIKBHAI SUDHIRBHAI GOHIL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024, THAT GOHIL PRATIK SUDHIR KUMAR AND PRATIKBHAI SUDHIRBHAI GOHIL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NABANEETA BHATTACHARYA, W/O PRASENJIT BHATTACHARJEE, R/O CE 100, SALT LAKE TELEPHONE EXCHANGE, SECTOR -1, PS-BIDHANNAGAR NORTH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABANEETA BHATTACHARJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024, THAT NABANEETA BHATTACHARYA AND NABANEETA BHATTACHARJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nilkamal Kirtania alias Nimchand Kirtania (Old Name) S/o LtSuren Kirtaniya Residing at Haritala, Paschim Harindanga, Haritala, W.B.- 741502 have changed my name and shall henceforth be known as NimchandKirtaniya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23/02/2024. Nilkama lKirtania, Nimchand Kirtania (Old Name) and Nimchand Kirtaniya (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Qamruddin (Old Name) S/o Md Nasiruddin Residing at 4/2/H/1, Nawab Abdul Latif Street, Park Street, Kolkata- 700016, W.B.,India changed my name and shall henceforth be known as Md Kamruddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no- 81/2024 Dated 23-02-2024. Mohammad Qamruddin (Old Name) and Md Kamruddin (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Tarun kumar Dewari S/o Monoj Kumar Deury R/o Vill. - Chikanpara, P.O.–Thakurnagar, P.S.-Gaighata, Dist.- 24 Pgs (N), Pin- 743287, W.B. shall henceforth be known as Tarun Kumar Deury. I declare that Tarun Kumar Deury and Tarunkumar Dewari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-02-2024.

Name Change

I, Pabitra Kirtania (Old Name) S/o Nimchand Kirtaniya Residing at-Paschim Harindanga, Haritala, Hanskhali, Nadia W.B.- 741502 have changed my name and shall henceforth be known as Pabitra Kumar Kirtania (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23/02/2024. Pabitra Kirtania (Old Name) and Pabitrakumar Kirtania (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I , SK KABIR @ SEIKH KABIR AHAMMAD S/O- IUNUS SEKH resident of vill- Keja, P.O.- Amadpur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713154, have changed my name and shall henceforth be known as 'KABIRAA AHAMMAD SEKH' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 21/02/2024. That SK Kabir @ Seikh Kabir Ahammad And Kabiraa ahammad Sekh all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Nasiruddin (পুরাতন নাম) পিতা Daliluddin Ahamed ঠিকানা-Vill.- Haroa (Uttar Gardaha), P.O.& P.S.-Haroa, 24 Pgs (N) Ld. বসিরহাটে প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, উত্তর ২৪ পরগনা Dated 06-01-2024 এর Affidavit no. 825 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nasiruddin Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nasiruddin Ahmed (নতুন নাম) ও Nasiruddin (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, NETAI DAS, পিতা-PRANGOPAL DAS ঠিকানা- গ্রাম-কুকশিমলা, পো.অ. রায়দোগাছিয়া, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৫১৩ পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা গত ২১.০২.২০২৪ তারিখ মাননীয় নোটারি পাবলিক, কালনা, পূর্ব বর্ধমান নিকট এফিডেভিটের মাধ্যমে NITAI DAS পরিবর্তে আমার আসল নাম NETAI DAS ঘোষণা করছি যেটি আমার পাসপোর্টে (নং জে৩২৮৪৪৬৬) এবং আমার স্কুলের শংসাপত্রে ভুলভাবে রেকর্ড করা হয়েছিল। NETAI DAS এবং NITAI DAS উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি কিশোর কুমার ভৌমিক (Kishor Kumar Bhowmick)(old name) পিতা অমূল্য ভৌমিক ঠিকানা গ্রামঃ চাকবেয়ারা, পোস্টঅফিসঃ ভবানীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩ ২৭০, পশ্চিমপঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা হাইকোর্টের Affidavit দ্বারা কিশোর ভৌমিক (Kishor Bhowmik)(new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 162024 dated 22.02.2024। কিশোর কুমার ভৌমিক (Kishor Kumar Bhowmick)(old name) এবং কিশোর ভৌমিক (Kishor Bhowmik)(new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি বিষ্ণুপদ মল্লিক (Bishnupad Mallik)(old name) পিতা নলিনীকান্ত মল্লিক ঠিকানা ধাড়ালিপাড়া, পোস্টঅফিসঃ মোল্লাবেলিয়া, হরিণঘাটা, নদীয়া-৭৪১ ২৪০, পশ্চিমপঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা হাইকোর্টের Affidavit দ্বারা বিষ্ণুপদ মল্লিক (Bishnupada Mallik)(new name) নামে পরিচিত হলাম।Affidavit No. 4724 dated 23.02.2024। বিষ্ণুপদ মল্লিক (Bishnupad Mallik)(old name) এবং বিষ্ণুপদ মল্লিক (Bishnupada Mallik)(new name) একই ব্যক্তি।

সরকারি দপ্তরেই কয়েক কোটি টাকা পৌরকর বকেয়া রয়েছে বর্ধমান পৌরসভারঃ বাজেট পেশ করতে গিয়ে অভিযোগ পৌরপতির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আয়ের বিকল্প পথে জোর দিয়ে আগামী আর্থিক বছরের (২০২৪-২৫) বাজেট পেশ করল বর্ধমান পৌরসভা। শুক্রবার বর্ধমান পৌরসভার সভাগৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী আর্থিক বছরের পৌর বাজেট পেশ করেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। চেয়ারম্যান ছাড়াও ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মৌসুমী দাস সহ সন্দ বক্সী, সুশান্ত প্রামানিক, সাহাবুদ্দিন খান, রত্না রায়, উমা সাই, স্বীকৃতি হাজরা, ইন্তেখাব আলম সহ অন্যান্য কাউন্সিলারগন। এদিন চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, বর্ধমান বোর্ডে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বাজেট পেশ করা হল। আগামি দিনে পৌরসভা আরও আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প তৈরী করছে। আগামী আর্থিক বছরের আনুমানিক বাজেট ধার্য হয়েছে প্রায় ২৬৫ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৭০ টাকা। তবে এবারের বাজেট পেশ অনুষ্ঠানে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তা হল চারটি সরকারি অফিসে দীর্ঘদিন ধরে পৌরকর বকেয়া রয়েছে কয়েক কোটি টাকা। এবিষয়ে জানতে চাইলে পৌরপতি বলেন, বকেয়া কর আদায় করতে তৎপর বর্ধমান পৌরসভা। যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার তা নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে বকেয়া কর আদায়ের জন্য বারংবার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, কাউন্সিলারও যাচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে লাল চিঠি দেওয়া হচ্ছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। এই ভাবে গত এক বছরে কর আদায় আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মুহূর্তে বড় অঙ্কের বকেয়া রয়েছে বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থার। তার মধ্যে বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার বাদামতলা এলাকায় একটি বহুতল রয়েছে, যার কর বাবদ পৌরসভা ৪ কোটি ১৬ লক্ষ ১ হাজার ৬০০ টাকা পাওনা আছে। সেই সঙ্গে বি.এস.এন.এল অফিসের অফিসের কাছ থেকে ৬১লক্ষ ১৭ হাজার ৬০০ টাকা, জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের বকেয়া রয়েছে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ২১৯ টাকা, এবং ডব্লিউবিএসইডিসিএল অফিসের বকেয়া কর রয়েছে ৭৭ লক্ষ ৫ হাজার ২০০ টাকা অর্থাৎ এই চারটি অফিসের কাছ থেকেই মোট ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬১৯ টাকা পৌরকর বকেয়া রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হোক বা বহুতল বানিজ্যিক ভবন সকলকেই কর এর টাকা দিতে হবে, এক্ষেত্রে কাউকে ছাড়া হবে না। পুলিশ সুপারের অফিস বা ভবন কে লাল চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে হেয়ারিং ডাকা হবে। পাশাপাশি বর্ধমান শহরের বহু বাড়ির কর বকেয়া রয়েছে, আমরা তা আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ। তিনি দাবী করেন, আমাদের তৎপরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বহু বছরের বকেয়া-কর বাবদ ১ কোটি ৫৬লক্ষ টাকা, মেডিকেল কলেজের কাছ থেকে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ, এস.বি.আই জোনাল অফিস থেকে ১কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। এই বকেয়া-কর গুলি আদায় করতে পারার জন্যই পৌরসভার ভাড়ারে ৫-৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত রয়েছে। পৌরসভার পক্ষ ৫ লক্ষ টাকার বেশী ও কম যাদের কর বকেয়া রয়েছে, তাদের কাছ থেকে বকেয়া-কর আদায়ের জন্য ওয়ার্ড ও হোল্ডিং অনুযায়ী তালিকা তৈরী করা হয়ে গেছে। সেই তালিকা আমার কাছ ছাড়া কাউন্সিলর ও পৌরকর্মীদের কাছে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে আগামী দিনে পৌরসভার আর আয় বৃদ্ধি হয়।

TENDER
NIMTITA GRAM PANCHAYAT
NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/25/2023-24 & WB/MSD/NIMTITA/28/2023-24, Vide Memo No-58/NGP/2024 & 61/NGP/2024 dated-23.02.2024. Last date of submission of tender-02.03.2024 up to 10.00 AM. Technical Bid Opening-04.03.2024 at 11.00 AM. For Details see office notice board or visit website: http:// wbtenders.gov.in
Sd/- Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayat

শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ খড়ের গাদা থেকে জামাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার বীরভূমে। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট থানার আয়াস গ্রামে। শুক্রবার আয়াস গ্রামের খাসপাড়ার একটি খড়ের গাদায় খড় অর্ধঢাকা দেওয়া অবস্থায় মৃতদেহটি দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। মৃতের নাম সত্যেন্দ্র সিং। তার বাড়ি বিহারের আরা জেলার সুরান্দা গ্রামে। বীরভূমের রামপুরহাট থানার আয়াস গ্রামের ঢুলিপাড়ায় তার শ্বশুর বাড়ি। গতকাল বেলা এগারো নাগাদ তার স্ত্রী প্রভাবতী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে আয়াস গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে আসেন। পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেল চারটে নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। আজ সকালে বাড়ি থেকে পাঁচশো মিটার দূরে খড়ের গাদা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাক ও মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছে। ঘটনাস্থলে রামপুরহাট থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

Office of The Block Development Officer
Joypur Development Block, Joypur, Purulia
Date Corrigendum Notice: NIeT-12/BDO/JDB/2023-24
(Tender ID: 2024_DM_664912_1)
Due to insufficient Bidding Date corrigendum has been made for above mentioned tender and Sl. No. form eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents. (Bid submission closing date may change as per available slot in etender portal while publishing). For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
(i) NIT No. 2053/PHE(C)/BMC (2nd Call), Dated : 23.02.2024. e-Tender has been invited for Sinking and lowering of tubewell Near Charigram School within ward no. 9 under BMC. For details, please follow **Tender Id (i) 2024_MAD_673754_1 in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission - 09/03/2024 up to 3.00 p.m.**
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1." Temporary IT infrastructural works for Public meeting in Connection with VVIP visit in the district of Purulia on & from 26.02.24." 2. "Temporary IT infrastructural works at Helipad Ground in Connection with VVIP visit in the district of Purulia on & from 26.02.24." **SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ- 62 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-63 of 2023-24**. Last date of submission of Quotation: **25.02.2024 up to 4:30PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Repair of Trident Lighting arrangement from Ujjalpukur gate to Hosenpukur gate including 10(Ten) nos. High Mast lighting & three nos. of Welcome gate lighting in the area of Furfurah Sharif, in the District of Hooghly in respect of forthcoming ISALE SAW AB-2024.." **NIQ No.-WBPWD/EE/HED/NIeT-42 of 2023-24**. **Id.-2024_WBPWD_673772_1**. Bid submission closing date: **26/02/2024 up to 06.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

NOTICE INVITING e-TENDER
NIT No. 22 of 2023-24/PO/BCW/JAL(Sl. No.1 to 8) for eight (08) nos. of works at different locations within the district of Jalpaiguri. For Details, please visit the office of the undersigned on any working day or log-on to www.wbtenders.gov.in.
Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

বিভিন্ন টিআরডি কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-০৭-২৩-২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-০৭-২৩-২৪, কাজের নামঃ** ১ বছরের (৩৬৫ দিন) জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিজি-I ও II সেকশনে ধূপগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার ও গোসাইগাঁও হাটের ওএইচই কাম পিএসআই ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন টিআরডি কাজ (নন-কোর কার্যকলাপ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৭,১০,৩৭০/- টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৯৪,২০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৪-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১৪-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট. (টিআরডি)/
আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice inviting e-Tender for NIT No- 266/MPLAD/ Jangipara/23-24,265/MPLAD/ Jangipara/23-24,265/ Pathasree/ 23-24/Jang for 04 nos. works by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 29/02/2024 upto 15:00 Hours.
Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

NIT No. 01/P of 2023-24 of Patharpratima Irrigation Sub-Division. Offline tender has been invited by the undersigned for 05 (Five) nos. of works, amount put to tender ranging up to 0.97 lakhs. Last Date of Application : **01.03.2024** up to **12.00 hrs**. All necessary details may be obtained from office of Patharpratima Irrigation Sub-Division.
Sd/-
Sub-Divisional Officer
Patharpratima Irrigation Sub-Division
Kakdwip, South 24 Parganas

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-350/BPM/N-154/2024 Dated-23/02/2024**, (Closing date-**12/03/2024, 11.00 AM**), **351/BPM/N-155/2024; dated-23/02/2024** & **352/BPM/N-156/2024; dated-23/02/2024** (Closing date-**04/03/2024, 11.00 AM**). For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No-5530/WS/SD **Dated-23/02/2024**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT4/2e/24** and Tender Id No-**2024_MAD_673155_1** for Sinking of 200 x 300mm dia. Tube well by Rig boring system at Military Colony in W-03 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **07/03/2024 at 11:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

রেশম শিল্প বাজাতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ রাজ্য সরকারের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ একদিকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেশম শিল্প বাজাতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ আধুনিক সুতো কাটার মেশিন প্রদান করা হচ্ছে রেশম শিল্পীদের। কিন্তু একদিকে লোকবলের অভাবে বন্ধের মুখে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রেশম নার্সারি। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের পিয়াসবাড়ি এলাকায় রয়েছে এই রেশম নার্সারি। এখান থেকে

কৃষকদের তুঁত গাছের চারা, রেশম পোকার গুটি প্রদান করা হয়। সরকারি উদ্যোগে তৈরি এই নার্সারি। একসময় এই নার্সারি থেকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে রেশম চাষের জন্য তুঁত গাছ রেশম পোকা দেওয়া হত কৃষকদের। একসময় এখানে কর্মী সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। ১০ থেকে ১২ হাজার টন গাছের চারা প্রদান করা হতো কৃষকদের। এখন এই নার্সারিতে কর্মীর সংখ্যা মাত্র ১০ জন। ভগ্ন দশায় পড়ে রয়েছে গোটা নার্সারি চত্বর। ১৫০ বিঘা জমির উপর তৈরি বিশাল এই নার্সারি এখন আগাছায় ভরপুর। তেমন আর নার্সারিতে উৎপাদন হয় না পলু পোকা থেকে রেরেশম চারা। সরকারি কোনো উদ্যোগও নেই বলে দাবি স্থানীয়দের। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, নার্সারীর বিভিন্ন সামগ্রী ভবন। যদিও প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন করে এ নার্সারীর উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান এক আধিকারিক। পলু পোকা থেকে শুরু করে আরে সঙ্গে চারা আরো বেশি করে আবারো উৎপাদন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে নতুন এই উদ্যোগের ফলে। জেলার এই নার্সারিতে উন্নত মানের পলুপোকা ও চারা গাছ উৎপাদন হলে জেলার রেশন চাষিরা অনেকটাই লাভবান হবেন।

গাছকাটার প্রতিবাদ বৃক্ষ স্বজনদের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শান্তিনিকেতনের রতন পল্লীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলের বহু পুরাতন গাছ রক্ষার দাবিতে শান্তিনিকেতনে রতন পল্লী থেকে মিছিল করে এসে বিশ্বভারতীর উপাচার্য সঞ্জয় মল্লিককে ডেপুটেশন দিলেন বৃক্ষ স্বজনরা। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে বিশ্বভারতী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলের লাগানো কয়েকটি গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। ফেসবুকে পোস্ট করেন ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুরের ছেলে সুদ্রুপ ঠাকুর। প্রশ্ন উঠেছে এত বহু পুরাতন গাছ কি করে কাটতে পারে ? সেই নিয়ে ক্ষুব্ধ শান্তিনিকেতন ও বোলপুর এলাকার মানুষরা। শুক্রবার শান্তিনিকেতন এলাকার মানুষজন গাছ রক্ষার দাবিতে শান্তিনিকেতনে রতন পল্লী থেকে শুরু করে একটি মিছিল করেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য সঞ্জয় মল্লিককে ডেপুটেশন দেন। এদিন বোলপুর বন দফতরকেও একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় গাছ রক্ষার দাবিতে।

e-Tender Notice
P.O.-cum-D.W.O, B.C.W &TD, Purulia invites e-tender of 2023-24

NIT NO.	Tender Id	End date
NIT-16(e)	2024_DM_672255_1	08.03.2024
	2024_DM_672255_2	
	2024_DM_672255_3	
	2024_DM_672255_4	
	2024_DM_672255_5	
NIT-17(e)	2024_DM_672537_1	04.03.2024
	2024_DM_672537_2	
	2024_DM_672537_3	
	2024_DM_672537_4	
	2024_DM_672537_5	
NIT-18(e)	2024_DM_673875_1	04.03.2024

Details may be seen on website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
PO-cum-DWO
BCW & TD, Purulia

Government Of West Bengal
Office Of The Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Sl No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	EO/SNK/eN.I.T 21/EO(2 nd Call) 2023- 24	2024_ZPHD_ 673549	01	01/03/2024	04/03/2024
2.	EO/SNK/eN.I.T 41/ EO 2023-24	2024_ZPHD_ 673736	01 to 11	02/03/2024	04/03/2024

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

Office of the
DUILA GRAM PANCHAYET
P.O.-Duila, P.S.-Sankrail, Dist - Howrah
Tender
Nit No:-15/DGP/15 th 23-2024 dated 27/02/2024
Nit No:-16/DGP/15 th 23-2024 dated 27/02/2024
Nit No:-17/DGP/15 th 23-2024 dated 27/02/2024
Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to development work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender 27/02/2024 up to 10:00 a.m Last date & time limit for receipt of tender upto 05/03/2024 10:00 a.m. For details visit office notice board and also www.wbtender.gov.in
SD/- SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

নকল চালের বস্তা বোঝাই গাড়ি আটক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নকল চালের বস্তা বোঝাই গাড়ি আটক বর্ধমানের মাধবডিহি থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে, বিবেকানঃদ প্যাডি মিল প্রাইভেট লিমিটেডের বস্তা নকল করে চাল সাপ্লাই কর ছিলো কিছু অসাধু কারবারি।শুক্রবার চালকসহ গাড়ি আটক করলো মাধবডিহী থানার পুলিশ। লরি চালককে আটক করে ইতিমধ্যেই বর্ধমান আদালতে পাঠানো হলো। পূর্ব বর্ধমান জেলা পহলানপুর অঞ্চলে বাজে কুমারপুরে মৌজা এলাকায রয়েছে বিবেকানন্দ প্রাইভেট লিমিটেড নামক এক রাইস মিল। অভিযোগ, ওই রাইসমিলের চালের বস্তা নকল করে চাল ভরে পাশের ধর্মরাজ রাইস মিলের অসাধু কারবারিরা সাপ্লাই দিচ্ছিল বিভিন্ন জায়গায়। গোপন সূত্রে সেই খবর পায় মাধবডিহি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। অবশেষে আজ মোহনপুর থেকে বুলচন্দ্রপুর রাস্তায় গাড়িটিকে একেবারে হাতেনাতে আটক করা হয়।পুলিশ এসে চালক সহ গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে বিবেকানন্দ রাইস মিলের কর্ণধাররা জানাচ্ছেন, তাদের রাইস মিলের এলাকায় নামডাক রয়েছে। গোপন সূত্রে তারা জানতে পারেন তাদের বিবেকানন্দ প্রাইভেট লিমিটেড নামক রাইস মিলের চালের বস্তা নকল করে ধর্মরাজ রাইস মিল নামক অন্য একটি রাইস মিল থেকে চাল সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। কঠিন পরিশ্রম করে বিবেকানন্দ প্রাইভেট লিমিটেড রাইস মিল থেকে যে চাল তৈরি করা হয় তাদের নাম করার জন্য কিছু অসাধু ব্যক্তি নকল চালের কারবার চালাচ্ছে। এই রাইসমিলের কর্ণধাররা চাইছেন যাতে অসাধু ব্যক্তিদের আইনগতভাবে শাস্তি হোক। এমনটাই জানিয়েছেন বিবেকানন্দ প্যাডি মিলস প্রাইভেট লিমিটেডের ডাইরেক্টর শুভ্রপ্রকাশ দাঁ। ইতিমধ্যে মাধবডিহি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বিকল্প বিচার ব্যবস্থা নিয়ে নতুন ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আদালতে না গিয়েও মানুষের সঠিক বিচার পাওয়ার জন্য বিকল্প বিচার ব্যবস্থা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন ভাবনা। সালিশি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি করা যায় তা নিয়ে সরকারিভাবে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়িতে। মূলতঃ মধ্যস্থতার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করাই মূল লক্ষ্য। মিডিয়েশনের উপর আয়োজিত জেলা পর্যায়ের এই কনফারেন্সের আয়োজন করে কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন ও কন্সিলিয়েশন কমিটি। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন ও কন্সিলিয়েশন কমিটির সভাপতি বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন। এছাড়া ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিত বসু, বিচারপতি সৌগত বসু, বিচারপতি বিভাষরঞ্জন দে, বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের সমস্ত বিচারকরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন, জেলা পুলিশ সুপার খন্ডাবাহালে উমেশ গণপত সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/০৮, তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৪। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার্স অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে। **ক্রমিক নং; টেন্ডার নং; নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ ও ইএমডি প্রয়োজন আছে কিনা ও থাকলে অনুগ্রহ করে পরিমান উল্লেখ করুন** নিম্নরূপ ঃ **১; ২৯২৪৪৭৪২;** ০৫.০৩.২০২৪; আরআর ২০১০০ সিজি (এম)-এর জন্য পিওএইচ কিট; ১১ সেট ও ৮৪,৪৩০ টাকা। **২; ২৯২৪৩২৯৭;** ০৬.০৩.২০২৪; এআরসি নির্মিত ড্রাইভার ডিসপ্লে ইউনিট (ডিডিইউ); ২২টি ও ১,২১,০৯০ টাকা। **৩; ২৯২৩৫০১০;** ১৫.০৩.২০২৪; সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ; ২টি ও ১,১৯,৭৪০ টাকা। **৪; ২৯২৪০০৪৫;** ০৫.০৪.২০২৪; ফাইবার অপটিক কেব্‌লের সেট; ১৫ সেট ও ৫২,০৪০ টাকা। **৫; আইএফ২৩৫৯৮৪;** ১৮.০৩.২০২৪; সার্বজনীন আকারের মেটালিক বিট; ৩৪০টি ও ৭৪,১৪০ টাকা। **৬; আইজি২৪৫০৬২;** ০৪.০৩.২০২৪; ৩ পর্যায়ে এলইডি বেসড্ হেড লাইট; ৭২টি ও ৮৮,৩৬০ টাকা। **৭; আইএইচ২৪৫১২৫;** ১১.০৩.২০২৪; বিদ্যুৎচালিত-এর সরবরাহ, স্থাপন, কার্যনিয়োগ ও প্রুভিং টেস্ট; ১টি ও ৫১,৪৪০ টাকা। **৮; ৪৬২৩৫০৫১বি;** ২২.০৩.২০২৪; ইএমইউ ট্রান্সফর্মার সিঙ্গল ইএমইউ ট্রান্সফর্মার কমপ্লীট ইত্যাদি; ১টি ও ১,১২,৯২০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ও তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1167)**

OFFICE OF THE
Under Panchla Dev. Block
P.O + P.S.- Panchla, Dist- Howrah, Pin-711322(W.B.)
E-mail:-charapanchlagp@gmail.com
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 3 nos. of work vide Memo No.- 45/ CPGP/2024, Dated- 22/02/2024, (wbtenders.gov.in). Date of e-Published:- 22- Feb-2024 10:00 AM, Closing Date:- 06- March-2024 05:30 PM, Opening Date(Technical):- 09-March-2024 11:00 AM. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on . Detail information available at this GP Office during the working hours.
Sd/-
Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

পূর্ব রেলওয়ে
শিয়ালদহ ডিভিসনে সংরক্ষিত বিভাগে ২৪টি স্পেশাল মাইনর ক্যাটারিং ইউনিট (এসএমইউ) বণ্টনের জন্য ই-নিলামী
নং. ঃ সিভি/ই-অকশন/এসএমইউ/০১/২০২২ **তারিখ ঃ ২০.০২.২০২৪**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক কেবলমাত্র ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর জন্য মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা পরিচালনার লাইসেন্স-এর ব্যবস্থা করার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। স্থানসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই ই-নিলামে অংশ নিতে পারবেন। লটসংক্রান্ত বিশদ নিম্নরূপ ঃ **ক্রম. নং, এসইকিউ. নং., লট নং, স্টেশন এবং যাঁদের জন্য সংরক্ষিত** প্রভৃতি নিম্নোক্ত মতো হবে ঃ **(১) এএ/১;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডি-এসএমইউ-৫৭-২৩-১; দেউলা; তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(২) এএ/২;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডি- এসএমইউ-৫৮-২৩-১; দেউলা; দারিদ্রসীমার নিচে থাকা (বিপিএল) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(৩) এএ/৩;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এনটিএ-এসএমইউ-৫৯-২৩-১; নেত্র; তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(৪) এএ/৪;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিএসডি- এসএমইউ-৬০-২৩-১; বাসুলডাঙ্গা; স্বাধীনতা সংগ্রামী/ যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী, রেলওয়ে কর্তৃক নিজ ব্যবহারের জন্য তাঁদের জমি নেওয়ার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(৫) এএ/৫;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিএসডি- এসএমইউ-৬১-২৩-১; বাসুলডাঙ্গা; দারিদ্রসীমার নিচে থাকা (বিপিএল) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(৬) এএ/৬;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-জিইউআরএন-এসএমইউ-৬২-২৩-১; গুরুদাস নগর; স্বাধীনতা সংগ্রামী/ যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী, রেলওয়ে কর্তৃক নিজ ব্যবহারের জন্য তাঁদের জমি নেওয়ার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(৭) এএ/৭;** সিএটিজি-এসডিএএইচ -জিইউআরএন - এসএমইউ-৬৩-২৩-১; গুরুদাস নগর; তপশিলি উপজাতি (তঃউঃ) ভুক্ত যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত।। **(৮) এএ/৮;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডিএইচ- এসএমইউ-৬৪-২৩-১; ডায়মন্ড হারবার; স্বাধীনতা সংগ্রামী/ যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী, রেলওয়ে কর্তৃক নিজ ব্যবহারের জন্য তাঁদের জমি নেওয়ার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(৯) এএ/৯;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিডিওয়াইপি- এসএমইউ-৬৫-২২-১; বিদ্যাধরপুর; তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১০) এএ/১০;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিডিওয়াইপি- এসএমইউ-৬৬-২২-১; বিদ্যাধরপুর, স্বাধীনতা সংগ্রামী/ যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী, রেলওয়ে কর্তৃক নিজ ব্যবহারের জন্য তাঁদের জমি নেওয়ার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(১১) এএ/১১;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- কেএলকেআর- এসএমইউ-৬৭-২২-১, কালিকাপুর, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা (বিপিএল) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(১২) এএ/১২;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-সিএইচটি - এসএমইউ- ৬৮-২২-১; চম্পাহাটী; অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৩) এএ/১৩;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- জিওএফ- এসএমইউ-৭১-২২-১; ঘুটিয়ারী শরিফ; তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৪) এএ/১৪;** সিএটিজি- এসডিএএইচ-টিএলএক্স -এসএমইউ-৭২-২২-১; তালদি, যে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন) -দের জন্য সংরক্ষিত। **(১৫) এএ/১৫;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-টিএলএক্স -এসএমইউ-৭৩-২২-১; তালদি; তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৬) এএ/১৬;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- সিজি- এসএমইউ-৭৪-২২-১; ক্যানিং; দারিদ্রসীমার নিচে থাকা (বিপিএল) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৭) এএ/১৭;** সিএটিজি-এসডিএএইচ -টিএলজি-এসএমইউ-৭৫-২২-১; টালিগঞ্জ; শারীরিক/মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী/দিব্যাঙ্গ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৮) এএ/১৮;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- কেবিজিবি - এসএমইউ- ৭৬-২২-১; কোমাগাতা মারু বজবজ; অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৯) এএ/১৯;** সিএটিজি-এসডিএএইচ -এসবিজিআর- এসএমইউ-৭৭-২২-১; সুভাষগ্রাম; তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(২০) এএ/২০;** সিএটিজি- এসডিএএইচ-এসএসআরডি- এসএমইউ-৭৮-২২-১; শাসন রোড; তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(২১) এএ/২১;** সিএটিজি-এসডিএএইচ- ডিপিডিপি - এসএমইউ-৭৯-২২-১; ধপধপি; দারিদ্রসীমার নিচে থাকা (বিপিএল) যে কোনো ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। **(২২) এএ/২২;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এলকেপিআর- এসএমইউ-৮০-২৩-১; লক্ষ্মীকান্তপুর, তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(২৩) এএ/২৩;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেডব্লুডিপি- এসএমইউ-৮১-২৩-১; কাকদ্বীপ; তপশিলি উপজাতি (তঃউঃ) ভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(২৪) এএ/২৪;** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এনএমকেএ -এসএমইউ-৮২-২৩-১; নামখানা; দারিদ্রসীমার নিচে থাকা (বিপিএল) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **স্থান ঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী (ক্রম. নং. ১ থেকে ২৪ প্রতিটির জন্য)। **ইএমডি ঃ ৫ %** (ক্রম. নং. ১ থেকে ২৪ প্রতিটির জন্য)। **ই-নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৩.২০২৪ সকাল ১১টা।** SDAH-389/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
শিয়ালদহ ডিভিসনে ৩৫টি স্পেশাল মাইনর ক্যাটারিং ইউনিট (এসএমইউ)-এর বণ্টনের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
নং. ঃ সিভি/ই/অ্যালটমেন্ট/এসএমইউ/ডিইএফ/২০১৯ **তারিখ ঃ ২২.০২.২০২৪**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক কেবলমাত্র ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনের ৩৫টি ডি, ই ও এফ ক্যাটেগরির স্টেশনে ৩৫টি স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর জন্য মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা পরিচালনার লাইসেন্স-এর ব্যবস্থা করার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। স্থানসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই ই-নিলামে অংশ নিতে পারবেন। লটসংক্রান্ত বিশদ নিম্নরূপ ঃ **ক্রম. নং, এসইকিউ. নং., লট নং, স্টেশন এবং যাঁদের জন্য সংরক্ষিত** প্রভৃতি নিম্নোক্ত মতো হবে ঃ **(১) এএ/১,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিকিউজি-এসএমইউ-১১৭-২৩-১, ভগবানগোলা এবং তপশিলি উপজাতি (তঃউঃ)ভুক্ত মহিলা। **(২) এএ/২,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেআরপি-এসএমইউ-১১৮-২৩-১, কৃষ্ণপুর এবং তপশিলি উপজাতি (তঃউঃ) ভুক্ত যে কোনো ব্যক্তি। **(৩) এএ/৩,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিপিডি-এসএমইউ-১২০-২৩-১, বাহাদুরপুর এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(৪) এএ/৪,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডিএইচইউ-এসএমইউ-১২১-২৩-১, ধুবুলিয়া এবং রেলওয়ে কর্তৃক নিজ ব্যবহারের জন্য তাঁদের জমি নেওয়ার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) ব্যক্তি। **(৫) এএ/৫,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এমজিএম-এসএমইউ-১২২-২৩-১, মুড়াগাছা এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) শারীরিক/মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী/ দিব্যাঙ্গ। **(৬) এএ/৬,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এসভিএইচ-এসএমইউ-১২৩-২৩-১, সোনাডাঙ্গা এবং যে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন)। **(৭) এএ/৭,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- পিসিএক্স-এসএমইউ-১২৪-২৩-১, পাগলা চণ্ডী এবং তপশিলি উপজাতি (তঃউঃ)ভুক্ত যে কোনো ব্যক্তি। **(৮) এএ/৮,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিএফটি-এসএমইউ-১২৫-২৩-১, ভাবতা এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) মহিলা। **(৯) এএ/৯,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- সিপিএইচটি -এসএমইউ-১২৬-২৩-১, কুপারস হল্ট এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী। **(১০) এএ/১০,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এমওয়াইএইচটি -এসএমইউ-১২৭-২৩-১, ময়ূরহাট এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) মহিলা। **(১১) এএ/১১,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- টিএনএক্স -এসএমইউ-১২৮-২৩-১, তারকনগর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন) ভুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী। **(১২) এএ/১২,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এইচআরএসআর-এসএমইউ-১২৯-২৩-১, হরিশনগর হল্ট এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(১৩) এএ/১৩,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিটিকেবি -এসএমইউ-১৩০-২৩-১, বাথনা কৃত্তিবাস হল্ট এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত (তঃউঃ) স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী। **(১৪) এএ/১৪,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডিটিজি-এসএমইউ-১৩১-২৩-১, দিকনগর এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(১৫) এএ/১৫,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এনবিপিএইচ-এসএমইউ-১৩২-২৩-১, নিউ বলরামপুর হল্ট এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) মহিলা। **(১৬) এএ/১৬,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসবিএনএম-এসএমইউ-১৩৩-২৩-১, সুবর্ণমৃগী এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(১৭) এএ/১৭,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এসএনএইচটি -এসএমইউ-১৩৪-২৩-১, সংহতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) মহিলা। **(১৮) এএ/১৮,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিএনএএ -এসএমইউ-১৩৫-২৩-১, বিভূতিভূষণ হল্ট এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(১৯) এএ/১৯,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-একেআইপি -এসএমইউ -১৩৬-২৩-১, আকাইপুর হল্ট এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/ বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন) মহিলা। **(২০) এএ/২০,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এসটিবিবি-এসএমইউ-১৩৭-২৩-১, সাতবেড়িয়া হল্ট এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত (তঃউঃ) মহিলা। **(২১) এএ/২১,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- কেজেডপিআর -এসএমইউ - ১৩৮-২৩-১,কাজীপাড়া হল্ট এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/ বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন) যে কোনো ব্যক্তি। **(২২) এএ/২২,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- কেবিজিএইচ -এসএমইউ-১৩৯-২৩-১, কড়েয়া কদম্বগাছি হল্ট এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(২৩) এএ/২৩,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিএইচকেএ -এসএমইউ - ১৫৩-২৩-১, বহিরা কালীবাড়ী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/ বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন) মহিলা। **(২৪) এএ/২৪,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিজিআরডি -এসএমইউ-১৪১-২৩-১, বেলিয়াঘাটা রোড এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(২৫) এএ/২৫,** সিএটিজি- এসডিএএইচ- এলবিটিএল -এসএমইউ-১৪২-২৩-১, লেবুতলা এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) মহিলা। **(২৬) এএ/২৬,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএমজেডএ -এসএমইউ - ১৪৩-২৩-১, কাঁকড়া মির্জানগর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/ বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন) যে কোনো ব্যক্তি। **(২৭) এএ/২৭,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- জিজিভি- এসএমইউ-১৪৪-২৩-১, ঘোড়ারাস ঘোনা এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(২৮) এএ/২৮,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এমটিএপি -এসএমইউ-১৪৫-২৩-১, মাতানিয়া অনন্তপুর এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে মৃত সৈনিক ও মৃত রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী। **(২৯) এএ/২৯,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এনএমডিআর-এসএমইউ-১৪৬-২৩-১, নিমদাঁড়ি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(৩০) এএ/৩০,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- কেআরএক্সএম-এসএমইউ-১৪৭-২৩-১, কৃষ্ণমোহন হল্ট এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(৩১) এএ/৩১,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- এইচজিএ-এসএমইউ- ১৪৮ -২৩-১, হোগলা হল্ট এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(৩২) এএ/৩২,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- ইউআরপি-এসএমইউ-১৪৯-২৩-১, উদয়রামপুর এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত (তঃউঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(৩৩) এএ/৩৩,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএলডব্লু -এসএমইউ -১৫০-২৩-১, কুলপি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ট ধর্মাবলম্বী (পারসি)/জৈন) ভুক্ত মহিলা। **(৩৪) এএ/৩৪,** সিএটিজি-এসডিএএইচ- কেএনজেআই-এসএমইউ-১৫১-২৩-১, করঞ্জলি এবং তপশিলি জাতিভুক্ত (তঃজাঃ) যে কোনো ব্যক্তি। **(৩৫) এএ/৩৫,** সিএটিজি- এসডিএএইচ- এমডিজিবি-এসএমইউ-১৫২-২৩-১, মাধবনগর হল্ট এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (অঃঅঃশ্রেঃ) মহিলা। **স্থান ঃ** সাইট প্ল্যান অনুসারে (ক্র. নং. ১ থেকে ৩৫ প্রতিক্ষেত্রে)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৫ %** (ক্র. নং. ১ থেকে ৩৫ প্রতিক্ষেত্রে)। **ই-নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৩.০৩.২০২৪ সকাল ১১ টা** (ক্র. নং. ১ থেকে ৩৫ প্রতিক্ষেত্রে)।
SDAH-391/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works : Emergent Annual Anti-Termite treatment works at 2 nos. District Record Room at Ground Floor with Payment Order Section of Accounts Department at First Floor of Civil Court Compound Howrah During the year 2023-24. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.5,22,935/-**.
N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_121/2023_2024, Tender ID : 2024_WBPWD_673721_1. Bid Submission Start Date (online) : **24.02.2024** up to **10:00 A.M.** Bid Submission End Date (online) : **02.03.2024** up to **13.00 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এস/৪০/২০২৩-২৪, তারিখঃ ২১-০২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. ৩০/২৩/০২৪৮/ওটি/২৯৯/২০২৩-২৪,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৩-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ডেকোরেটিভ থার্মোসেটিং সিনথেটিক রেসিন বন্ডেড ল্যামিনেটেড শিট, সাইজ ঃ ৩×১২২০×২৪৪০ এমএম, আইআর মার্কিং ডিআরজি. আরডিএসও শেড এবং প্যাটার্ন-এনএসি-এসপি০৫ অনুযায়ী, ডিআরজি নং. আরডিএসও ডিআরজি. নং. এসকে-৮৮১৪৩ অল্ট-১ অনুযায়ী। এসপিইসিএন. এমএটি. স্পেস-আরডিএসও স্পেসিফিকেশন-সি-কে ৫১৪ সহ ২০১৬ আগস্টের সংশোধনী-৭ অনুযায়ী। (১) পরিমাণ-ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এরজন্য ৪৫০০ টি। (২) পরিমাণ-নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩৫০০ টি। পি. এল. নং.-৩০৪৭৮২০০।
ক্র.নং.২। টেন্ডার নং. ৩০/২৪/১২৩৭/ওটি/৩০০/২০২৩-২৪,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৩-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ইএমইউ/ডিএমইউ/এমইএমইউ কোচগুলিতে ব্যবহৃত হাই ক্যাপাসিটি লোড-এর জন্য এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি ১৮০ কেএন। ডিআরজি. নং. ডিআরজি. নং. ডিএমইউ/ডিপিসি ১০-০-৫-০০১ অল্ট- 'জে' এবং ডিআরজি. নং. ডিএমইউ/টিসি ৭-০-৫-৭০১ অল্ট 'এইচ' অনুযায়ী। পরিমাণ-নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৯১ টি। পি. এল. নং.-৩২৪৫০১১৪।
ক্র.নং.৩। টেন্ডার নং. ৩০/২৩/৫০৫৬/ওটি/৩০১/২০২৩-২৪,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ অ্যাক্সেল বক্স পিভট বুশ, ড্রয়িং/স্পেসিফিকেশন এফআইএটি ডিআরজি. নং. ১২৪৭৪৮৮, অল্ট. এ, স্পেস. নং. টি. এস. ১৭.৩৫৯.১০০.০৩, টি. এস. ১৭.৬১৭.১০০.০২, এমডিটিএস-১৪৮ রেভ-০১ এবং এমডিটিএস-১২২ রেভ-০৩ অনুযায়ী। শুধুমাত্র আরডিএসও অনুমোদিত বিক্রেতারা। পরিমাণ- এসএসই/বিআরএস/ ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৫০০ টি। পি. এল. নং.-৩৩৫০০০৬০।
ক্র.নং.৪। টেন্ডার নং. ৩০/২৩/৫০২৩এ/ওটি/৩০২/২০২৩-২৪,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৩-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ এলএইচবি নন এসি কোচগুলির ইলেক্ট্রো নিউমেটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেম-এর সাপ্লাই ও রেট্রো ফিটমেন্ট এমসিএফ স্পেসিফিকেশন নং. এমএমডিটিএস ১৯০২৭ রেভ-০১ (পিবি আইটেম নং.১২৬৭/২২-২৩ অব রেলওয়ে বোর্ড এল/নং.-২০২১/এম (সি)/১৪২/৪ (১৫) তারিখ ১৭.০২.২০২২ -এর অধীনে)। পরিমাণ-এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪৪০ টি। পি. এল. নং.-৬১৩৪০০০৮০০২৬।
ক্র.নং.৫। টেন্ডার নং. ৬০/২২/৫০৮০ডি/ওটি/৩০৩/২০২৩-২৪,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-০৩-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ কমিশনিং-এর অফিসিয়াল তারিখের পরে ১২ মাস সময়ের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সহ ৫০ কেএলডি ক্যাপাসিটি এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি)-এর ডিজাইনিং, সাপ্লাই এবং ইনস্টলেশন। বিশদ বিবরণ সংলগ্ন অ্যানেক্সার অনুযায়ী। (i) পরিমাণ-এসএসই/ডব্লিউ/রঙিয়া, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। (i) পরিমাণ-এসএসই/ওয়ার্কস/বরপেটা রোড, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট। আইটেম কোড নং.-৬৫৫৪এন০০১।
ক্র.নং.৬। টেন্ডার নং. ৫০/২৩/০৬৬২/ওটি/৩০৪/২০২৩-২৪,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৩-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ আরডিএসও স্পেস. নং. আরডিএসও/ এসপিএন/ টিসি/৫১/২০২১ (রেভ.১.০) অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক এলসি গেট টেলিফোন সিস্টেম (মাস্টার)। (i) পরিমাণ-ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৪ টি। (ii) পরিমাণ-পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০ টি। (iii) পরিমাণ-নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২৯ টি। (iv) পরিমাণ-কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ০৬ টি। পি. এল. নং.-৫০২৩২৩৬৮।
দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আই টি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।
পিসিএমএম/ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রথম দিন বাবাকে উৎসর্গ করলেন আকাশ দীপ

রাঁচি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্ন পূরণ হল বাংলার আকাশ দীপের। রাঁচিতে প্রথম ঘণ্টাতেই ইংল্যান্ডের ৩ উইকেট তুলে নিয়ে নজর কেড়ে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবনের শুরুতেই এই সাফল্য আকাশ উৎসর্গ করলেন তাঁর প্রয়াত বাবা রামজিৎ সিংহকে। শুক্রবার রাঁচিতে মা-সহ পরিবারের অন্যরা উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না আকাশের বাবা এবং বড় দাদা। ন'বছর আগে ছ'মাসের ব্যবধানে বাবাকে হারিয়েছেন আকাশ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের মুহূর্তে বাবার কথাই বেশি মনে পড়েছে ২৭ বছরের ক্রিকেটারের। খেলা শেষ হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে আকাশ বলেছেন, ''বাবা চেয়েছিলেন, আমি যেন জীবনে কিছু করে দেখাতে পারি। এক বছরের মধ্যে বাবা এবং দাদাকে হারানোর পর ঠিক করেছিলাম, কিছু একটা করতেই হবে। আরও মন দিয়ে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলাম। সে সময় আমার হারানোর মতো কিছু ছিল না। জেতার জন্য অনেক কিছু ছিল।'' এর পর আকাশ বলেছেন, ''দেশের হয়ে টেস্ট খেলার মুহূর্তটা বাবাকে উৎসর্গ করছি। বাবা ভীষণ ভাবে চেয়েছিলেন, জীবনে যেন কিছু একটা করতে পারি। আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন বাবা। তেমন কিছুই করতে পারিনি বাবার জন্য। তাই এই পারফরম্যান্সটা বাবাকেই উৎসর্গ করছি।''

বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ 'অবাধ্য' দুই তারকা ক্রিকেটার!

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ ঈশান কিষাণকে নিয়ে অস্বস্তি ছিলই। সঙ্গে যোগ হয়েছিল শ্রেয়স আইয়ারের নামও। আইপিএলের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার সিদ্ধান্ত! ফিট থাকলেও বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করেছেন এই দুই তারকা ক্রিকেটার। যার জেরে বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পথে। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে বোর্ডের এক সূত্র এমনটাই জানিয়েছেন। ঈশানকে নিয়ে অস্বস্তি দীর্ঘ সময়ের। শ্রেয়স আইয়ার ফিট থাকলেও 'মিথ্যে' বলেছেন বলে গুরুতর অভিযোগ। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্টে খেলার কথা ছিল ঈশান কিষাণের। যদিও সিরিজ শুরুর আগে হঠাৎই স্কোয়াড থেকে নাম তুলে নেন কিপার-ব্যাটার ঈশান কিষাণ। তাঁর ছুটি মঞ্জুর করে

বোর্ডও। প্রত্যাশা ছিল ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলে ফিরবেন ঈশান কিষাণ। তাঁকে বোর্ডের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় রঞ্জি ট্রফিতে খেলার জন্য। যদিও বোর্ডের নির্দেশ বারবার অমান্য করেন ঈশান। তাঁর কোনও হদিশই মিলছিল না। পরবর্তীতে দেখা যায় আইপিএলের প্রস্তুতি সারছেন। অন্য দিকে, জাতীয় দল থেকে চোটের কারণে বাদ পড়লেও দ্রুতই সুস্থ হয়ে ওঠেন শ্রেয়স আইয়ার। যদিও তিনি মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে জানান, ফিট নন! মুম্বই রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলছে। শ্রেয়স আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সংবাদ সংস্থাকে বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, ''নির্বাচকরা দ্রুতই কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা ফাইনাল করবে। এরপরই বোর্ডের তরফে তা ঘোষণা হবে। ঈশান, শ্রেয়স চুক্তি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন। বিসিসিআইয়ের নির্দেশ অমান্য করে দু-জনেই ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি।'' ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ। তারই প্রস্তুতি সারছেন ঈশান কিষাণ। সূত্রের খবর, গত বারের মতো যাতে আইপিএল মিস না হয় সে কারণেই জাতীয় দলে থাকাকালীন চোটের কথা বলে সরে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ারও। ঝুঁকি না নিতেই এমন সিদ্ধান্ত তাঁর। ফিট হয়ে উঠেছিলেন দ্রুতই। তারপরও রঞ্জি কোয়ার্টার খেলছেন না। ঘটনায় প্রবল ক্ষুব্ধ বিসিসিআই।

রুটবল-এ খাদের কিনারা থেকে ফিরল ইংল্যান্ড

ভুল ডিআরএস-এর খেসারত দিল ভারত

রাঁচি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ দিনের প্রথম সেশনে পাঁচ উইকেট। প্রথম ঘণ্টাতেই তিন উইকেট অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা আকাশ দীপের। দ্বিতীয় সেশনে কোনও উইকেট নিতে পারেনি ভারত। লাঞ্চের পর থেকে চা বিরতি, এই সেশন জো রুট ও বেন ফোকসের দাপট। শেষ সেশনে দলকে ম্যাচে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা করেন সিরাজ-আকাশ দীপরা। রিভার্স সুইং করাচ্ছিলেন দু-জনই। সিরাজ দুই উইকেট নিতেই ফের স্বস্তি ফিরেছিল। যদিও রুট-বলে খাদের কিনারা থেকে বেরোল ইংল্যান্ড। ভারতের মাটিতে এক যুগ পর টেস্ট সিরিজ জিততে হলে জো রুটের ব্যাটে যে রান চাই, এ আর নতুন কী! বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটার। যদিও ইংল্যান্ডের তথাকথিত বাজবল স্টাইল মানতে গিয়ে যেন বাড়তি চাপে ছিলেন। এই সিরিজে রান পাচ্ছিলেন না। ভারতের মাটিতে বাজবল নিয়ে না ভেবে ধৈর্যের খেলায় যে সাফল্যের সুযোগ বেশি, অবশেষে যেন উপলব্ধি জো রুটের। দল বিপদে পড়তেই সনাতন স্টাইলে ফিরলেন। ২১৯ বলে সেঞ্চুরিতে জো রুট। কেরিয়ারের ৩১ নম্বর এবং ভারতের বিরুদ্ধে দশম সেঞ্চুরি। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ১১২-৫ থেকে দিনের শেষে ৩০২-৭ স্কোরে শেষ করল ইংল্যান্ড। ১০৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন। মার্ক উডের পরিবর্তে এই ম্যাচে খেলা ওলি রবিনসনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ৫৭ রান যোগ করেছেন। এই জুটি হয়তো ভাঙতে পারত ভারত। চা বিরতির আগে বোলিং করছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। বেন ফোকসের বিরুদ্ধে লেগ বিফোরের আবেদন করেন। বল লেগ স্টাম্প মিস করত। অন ফিল্ড আম্পায়ার আউট দেননি। কিপার ধ্রুব জুরেলও লেগসাইডেই

সরছিলেন। যদিও রবীন্দ্র জাডেজা জোরাজুরি করেন রিভিউ নেওয়ার জন্য। একটাই রিভিউ বাকি থাকায় ভাবতে বাধ্য হন রোহিত। তরুণ কিপার ধ্রুব জুরেল বোঝানোর চেষ্টা করেন বল লেগসাইডে যাচ্ছিল। জাডেজা অবশ্য হাল ছাড়েননি। রোহিতকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, আম্পায়ার্স কলে রিভিউ থেকে যেতে পারে। কার্যত বাধ্য হয়েই রিভিউ নেন রোহিত। জায়ান্ট স্ক্রিনে রিপ্লে দেখেই অস্বস্তিতে পড়েন রোহিত। তখনও বল ট্র্যাকার দেখানো হয়নি। তবে রোহিত নিশ্চিত হয়ে যান, এটা লেগ সাইডেই যাচ্ছিল। জাডেজার উপর ক্ষোভ উগরে দেন। এরপর ফের রবীন্দ্র জাডেজার বোলিংয়ে রবিনসনের বিরুদ্ধে লেগ বিফোরের আবেদন হয়। অনফিল্ড আম্পায়ার আউট দেননি। রিভিউ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল ভারতের। ফলে রিভিউ নেওয়া যায়নি। রিপ্লেতে দেখা যায়, ডিআরএস নিলে এই জুটি ভাঙত। হয়তো স্কোর বোর্ডের চিত্রটা আরও বদলে যেতে পারত। টি-ব্রেকের মধ্যেই ৩টি ডিআরএস খরচের খেসারত দিল ভারত।

আইপিএলে সাফল্যের ছক সাজিয়ে ফেললেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ স্বপ্নের পিছনে দৌড় থাকে প্রতিবারই। শেষ পর্যন্ত তা অধরাই থেকে গিয়েছে। এ বার সেই আক্ষেপ মিটিয়ে নিতে চাইছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। পরদিন, ২৩ মার্চ পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে আইপিএল যাত্রা শুরু করবে দিল্লি। তার আগে দল গুছিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে ক্রিকেট ডিরেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মূলত ব্যাটিংয়ের কারণেই গত বছর সাফল্য আসেনি। সেই সঙ্গে 'কি' প্লেয়ার হিসেবে কাউকে খাড়া করা যায়নি। গত বারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার সৌরভ সাজাচ্ছেন অন্য অঙ্ক। দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় গতবার আইপিএল খেলতে পারেননি দিল্লির ক্যাপ্টেন ঋষভ পন্থ। প্রথম যে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে সৌরভ, তা হল, এ বার কি আইপিএলে পাওয়া যাবে তাঁকে। ওয়ার্মআপ ম্যাচ খেলতে শুরু করে দিয়েছেন। সে দিক থেকে দেখলে ধীরে ধীরে মাঠে নামার মতো জায়গায় আসছেন বাঁ হাতি ক্রিকেটার। তবে যা শোনা যাচ্ছে, শুরুর দিকে তাঁকে নাও পাওয়া যেতে পারে। বা পাওয়া গেলেও তাঁকে কিপারের ভূমিকায় দেখা যাবে না। উইকেটকিপার হিসেবে যেই খেলুন না কেন, ব্যাটার-কিপার হিসেবে পন্থকেই মাঠে চাইছেন সৌরভ। যদি না পারেন, তা হলে শুরুর দিকে ক্যাপ্টেন্সি সামলাবেন ডেভিড ওয়ার্নার। ঘটনা হল, লোয়ার অর্ডারে ফিনিশারের ভূমিকায় কাকে খেলানো হবে, তা ঠিক করে ফেলল দিল্লি। হ্যারি ব্রুককে ফিনিশার হিসেবে প্রোজেক্ট করতে চাইছেন সৌরভ। গত আইপিএলে ১৩.২৫ কোটি টাকায় তাঁকে কিনেছিল রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। মিনি নিলাম থেকে প্রায় জলের দরে ব্রুকসকে কিনেছেন সৌরভ। ইংল্যান্ডের ২৪ বছরের ক্রিকেটারকেই লোয়ার অর্ডারে ব্যবহার করবেন ফিনিশার হিসেবে। যদি এই ছক কাজে লেগে যায়, তা হলে লাভবান হবে দিল্লি। পাশাপাশি ডেভিড ওয়ার্নারের কাছে এই মরসুমে বড় রান চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আইপিএলের আগে যথেষ্ট ফর্মে আছেন। অজি ক্রিকেটারও নিজেকে মেলে ধরতে চান। ২০২৫ সালে রয়েছে মেগা নিলাম। তার আগে বিদেশি ক্রিকেটারদের, বিশেষ করে যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদের কিন্তু নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। না হলে পরের বার আইপিএলে ব্রাত্য হয়ে যাবেন। সৌরভের দিল্লির জন্য ভালো খবর, চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন অনরিখ নর্টজে। দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারের তীব্র গতি বিপক্ষ ব্যাটারদের বিব্রত করেছে অতীতে। এ বারও তাঁকে ছন্দে দেখতে চাইছে দিল্লি। নর্টজে এবং বাকি টিম কিন্তু তৈরি আইপিএলের জন্য।

মেসিদের জন্য দরজা বন্ধ চিনের, খুলেছে যুক্তরাষ্ট্র

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

হংকংয়ে ইন্টার মায়ামির হয়ে লিওনেল মেসি না খেলায় চিন এতটাই চটেছিল যে মার্চে সেখানে হতে যাওয়া আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচ বাতিল করে দিয়েছিল দেশটি। তবে আর্জেন্টিনার জন্য চিন দরজা বন্ধ করলেও খুলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্চের নির্ধারিত ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। একটিতে প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া, অন্যটিতে এল সালভাদর। এর আগে চিনের মাটিতে আইভরিকোস্ট ও নাইজেরিয়ার বিপক্ষে খেলার কথা ছিল আর্জেন্টিনার। বৃহস্পতিবার আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) এক বিবৃতিতে বলা হয়, সামনের ফিফা উইন্ডোতে ২৩ ও ২৬ মার্চ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা দল। এর মধ্যে মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ফিলাডেলফিয়ার লিংকন ফাইন্যান্সিয়াল ফিল্ডে। তিন দিন পর নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেমোরিয়াল কলোসিয়ামে। সর্বশেষ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে নাইজেরিয়ার অবস্থান ২৮, এল সালভাদরের ৮১। চিন সফর বাতিল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাচ হওয়ায় আদতে মেসি এবং আর্জেন্টিনা দলের লাভই হয়েছে। ইন্টার মায়ামিতে খেলার সুবাদে মেসির বর্তমান আবাস যুক্তরাষ্ট্রেই। আর্জেন্টিনা দল যুক্তরাষ্ট্রে পা দেওয়ার পর দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন তিনি। জাতীয় দলের ম্যাচ খেলার কারণে মায়ামির হয়ে একটি ম্যাচ মিস করবেন মেসি। ২৩ মার্চ নিউইয়র্ক রেড বুলের সঙ্গে ম্যাচ আছে ইন্টার মায়ামির। সামনের জুন-জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার আসর বসবে যুক্তরাষ্ট্রে। ২১ জুন উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে আর্জেন্টিনা, প্রতিপক্ষ হবে কানাডা-ত্রিনিদাদ প্লে-অফে জিতে আসা দল। গ্রুপে কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের অপর দুই প্রতিপক্ষ চিলি ও পেরু।

রুটের শতরান দেখে খুশি হতে পারেননি সুনীল গাভাস্কর

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ জো রুট শতরান করলেও তাঁর ব্যাটিং দেখে খুশি হতে পারছেন না সুনীল গাভাস্কর। দিনের শেষে ইংরেজ ব্যাটারকে খোঁচা মেরেছেন তিনি। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার রুটের একটি কাজে হতাশ হয়েছেন। প্রথম দিনের খেলা শেষে গাভাস্কর বলেন, ''রুটের ইনিংস খুবই ভাল। টেস্টের ধ্রুপদী ব্যাটিং করেছে ও। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলতেই হবে। আমি ওর ব্যাটিং দেখে একটু হতাশ হয়েছি। আমি ভেবেছিলাম, শতরানের পথে রুট কয়েকটি রিভার্স স্কুপ খেলবে। ৯৯ রান থেকে রিভার্স স্কুপ মেরে ওর শতরান করা উচিত ছিল। তবেই তো রুটের নামে আরও বেশি চিৎকার হত। কিন্তু ও খেললই না।'' গাভাস্করের কথায় একটু হলেও খোঁচা ছিল। কারণ, চলতি সিরিজের প্রথম তিনটি টেস্টে প্রায় প্রতিটি ইনিংসেই রিভার্স স্কুপ বা ওই জাতীয় অদ্ভুত শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন রুটের। তাঁর শট বাছাই নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু রাঁচিতে প্রথম টেস্টে সেটা দেখা গেল না। সাবধানী ইনিংস খেললেন। কোনও ঝুঁকি নিলেন না। সেই কারণেই হয়তো রুটকে খোঁচা মেরেছেন গাভাস্কর।

রঞ্জিতে সেঞ্চুরি করলেন সরফরাজের ভাই মুশির

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটে বোধহয় দাদা-ভাই যুগ শুরু হয়ে গেল! দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর দাদা সরফরাজ খানের টেস্ট অভিষেক হয়েছে বিশাখাপত্তনমে। দুই ইনিংসেই হাফসেঞ্চুরি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে টিমের বাইরে রাখা যাবে না। ভাইয়ের গল্পও তেমনই। গত বছর তিনটে রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিলেন মুম্বইয়ের হয়ে। ওপেনিং, মিডল অর্ডারে ব্যবহার করা হলেও কার্যত কিছু করতে পারেননি। এক বছর পর টিমে ফিরছেন। আর ফিরেই সেঞ্চুরি করলেন মুশির খান। দাদার পথে হেঁটেই ভারতীয় টিমের দরজা খুলতে চান ১৮ বছরের ছেলে। কার্যত ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে সেঞ্চুরি করলেন মুশির। বরোদার বিরুদ্ধে বান্দ্রার মাঠে শুরু থেকেই চাপে ছিল মুম্বই। পৃথ্বী শ ৩৩ করে ফেরেন। অন্য ওপেনার ভূপেন লালওয়ানি করেছেন ১৯। ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে আবার ব্যর্থ। ৩ করে ফিরেছেন। সামস মুলানি (৬), সূর্যাংশ সেরগে (২০) ফিরে যান পর পর। ভার্গভ বাট নিয়েছেন ৪ উইকেট। কিন্তু তিন নম্বরে নামা মুশিরকে নড়ানো যায়নি। একদিকে উইকেট আঁকড়ে দুরন্ত সেঞ্চুরি করলেন মুশির। ১৭৯ বল খেলে ৬টা চার দিয়ে সাজিয়েছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের প্রথম শতরানের ইনিংস। পরিণত হয়ে উঠেছেন, এই সেঞ্চুরিই তার প্রমাণ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মুম্বই তুলেছে ২৪৮-৫। ১২৮ করে ক্রিজে আছেন মুশির। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের সময় থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন প্রতিভা হিসেবে উঠে এসেছেন মুশির। সরফরাজের ভাই যুব বিশ্বকাপে করেছিলেন পর পর দুটো সেঞ্চুরি। ভারত অবশ্য ফাইনালে হেরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। কিন্তু মুশিরের পারফরম্যান্সে কোনও ছাপ পড়েনি। বরং তিনি নিজেকে আরও তুলে ধরেছিলেন। যুব বিশ্বকাপের পরও সেই ছন্দ ধরে রেখেছেন।

আইএসএলে ফার্স্ট ও সেকেন্ড বয়ের লড়াই! দুই স্প্যানিশ কোচের অস্ত্র দিমিত্রি ও রয় কৃষ্ণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ আইএসএলের ফার্স্ট ও সেকেন্ড বয়ের মধ্যে শনিবার ম্যাচ। যে দল জিতবে তারাই এগিয়ে যাবে। শীর্ষে চলে যাবে সেই দল। মোহনবাগান এবং ওড়িশা এফসি-র মধ্যে ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পয়েন্ট তালিকায় ওড়িশা শীর্ষে রয়েছে, ১৫ ম্যাচে পয়েন্ট ৩২। অপরদিকে, মোহনবাগান ১৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। লড়াইটা মোহনবাগান কোচ হাবাসের সঙ্গে ওড়িশার হেডস্যার সার্জিও লোবেরোর। সুপার কাপে মোহনবাগান দল ব্যর্থ হলেও আইএসএলে তারা

সেরা ছন্দে রয়েছে। টানা তিনটি ম্যাচ জিতে চাঙ্গা দল। শনিবার ফার্স্ট বয় ওড়িশাকে হারাতে পারলে খেতাবের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যাবে। সেই কারণেই সবুজ মেরুন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বলেছেন, ''ফুটবলারদের সেরা হওয়ার মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামা উচিত। সেই লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতে হবে, ছেলেদের সেটি বলেছিও।'' শনিবার আইএসএলে হাবাসের কাছে দুটি বিষয় দেখানোর রয়েছে। এক, দলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি তিনি চান শুরুতেই গোল তুলে নিতে। বড় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কুঁকড়ে থাকা মানে লড়াইয়ের জমি থেকে হারিয়ে যাওয়া। ম্যাচে দুই স্প্যানিশ কোচের দ্বৈরথ, হাবাস বনাম লোবেরো। ওড়িশা সম্পর্কে মোহন কোচের ব্যাখ্যা, ''বিপক্ষ ভাল দল, ওদের মাঝমাঠ সংঘবদ্ধ। আমরা প্রতিপক্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হলেও নিজেদের নিয়েই ভাবতে চাই। আমরা তিন পয়েন্ট লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতে চাই।'' ওড়িশার ত্রাস রয় কৃষ্ণ, যিনি মোহনবাগানে এসেছিলেন হাবাসের হাত ধরেই। তারপর জুয়ান ফেরান্দো দায়িত্ব নিতেই কৃষ্ণকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। সেই কৃষ্ণের মোকাবিলায় নামছেন হাবাস। যিনি ভাল করে চেনেন রয়কে। সেই কারণেই বলেছেন, ''রয় দারুণ এক ফুটবলার, যে নিজের দিনে যা কিছু করতে পারে। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ওকে নিয়ে আমাদের কৌশল প্রস্তুত। একটা সময় আমার কোচিংয়ে সেরাটা দিয়েছেন রয়, তবে এবার ও আমাদের প্রতিপক্ষ।''

ধর্ষণের মামলায় আলভেজের ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েছে নেইমারের পরিবার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ধর্ষণের দায়ে দানি আলভেজের ১২ বছরের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন ভুক্তভোগীর আইনজীবী। আর স্পেনের রাষ্ট্রীয় কৌঁসুলিরা চেয়েছিলেন ৯ বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু বার্সেলোনার আদালত গতকাল ব্রাজিলের প্রাক্তন রাইটব্যাককে সাড়ে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেন, সঙ্গে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ইউওএল জানিয়েছে, আলভেজের জরিমানার টাকাটা (১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো) দিয়েছে নেইমারের পরিবার। আলভেজের সাজার মেয়াদ কমানোয় যা বড় ভূমিকা রেখেছে বলে দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি। ইউওএল জানিয়েছে, নেইমার এই টাকা আগেই স্পেনের আদালতে পাঠিয়েছেন। সেটি গত ৯ আগস্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগীর যে নৈতিক এবং শারীরিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা প্রশমনে আলভেজকে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সেটি দিলে সাজার মেয়াদও কমবে বলা হয়েছিল। প্রতিবেদনের ভাষায়, ভুক্তভোগীকে টাকাটা 'দিতে বলা হয়েছিল তাঁর সাজার মেয়াদ কমানোর জন্য'। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার নৈশক্লাবে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে মামলা হয় আলভেজের বিরুদ্ধে। সে মাসেই গ্রেপ্তার হন আলভেজ এবং তার পর থেকেই স্পেনে কারাবন্দী জীবন কাটছিল তাঁর। জেলখানায় আটক থাকা অবস্থায় আলভেজ ব্রাজিলে নিজের সম্পদের সাহায্যও নিতে পারেননি। ইউওএল জানিয়েছে, প্রাক্তন স্ত্রী দিনোরাহ

সানতানার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর আদালতের নির্দেশে ব্রাজিলে তাঁর সম্পত্তি জব্দ করা হয়। আলভেজ ভরণপোষণ না দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এখন মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দিনোরাহ। সবকিছু মিলিয়ে আলভেজের আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ায় নেইমারের সাহায্যের দরকার পড়েছিল বলে জানিয়েছে ইউওএল। ব্রাজিল জাতীয় দল এবং বার্সেলোনায় সতীর্থ ছিলেন নেইমার ও আলভেজ। দুজনের মধ্যে সম্পর্কও বেশ ভালো। ইউওএল আলভেজের ঘনিষ্ঠ তিনটি সূত্র মারফত নিশ্চিত করেছে, নেইমার ও তাঁর বাবা টাকাটা পাঠিয়ে আলভেজকে সহায়তা করেছেন। নেইমারের বাবার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সিনিয়র আইনজীবী গুস্তাভো জিস্তোকে গত বছরের ২৮ জুন নিজের সম্পত্তির অ্যাটর্নি হিসেবেও নিয়োগ দিয়েছিলেন আলভেজ। সেদিনই প্রাক্তন স্ত্রী দিনোরাহকে নিজের সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন আলভেজ। এ বিষয়ে নেইমারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনও মন্তব্য পায়নি ইউওএল। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, গত বছরের নভেম্বরে আলভেজকে নেইমারের পরিবারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যের প্রমাণ পেয়েছে তারা। ৪০ বছর বয়সী প্রাক্তন ব্রাজিল রাইটব্যাকের আইনজীবী মিরাইদা পুয়েন্তেকে নেইমারের পরিবারের পক্ষ থেকে টাকাটা দেওয়া হয়। গত বছর ৯ আগস্ট আদালতে টাকাটা জমা দেওয়া হয়। ইউওএলের পক্ষ থেকে পুয়েন্তের সঙ্গে আটবার যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি। পুয়েন্তের সঙ্গে ক্রিস্টোবাল মার্তেল নামের আরেক আইনজীবী আলভেজের পক্ষে সে সময় কাজ করেছিলেন। মার্তেল সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন, তিনি আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে কিছু জানতেন না এবং এখন আর তিনি এই মামলা নিয়ে কাজও করছেন না। আলভেজের এই মামলা থেকে মার্তেল সরে যাওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ইনেস গার্দিওলা। বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রিমিনাল ল-তে ডক্টরেট করেছেন ইনেস। মুন্দো দেপোর্তিভো এর আগে জানিয়েছিল, আদালতে ইনেস গার্দিওলা বলেছেন, আলভেজ আর্থিকভাবে 'ভেঙে পড়েছেন' এবং '১৭ হাজার পাউন্ড নেগেটিভ ব্যাংক ব্যালান্স' রয়েছে তাঁর। অথচ একসময় ৪ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ড মূল্যের সম্পদের মালিক ছিলেন আলভেজ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com